সুহৃদ সম্মিলনী।

শ্রীমানীপাড়া, মাকড়দহ, হাওড়া।

নিমাই সন্ন্যাস

নাটক

(নন্দী অপেরা কর্ত্তৃক অভিনীত)

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

মাতৃকুটীর—

কল্যাণপুর, হাওড়া।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

মূল্য ১৲ টাকা।

প্রকাশক—

শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস

জগন্নাথ লাইব্রেরী হইতে

প্রকাশিত।

১৬২ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা।

"নিউ পশুপতি প্রেস"

৩০ নং হরীতকী বাগান লেন হইতে

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ব্যবস্থাপক কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

নাট্যোল্লিখিত কুশীলবগণ

পাত্র।

জগন্নাথ মিশ্র (নদীয়া-নিবাসী ব্রাহ্মণ), বিশ্বরূপ নিমাই (ঐ পুত্রদ্বয়)
নিত্যানন্দ (অবধূত), অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস, মুকুন্দ (চৈতন্য-
অবতারে ভক্ত), জগাই, মাধাই (পাষণ্ডদ্বয়) মেঘমালী
(দস্যু), মুরারি (জনৈক বৈদ্য),
ভক্তগণ, কলি, মুনিঋষিগণ
ইত্যাদি।

পাত্রী।

শচীদেবী (নিমাইয়ের মাতা), লক্ষ্মীদেবী, বিষ্ণুপ্রিয়া (নিমাইয়ে পত্নী)
পার্ব্বতী (মেঘমালীর রক্ষিতা বেশ্যা) রমণীগণ,
দেবদেবীগণ ইত্যাদি।

উৎসর্গ

শ্রীমান্ বিমলেন্দুভূষণ মিত্র বি. এস, সি

করকমলে।

কল্যাণপুর,
হাওড়া। ১৩৪৩ | গ্রন্থকার

নিমাই-সন্ন্যাস

প্রস্তাবনা

[পথ]

ভক্তগণ আসীন।

গীত।

এস সেইরূপে দয়াময়!—
যুগে যুগে হরি যেই রূপ ধরি,
অখিলে দিয়েছ অমৃত অভয়।
এস দুর্জ্জন-দল শাসিতে, এস কলি-কলুষ নাশিতে,
দুঃখ মুছে যাক সব সন্তাপ তব প্রেম-করুণা-বারিতে;
তোমার আশায় যাপি নিশি দিন
হবে কবে প্রভু তব শুভোদয়।
তুমি আসিবে বলিয়ে তোমার আশায়,
যাপি নিশি দিন ওহে লীলাময়,
চিত-বিনোদন আর কতদিন,
যোগ-নিদ্রাবশে রবে ভাবে লীন
জাগ প্রভু কর সাধুজন-ত্রাণ, নহিলে কে আর নাশিবে ভয়।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গোলোক ।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা আসীন ।

শ্রীকৃষ্ণ । ঐ শোন নারায়ণি, ধরার রোদন,
অসহ বেদন তার সহিবারে নারি !

শ্রীরাধা । কহ নাথ, কোন দুঃখে ধরা ম্রিয়মাণা ?
কি শোকে বিহ্বল চিত্ত ?
সুধাংশু-কিরণ-শুভ্র শারদ-আকাশ,
কেন আজ হেরি মেঘাবৃত ?
আবার কি কোন বৈরী
করিয়াছে বিদ্রোহ সৃজন ?
কোন মূঢ় জন
বজ্রবল করিতে ধারণ—
অবহেলে পাতিয়াছে মস্তক তাহার !

শ্রীকৃষ্ণ । এবে প্রিয়ে পাপ কলি হয়েছে প্রবল.
আসমুদ্র হিমাচল করগত তার ।

ভক্তি-ভাব-প্রেমহীন সংসার এখন।
অনর্থ প্লাবনে কোরাণ, পুরাণ, বেদ-
বেদান্ত দর্শন করিয়াছে একাকার!
দেব দেবী মানে নাহি কেহ,
বিসর্জ্জিত সব যেন অধর্ম্ম সাগরে।
"তত্ত্বমসি" মহাবাক্যে মজায়েছে সবে,
জীব তাই "জীব ব্রহ্ম"—
এই মত করিছে প্রচার।

শ্রীরাধা। সবি তব ইচ্ছা—ইচ্ছাময় তুমি।
তোমারি ইচ্ছায় প্রভু কলির সৃজন।
কালের নিয়মে সবে
কাল চক্র পরে
ঘুরে তারা ইঙ্গিতে তোমার।
তাহে কেন চিত্ত তব
ব্যাকুল নেহারি?

শ্রীকৃষ্ণ। সত্য বটে—সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের পরে
কালের নিয়মে কাল কলির উদয়।
কিন্তু দেবি!
সেই কলির পীড়নে
পীড়িত আমার ভক্ত সমুদয়;
কাতরে তাহারা ডাকে ভকত-বৎসলে,
স্থির ভবে থাকিব কেমনে?

ঐ দেখ, ঐ দেখ রাধে,
কিবা অঘটন ঘটেছে ধরাতে!
মহাবনে ভয়ঙ্কর দাবানল সম—
বাড়িছে বিদ্যুৎ-বেগে ব্যাপিয়া জগৎ
অধর্ম্মের পূর্ণ অধিকার!
নাহি আর মূর্খ-জ্ঞানী ভেদাভেদ!
মূলে ভুল সবার এখন।

শ্রীরাধা। কিবা তবে কর্ত্তব্য এখন?

শ্রীকৃষ্ণ। যাব আমি জগৎ মাঝারে,
ধরা ভার করিতে লাঘব!
এক অভিনব ধর্ম্মের প্রচারে,
পিপাসার্ত্ত জন গণে
দিব আমি সুশীতল জল!
উদারতা ভিত্তি-মূলে এই ধর্ম্ম হইবে স্থাপিত,
সঙ্কীর্ণতা অভিমান থাকিবেনা ইথে!
এই ধর্ম্মে মম
আচণ্ডাল ভূদেব ব্রাহ্মণ
কিংবা বিধর্ম্মী যবন—দুর্জ্জন,
সকলের সম অধিকার।
এই ধর্ম্ম হইলে প্রচার,
অগ্নির প্রভাবে স্বর্ণ উজলে যেমতি,
ভক্তির প্লাবনে সব অন্তর তেমতি—

প্লাবিত হইবে।

পূতিগন্ধময় কলির সংসার—

পূর্ণ হবে স্বর্গের সৌরভে!

হরিনাম মধুর ধ্বনিতে

লুপ্ত হবে "সোঽহং, সোঽহং"।

নামে মুক্তি ঘটিবে সবার।

শ্রীরাধা। বিচিত্র তোমার লীলা,

লীলাময় হরি!

শ্রীকৃষ্ণ। শুধু লীলা বশে নহে,

শোধিতে তোমার ঋণ,

যেতে হবে ধরার মাঝারে।

শ্রীরাধা। আমার কি ঋণ?

শ্রীকৃষ্ণ। মনে নাই রাধে দ্বাপরের লীলা?

তুমি বৃকভানু নন্দিনী রাধিকা

আমি নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণ গোপাল!

আমার বিরহে তুমি সহেছিলে—

নিদারুণ অসহ যাতনা!

তাই আমি করেছিনু পণ,

বাহিরে রাধার ভাব

অন্তঃকৃষ্ণ করিয়া ধারণ

ভুঞ্জিব প্রেমের স্বাদ তোমার মতন।

রাধা ভাবে ধ্যানে আমি করিব ভজন

তাই সেই পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষণে,
যাব আমি নবদ্বীপ ধামে,
নন্দ-পিতা জগন্নাথ গৃহে,
যশোমতী—শচী দেবী কোলে—
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামে।
আমার সাহায্য হেতু
দেবগণ পূর্ব্ব হতে লভেছে জনম,
নিজ নিজ শক্তি অংশে তাঁরা
দাদা বলরাম হয়েছে নিতাই,
অদ্বৈতআচার্য্য রূপে বৈষ্ণব শঙ্কর,
ব্রহ্মা অংশে ভক্ত হরিদাস,
শ্রীবাস পণ্ডিত রূপে দেবর্ষি নারদ;
হনুমান অংশে মুরারি গোঁসাই
আর কেন রাই বিলম্ব আমার ?

শ্রীরাধা। আবার কি কাঁদাবে আমায় ?
সহিব কেমনে এবে বিরহ তোমার ?

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু এযে সারা বিশ্ব কাঁদে !
হের হের রাধে,
যন্ত্রণা নিষ্পিষ্ট সব ভক্তজন,
মায়া মেঘে ঢেকেছে ভাস্কর,
সেই মেঘে মিথ্যা সৌদামিনী,
মহাজ্যোতিঃ করিয়া বিকাশ,

করিছে বিনাশ পাছে বিপথে লইয়া!
মুহুর্মুহুঃ বজ্রের আঘাতে
কত প্রাণ হতেছে বাহির!

শ্রীরাধা। আমিও হইব তব লীলার সঙ্গিনী,
হব তব চরণ সেবিকা।

শ্রীকৃষ্ণ। কোন বাধা নাই তাহে,
সহায় তুমিও রাধে লীলা অবতারে
কিন্তু নহ ভাবে সেবিকার।
আমি দীনহীন কাঙ্গালের রূপে
প্রবেশিব সংসার মাঝারে,
কাঙ্গালে তুলিয়া লব কাঙ্গালের কোলে
তুমিও সংসারের মাঝে
সংসারীর রূপে যদি প্রবেশিবে
হবে না সংসারী!
নির্লিপ্ত জীবন যাপি,
সংযম শিখাবে রাধে ধরার মানবে
ঐ ঐ পুনঃ আকর্ষণ,
যাই—যাই—
নাহি ভয় দিতেছি অভয়,
লভি জন্ম বিশ্বম্ভর নিমাই নামেতে,
তরাইব পাপিকুল।
ভক্তিমূল মধু হরিনামে—

অধর্ম্মের করিব দমন।
তাই এবে অবতীর্ণ হই ধরাপর।
লভি আমি শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ।

(শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি পরিগ্রহ ও অন্তর্দ্ধান

শ্রীকৃষ্ণের লীলা সঙ্গিনী গণের প্রবেশ।

গীত।

ধন্য হবে ধরার জীব শ্রীচৈতন্য নামে।
(বল হরি হরিবোল)
পাপী তাপী উদ্ধারিতে প্রভু নাম-গানে।
(বল হরি হরিবোল)
আয় সবে মিলি যাব ধরাতলে
হইব সকলে প্রভুর লীলা-সঙ্গিনী;
হরিনাম গানে শ্রবণ কীর্ত্তনে
ভাবে ভাব প্রকাশিব আমরা কামিনী,
বহাইব প্রেমের বন্যা সকলের প্রাণে॥
(বল হরি হরিবোল)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ভাগীরথী-তীরস্থ মেঘমালীর কুটীর।

পার্ব্বতী ও জনৈকা হস্তবদ্ধা রমণী।

পার্ব্বতী। যাও মা, তুমি মুক্ত।

রমণী। কে মা তুমি? এত দয়া তোমার হৃদয়ে! পরের জন্য তোমার নিজের বিপদের দিকে একবার ফিরেও চেয়ে দেখ্‌ছ না! ভাব দেখি মা, যখন উন্মত্ত দস্যু মেঘমালী আমার অন্বেষণ করে কোথাও দেখ্‌তে পাবে না, তখন ত তোমার উপর ঘোরতর নির্য্যাতন কর্‌বে। আর তার পাষণ্ড সহচরেরা তাদের কাম পিপাসা মিটল না বলে তোমার উপর অযথা অত্যাচারেও কুণ্ঠিত হবেনা—তখন কে তোমায় রক্ষা করবে? তাই বলি মা, আমি তোমাকে এই বিপদের মধ্যে কেমন ক'রে ফেলে রেখে নিজের তুচ্ছ জীবনটাকে নিরাপদ কর্‌বো! এইরূপ ভয়াবহ নির্য্যাতনই যদি আমার অদৃষ্টের ফল হয়, তা হলে কার সাধ্য আমার দুর্গতি খণ্ডন করবে? অপরাধ মার্জ্জনা কর মা! দেবী তুমি, তোমার অন্তরে ব্যথা দিয়ে আমি বড় পাপ কার্য্যই করেছি, কিছু মনে ক'রনা।

পার্ব্বতী। পাগ্‌লী মেয়ে! দুরারোগ্য রোগে রোগীর মৃত্যু নিশ্চয় জেনেও কি গৃহস্থ তার চিকিৎসা করতে পরাঙ্মুখ হয়? প্রবল বন্যা নগর গ্রাম ভাসিয়ে দিয়ে আস্‌ছে বলে কেউ কি তাতে বাধা দেবে না?

রমণী। কেন মা! তোমার শান্তির সংসারে বিষের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে যাব? তুমি ত বেশ আছ!

পার্ব্বতী। বেশ আছি! নিজের ধর্ম্ম-জাতি-কুল-মান জলাঞ্জলি দিয়ে বেশ আছি মা! নারীর নারীত্ব টুকু বিসর্জ্জন দিয়ে বেশ দিন কাটাচ্ছি মা! কিন্তু ভাব্‌ছি এ আর কয়দিন? উঃ কি করেছি! তখন কি বিষ ছিলনা—পুকুর ডোবার জলও শুকিয়ে গিছ্‌ল! হায় আমার কি হবে! (সহসা নিম্নস্বরে) না—না—কথায় কথায় বেলা বেড়ে উঠ্‌লো! যাও মা! আর মুহূর্ত্ত বিলম্বে তোমার রমণী জীবনের গৌরব-রত্ন সতীত্ব টুকু পাষণ্ডের ক্রীড়নক হয়ে দাঁড়াবে! এখনও আমার কথা শোন! আমি নিজের সর্ব্বনাশ ত করেছিই, তবু যদি আমার দ্বারা ভগবানের সৃষ্ট একটি ক্ষুদ্র জীবের মঙ্গল সাধিত হয় হোক, তুমি এই পথ ধরে চলে যাও মা! একবার গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করতে পারলে আর তোমার কোন ভয় থাক্‌বেনা।

রমণী। তবে তাই হোক মা! তুমি যে হও, তোমার প্রত্যেক কথা দৈববাণীর মত আমি মাথায় ধরে নিলুম! নারায়ণ, শক্তি দাও! মা শক্তিময়ী ঈশানি, রক্ষা কর মা

[দ্রুত প্রস্থান।

সহসা শক্তির বিকাশ।

গীত।

শক্তি।

ভাবনা কি মা সতীরাণি হয়ে থাক শক্তিময়ী,
সতীর অঙ্গ স্পর্শ করে এমন কে মা ভুবনজয়ী?

আমায় যে গো ডাক্‌তে পারে সদাই ঘুরি তারি দ্বারে,
বুকের মাঝে রাখি তারে আমার যে মা কাজই ওই।
বিপদ-মাঝে যেবা ডাকে কোথায় গো মা ব্রহ্মময়ী,
তখনই মা ছুটে আসি আমি থাক্‌তে পারি কই?

[অন্তর্দ্ধান।

দ্রুতপদে মেঘমালীর প্রবেশ।

মেঘমালী। কই—কোথায় গেল সে রমণী?

পার্ব্বতী। সে পালিয়েচে।

মেঘমালী। পালিয়েচে!—কেমন করে পালাল? কে তার হস্তপদের বন্ধন খুলে দিলে?

পার্ব্বতী। আমিই দিয়েছি।

মেঘমালী। কেন?

পার্ব্বতী। তার করুণ ক্রন্দনে পাষাণেরও বুক ভেঙ্গে যায়!—আমি তো নারী।

মেঘমালী। এর জন্ম তোমাকে শাস্তি গ্রহণ করতে হবে জান?

পার্ব্বতী। তা জানি।

মেঘমালী। তা হলে প্রস্তুত হও পার্ব্বতি! তুমি কি মেঘমালীকে চিন না? তুমি আমার রক্ষিতা—তাই ভালবাসায় আজ আমি তোমার নিকট দুর্ব্বল! কিন্তু মেঘমালীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে নদীয়ার বাল-বৃদ্ধ-যুবা সদাই শঙ্কিত! যার নামে অতি বড় বীরের হৃদয়ও বিচলিত হ'য়ে উঠে,—তুমি দুর্ব্বলা অসহায়া নারী হ'য়ে আজ তারই বিপক্ষে দাঁড়িয়েছ—আশ্চর্য্য!

পার্ব্বতী। সংসারে আশ্চর্য্য কিছুই নাই দস্যু! অতি বড় দুর্ব্বল—সেও শত্রুর পীড়নে সবল হয়ে উঠে! তোমার অত্যাচারে প্রপীড়িতা দুর্ভাগিনী নারীর মুক্তি বিনিময়ে আমাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে জেনেও আজ আমি তাকে মুক্তি দিয়েছি।

মেঘমালী। স্পর্দ্ধা বটে! তুমি জান বোধ হয় পার্ব্বতি, মেঘমালীর আততায়ীর শাস্তি কত কঠোর! তোমার দেহের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শাণিত ছুরিকায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কর্‌বো! তারপর—তারপর তাতে লবণ সিঞ্চন করে আমার এই তীব্র প্রতিহিংসার তর্পণ কর্‌বো! তোমার মর্ম্মভেদী যন্ত্রণার কাতর চীৎকারে পাষাণের হৃদয় বিগলিত হবে—কিন্তু আমার নয়ন-কোণে একবিন্দু অশ্রু দেখা দেবেনা! আমি স্থিরচিত্তে আমার বিদ্রোহীর শাস্তি দর্শন ক'র্‌বো!

পার্ব্বতী। তোমাকে ধন্যবাদ দস্যু। আমি ভেবেছিলাম আমার শাস্তি আরও কত কঠোর হবে! এ আমার শাস্তি নয় ঘাতক—এই আমার শান্তি!

মেঘমালী। না—না—তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দোব না, বুঝেছি, মৃত্যুই জীবের মুক্তি। মুহূর্ত্তেই তার পাপ পুণ্যের সব শেষ হয়ে যায়। তা হবে না সে সুখে তুমি বঞ্চিতা হবে। তুমি বিশ্বাস-হন্ত্রীর কাজ করেছ, আমার লালসা-বহ্নিতে বারি সিঞ্চন করে হন্তারক হয়েছ—তার শাস্তি দেখ কত ভয়াবহ!

পার্ব্বতী। কামোন্মত্ত পিশাচ দস্যু! যে দিন তুমি আমার সর্ব্বনাশ করেছ, আমার নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ রত্ন সতীত্বের মহামুকুট তোমার পদতলে লুটিয়ে দিয়েছি. সেই দিন হ'তে আমি সর্ব্বস্ব হারিয়েছি

একজন নিরপরাধিনীর সর্ব্বনাশ করেও তৃপ্ত হলেনা। ঘাতক—আবার একটি অবলাকে তার স্বামীর ক্রোড় হ'তে বলে অপহৃত ক'রে তার সর্ব্বনাশে অগ্রসর হয়েছিলে? তোমার বড় স্বার্থের অন্তরায় হয়েছি—নয়? তাই আজ ঘাতকের রোষদীপ্ত চক্ষু নিয়ে—নির্জ্জিত সিংহের মত আমাকে হত্যা ক'রতে অগ্রসর হচ্ছে? রূপোন্মত্ত অন্ধ দস্যু! বেশ্যা হলেও আজ আমার মাতৃশক্তি জেগেছে। ভগ্নীর অপমানে ব্যথা বোধ করতে শিখেছি। রাত্রি দিন এ অত্যাচার চোখে দেখতে পাচ্ছিনা। বেশ্যা আমি, নরকের কীট আমি, পথের আবর্জ্জনা আমি—সতীর নয়ন জলে আমারও হৃদয় বিচলিত হয়ে উঠেছে। উঃ—কি অত্যাচার! স্ফুটনোন্মুখ কুসুম কলিকাকে সবলে তার স্নেহাশ্রয় হ'তে অপহরণ করে এনে তাদের জীবনের চির সুখ-শান্তি নষ্ট করছো। সেই সর্ব্বহারা মলিনা কুসুমকলিকাদের পানে চাইলে অশ্রুজল যে আর রোধ ক'রতে পারিনা! বেশ্যা আমি, আমারও ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করেছে!

মেঘমালা। কি করবি পিশাচিনী!

পার্ব্বতী। তুমি নারীকে চেন না মেঘমালি! পৈশাচিক ক্ষমতায় তুমি শ্রেষ্ঠ ব'লে ভেবনা নারী শক্তিহীনা!

মেঘমালী। আর পুরুষ হৃদয়েও দুর্ব্বলতা প্রশ্রয় পায়না।

(সজোরে পার্ব্বতীর গলা টিপিয়া ধরিল)

দ্রুতপদে মদ্যপাত্র হস্তে উন্মত্ত জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ।

জগাই। আরে মধা ভাই—ছাড়ো ছাড়ো—এ যে মেয়েমানুষ! (ছাড়াইয়া লইল) এখন এসব বাদ বিসম্বাদ বাদ দাও বাবা—সেই

মোলায়েম খুপ্‌সরৎ গোছের মেয়েমানুষটা কোথা বল দেখি? স্ফূর্ত্তি করা যাক্ বাবা! আরে এ শালা যে চলতেই পারে না!

মাধাই। দেখ বেওয়া—তুই শালা নেহাৎ পাঁঠা—ভাই কখনও শালা হয়?

জগাই। আরে দুত্তোর—গাধা! তোর কি সে বুদ্ধি ঘটে আছে? মেগের ভাই শালা এই যুগে সবার চেয়ে আপনার! বাপ জেঠার কদর হোক না হোক, শালার চাই কড়ায় গণ্ডায়। ভাই যে কত আপনার তা জানিসনি? ঠিক এই মেগের ভাই শালার মত। যাক্ ও সব বাদ দে। এখন মধাভাই, মেয়েমানুষটা কোথায় তা বল।

মাধাই। মেয়ে মানুষ পরে হবে এখন মাল কোথায় বার কর।

মেঘমালী। সেঙাৎ ভাই, সর্ব্বনাশ হয়েছে। পার্ব্বতী ছুঁড়ি সে মেয়ে মানুষটাকে ছেড়ে দিয়েছে।

জগাই। য়্যাঁ—য়্যাঁ—ছেড়ে দিয়েছে—ছেড়ে দিয়েছে কেন?

মেঘমালী। শালীরা সব সতীকস্তের পুষ্যি পুত্তুর।

জগাই। তুমিই তো ছুঁড়িটাকে অত বাড়িয়েছ ভাই, না হ'লে ওর বাবার সাধ্যি কি যে কেউটে সাপের সঙ্গে খেলা করে?

মাধাই। আমি তো জানিই—এ শালার মেয়ে মানুষকে মাথায় তুললেই বিপদ।

জগাই। বুড়ো, ছেলে, আর এই মেয়ে মানুষ, এদের নাই দিয়েছ তো একবারে মাথায় উঠে বসে আছে। এই মধা—চল্ এখন জিভে তুলসী পাতা দিয়ে খসে পড়া যাক্।

মাধাই। ইঁচড়ে শালী রমা বষ্টুমীর মুখ দেখে বেরিয়েচি, জানি আজ অদৃষ্টে পক্করম্ভাটী!

জগাই। যাক্, মধা ভাই, এই বারবেলায় আজ আর কোথা কার আঁদাড়ে পাঁদাড়ে ঘুরে বেড়াব? তার চেয়ে রমা বষ্টুমী শালীর ঘরেই ঢোকা যাক্ চল।

মাধাই। দাদা শালার পিত্তির ঘরে কে ঘি ঢেলে দিয়েচে, তা না হ'লে একটা বুড়োথুবড়ো তোপ্‌সা-গালী মাগীকে নিয়ে স্ফূর্ত্তি জমাতে চায়!

জগাই। তুই তার কি বুঝবি? পুরণো চাল ভাতে বাড়ে! আহার ঔষধ দুই! আয় ভাই মধা, আয় যাই।

[মেঘমালীকে লইয়া প্রস্থান।

মাধাই। আমি আর একা কোথা প'ড়ে থাক্‌বো, এ শালাদের পিছুই নিই। [প্রস্থান।

পার্ব্বতী। দূর হও নরকের কৃমি!
পাপের জলন্ত মূর্ত্তি পিশাচের দল।
ভগবন্! এত অত্যাচার—
তোমার সৃজিত এই ভব রাজ্য মাঝে?
দর্পহারী হরি!
অবতরি তুমি—এই পাপ পূর্ণ বসুন্ধরা—
কর পুণ্যের আশ্রম!
মাগো ভাগীরথি!
পুণ্যতোয়া কলুষ-নাশিনি,

তুমিও কি মাতা,
সন্তানের ম্লেচ্ছ-ব্যবহারে
গেছ দূরে রক্ষিবারে গৌরব আপন?
না—মা, পতিতা বলিয়ে আমি
ধর্ম্মভ্রষ্টা পাপিষ্ঠার ঘোর অত্যাচারে,
তাই কিগো মাতা কন্যা-বক্ষঃব্যথা,
শ্রবণ-বিবরে পশে নাই তব!
ক্ষম দেবি!
জান তুমি চিরদিন অবলা রমণী—
পুরুষের অমিত বিক্রমে
অতি তুচ্ছ নারীর ক্ষমতা।
নতুবা কে কোথা—
অমূল্য সতীত্ব-ধনে দেয় জলাঞ্জলি
পর-পুরুষের পদে।

নেপথ্যে জনৈকা নারী। রক্ষা কর, রক্ষা কর, আছ কে কোথায়! অবলার সর্ব্বস্ব যায়!

পার্ব্বতী। ঐ—ঐ দুর্ব্বৃত্তগণ কোন নিরপরাধিনীর সর্ব্বনাশে সমুদ্যত হয়েছে, ভগবান্ নিরাশ্রয়া দুর্ব্বলা নারীকে রক্ষা ক'রতে শক্তি দাও।

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

[জগন্নাথের বাটী ।]

জগন্নাথ ও শচীর প্রবেশ ।

শচী । এখন নিমাইকে নিয়ে কি ক'রবে কর ? আমি নিমাইয়ের কল্যাণ কামনায় আমাদের অভীষ্ট দেবতা বাল-গোপালের পূজার জন্য নৈবেদ্য প্রস্তুত ক'রে যেই বাবার ঘরে নিয়ে যাবো—অমনি নিমে কোথা হ'তে ছুটে এসে সেগুলো উচ্ছিষ্ট ক'রে দিলে ।

জগন্নাথ । আমি শুনেছি, তুমি তিরস্কার করতে নিমাই বল্লে আমি খেলেই গোপাল তুষ্ট তা কি তুমি জাননা ?

শচী । অবাক করেছে ! পাঁচ বছরের ছেলে এমন তো কই বাপ-চোদ্দ পুরুষে কারো দেখিনি । দেখ, সত্য বলছি নিমাইয়ের কার্য্য কলাপ দেখে আমি যেন আর আমাতে থাকি না !

জগন্নাথ । সত্যই গৃহিণি ! নিমাই আমার সামান্য বালক নয় ! সে দিন তোমাকে ত প্রত্যক্ষ শুনিয়েছি আমি যখন নিমাইকে গৃহ মধ্য হতে পুঁথি খানি আনবার জন্য পাঠালুম, তখন বাছার রুণু রুণু নূপুর ধ্বনি শুনে আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছিলুম । আরও অনেক সময় বাছার পায়ে আমি ঐ নূপুরধ্বনি শুনতে পাই । তার পর সে দিন

নিমাই আমার হাতে পুঁথি খানি দিয়ে লিখতে বেরিয়ে গেল, আমি পুঁথি খানি রাখ্‌তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করলুম, দেখ্‌লুম সে এক অপরূপ দৃশ্য ! নিমাইয়ের আমার ক্ষুদ্র পদাঙ্কের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন পড়ে রয়েছে ! কি হবে গৃহিণি ! দুর্ভাগ্যের ঘরে এ সৌভাগ্য চন্দ্রের উদয়—তাই আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছি ।

শচী । নিমাইয়ের আমার সবই অপরূপ ! তা না হ'লে তিন বছরের ছেলেকে ভীষণ কালভুজঙ্গের সঙ্গে খেলা ক'রতে কেউ কি কখন দেখেছে ! সেদিন অতি প্রত্যুষেই বাল গোপালের গৃহ মার্জ্জন করছি এমন সময় নিমই আমার কাছে গিয়ে বল্লে—মা ! আমার ক্ষিদে পেয়েছে. আমি বল্লুম বাছা একটু অপেক্ষা কর, স্নান করে এসে শুদ্ধ হ'য়ে তবে তো হাঁড়ি কল্‌সী হ'তে খাবার বার ক'রবো ! নিমাই রেগে উঠ্‌লো ! তারপর ঐ বাঁশ বনের অশুচি জায়গায় ব'সে বল্লে এবার আমি তোমার ঘর কন্নার সব জিনিস শুদ্ধ করে দিচ্ছি ? আমি ভয়ে বল্‌তে লাগ্‌লুম, রক্ষা কর বাবা, স্নান ক'রে আয় তবে ঘরে ঢুকবি ! কার কথা কে শুনে, সে ছুটে এল, আমি কাঁদ্‌তে লাগ্‌লুম ; তখন বাছা আমার কি বল্লে জান ? "শুচি অশুচি জগতে কিছুই নাই ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতে জগৎ নির্ম্মিত" তা ছাড়া জগতে আর কিছুই নাই, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যখন সর্ব্বত্রই বিরাজিত, তখন আবার শুচি অশুচি ভেদ কেন ?

জগন্নাথ । আশ্চর্য্য—তারপর—

শচী । তারপর অনেক বুঝিয়ে গঙ্গাস্নান ক'রতে নিয়ে গেলুম, তবু বাছার সেই এক কথা, শুচি অশুচি কিছুই নাই । স্নানান্তে বাছাকে

যখন কোলে কর্‌লুম তখন নিমাইয়ের মুখখানি মেঘের মত গম্ভীর ভাব ধারণ কর্‌লে। বাছার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হ'তে যেন কোটী কোটী দিবাকর তেজ দীপ্তি পেতে লাগ্‌লো! তখন যদি বাছাকে দেখতে—মনে হ'ত নিমাইয়ের রূপের সঙ্গে জগতের কোন সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না!

দ্রুতপদে বিশ্বরূপের প্রবেশ।

বিশ্বরূপ। মা—মা—সর্ব্বনাশ হয়েছে! নিমাই আজ আবার এক নূতন খেয়ালে উন্মত্ত হয়েছিল! সে এত ক্রন্দন করছিল—আমি কিছুতেই তাকে নিবৃত্ত করতে পারছিলাম না, এমন কি মাঝে মাঝে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌ছিল!

শচী। কেন, কেন, বাছার আমার কি হয়েছে?

বিশ্বরূপ। হঠাৎ সে বলে উঠ্‌লো আজ একাদশী। হিরণ্য ভাগবত আর জগদীশ পণ্ডিত তাদের অভীষ্ট দেবতার পূজার জন্য যে নৈবেদ্য সজ্জিত ক'রে রেখেছে আমি সেই নৈবেদ্য ভক্ষণ ক'রবো! তারপর আমি তাঁদের বাড়ী গিয়ে এই কথা বলতে তাঁরা সেই নৈবেদ্যের থালা হাতে নিয়ে আমাদের নিমাইকে দিয়ে প্রণাম করে চলে গেল। আর বলে গেল বালকের শরীরেই ভগবান বিরাজিত। এই নাও ঠাকুর, নৈবেদ্য গ্রহণ কর।

শচী। ওমা, সে কি কথা! হায় নারায়ণ, দাসী পুত্রের অপরাধ গ্রহণ ক'রবেন না! চল বিশ্বরূপ, অবোধ নিমাই কোথা গেল দেখিগে চল! নিমাই—নিমাই—

নৈবেদ্য পাত্র হস্তে নিমাইয়ের প্রবেশ ।

গীত ।

নিমাই ।

রাধার বরণে অঙ্গ আবরি নদীয়া বিহারী কানাই তোর,
নন্দদুলাল আজ শচীলাল ধন্য জননী সাধনা তোর ।
হরিনাম দানে পাতকী তরাতে, গোলোক হইতে এসেছি ধরাতে
(তাই) দেবতার পূজা আমারই ত পূজা
সবারই ইষ্ট রূপটী মোর ।
আমি কভু হই বাল গোপাল, কভু সাজি কালী করে করবাল,
ভুবনমোহিনী আমার গৃহিণী, বাঁধে ভক্ত মোরে দিয়ে প্রেমডোর ।

শচী । ওমা ! আমার যে ভয় পাচ্চে ! ভগবান ! কেমন করে তবে আমার নিমাই বাঁচবে ।

নিমাই । ভয় কি মা ? আমিই ত নারায়ণ ! ভগবানে আর আমাতে প্রভেদ কি ?

প্রতিবেশিনীগণের প্রবেশ ।

১ম প্রতিবেশিনী । ওগো মিশ্রগিন্নি ! আমরাও ভাল বলে মনে কচ্ছি না, এক কাজ কর ! মা ষষ্ঠী দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা দাও ; তবে যদি তোমার নিমাইয়ের মাথা ঠাণ্ডা হয় ।

২য় প্রতিবেশিনী । ওরে বাপ্‌রে ! হিরণ্য ভাগবতের ঠাকুর কাঁচা খেকো দ্যাবতা ! প্রতি একাদশীর দিন চেয়ে ভোগ নেয়, সেই ঠাকুরের মন্নিতে এবার নিমাই পড়েছে ! কি হবে মা—

শচী। (জনান্তিকে) চুপ কর মা! চল, নিমে যেন শুনতে না পায়! বাছার কল্যাণে মা ষষ্ঠী দেবীর পূজো দিতে কি সব দরকার তোমরা আমায় বলে দেবে। (প্রকাশ্যে) চল, নিমাই, ধন আমার ঘরে চল।

প্রতিবেশিনীগণ। নিমাই! বাবা আমরা তোমাকে তেম্‌নি ক'রে কোলে বসিয়ে ক্ষীর সর খাওয়াব। সেই রকম গান গাইতে গাইতে একটি বার নাচোতো!

গীত।

নিমাই।

আজি নাচিব রঙ্গে প্রেম ভঙ্গে, খেলিয়া বিনোদ খেলা।
যমুনা পুলিনে সখাগণ সনে কাটাব সারাটি বেলা॥
ধেনু গণে লয়ে বিজন বিপিনে, কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমিব গোপনে,
মধু বন ফল খাব ভক্তসনে, সাজাব গোষ্ঠ মেলা।
রাঙা রবি ধীরে ডুবিল গগনে ধেনু লয়ে মোরা যাব বৃন্দাবনে,
যশোমতী মায়ী চুমিবে বদনে আমি ব্রজ পুরে নন্দলালা॥

[জগন্নাথ ও বিশ্বরূপ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জগন্নাথ। বৎস বিশ্বরূপ!
অপরূপ নিমাইয়ের জ্যোতিঃ!
মনে লয়—
যশোদানন্দন
অবতীর্ণ কুটিরে আমার।
সর্ব্ব কলেবর উঠে শিহরিয়া—

প্রাণ মন উল্লাসে ভরিয়া –
করে উল্লম্ফন,
নিশ্চয়—নিশ্চয়—
পূর্ণব্রহ্ম নটবরে—
পুত্ররূপে লভিয়াছি আমি!
নারায়ণ!
কোন্ রঙ্গ সাধিবারে দাসেরে ছলনা?

বিশ্বরূপ। নাহিক সন্দেহ পিতা,
ভবকর্ণাধার সারাৎসার—
ভ্রাতৃরূপে মোর উদয় জগতে!

জগন্নাথ। এস বিশ্বরূপ!
প্রাণভরে হেরি নিমায়ে আমার!
যোগী ঋষি—
যে পদ লভিতে যোগে—
যুগ যুগ করিছে সাধনা,
সে ধন গৃহেতে মোর
কালোরূপ-গৌরাঙ্গরূপেতে।

[প্রস্থান।

বিশ্বরূপ। নারায়ণ! নারায়ণ!
বনমালী প্রেম অবতার!
আর কেন হরি মায়ার বন্ধন!
দূর কর আসক্তি আমার,

মোহ জাল ছিন্ন কর!
ভাই! ভাই—প্রাণের নিমাই!
তুমি ভগবান!
আর ডরি কারে?
ভবার্ণবে ত্রাণ কর্ত্তা তুমি?
তুমি হও অনুজ আমার.
দুর্ভাগ্য ভ্রাতার—
আর কেন এ সব জঞ্জাল!
হরি! হরি!
যাত্রা করি তোমার স্মরণে!

(গমনোদ্যত)

দ্রুতপদে লোকনাথের প্রবেশ।

লোক। বেশ, দাদা! তুমি একাই যে বেরিয়ে পড়েছ?

বিশ্বরূপ। না ভাই, তুমি যে আমার ছায়ার ন্যায় অনুবর্ত্তী! ছায়া ছেড়ে কি কায়া থাক্‌তে পারে? আর বিলম্ব কর্‌বার প্রয়োজন নাই। অসার অনিত্য সংসারের মোহ ক্রমে আমাদিকে আচ্ছন্ন ক'র্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে! পিতৃদেব আমার বিবাহের জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন।

লোক। হাঁ—এই মাত্র ঘটক ঠাকুর পিসিমার কাছে গেলেন! কাল পিসিমা বল্‌ছিলেন—বাছার বৈরাগ্য দিন দিন যেরূপ বর্দ্ধিত হচ্ছে আর বিবাহ না দিলে চলে না! আজ নিশ্চয় একটা স্থির হয়ে যাবে!

বিশ্বরূপ। লোকনাথ! তবে আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব কর্ত্তব্য নয়! পিতা কিম্বা মাতা আমাকে বিবাহের জন্য অনুরোধ কর্‌বার পূর্ব্বেই আমি গৃহ ত্যাগ কর্‌বো! কারণ মাতাপিতার আদেশ দেবতার আদেশের চেয়েও মূল্যবান! আমি তা কিছুতেই উপেক্ষা কর্‌তে পার্‌বো না! চল ভাই! আহারান্তে শয়ন করিগে, তারপর সকলে নিদ্রা গেলে গভীর নিশাযোগে ভগবানের পাদপদ্মে এই নশ্বর দেহ উৎসর্গ ক'রে বৈরাগ্য পথের যাত্রী হব! হরিবোল! হরিবোল!

লোকনাথ। চল দাদা! ত্রেতা অবতারে রামচন্দ্রের সঙ্গে রামানুজ লক্ষ্মণ যেমন বনগমন করেছিলেন, আমিও তোমার পরিচর্য্যার জন্য অনুগমন ক'রবো, হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

[পথ]

চিন্তারত কলিদেব দণ্ডায়মান।

কলি। চারিদিকে একি নাম ধ্বনি—
গলিত সীসকসম কর্ণে পশে মোর !
সর্ব্ব অঙ্গ উঠে শিহরিয়া—
শিরায় শিরায় মম একি এ কম্পন !
অনন্ত রাজত্ব মোর—
কাঁপে যেন বিষম তরাসে !
কোথা হতে এল এরা ?
কোথা হতে আনিল এ নাম ?
নাম-শক্তিবলে
নিস্তেজ সকলে যেন কলি-সহচর !
কি হবে উপায় ?
মধ্যাহ্ন ভাস্কর কিরে ঘন মেঘোদয়ে
ডুবিবে আঁধার ঘোরে চিরদিন তরে ?
তাও কিরে সম্ভব এখন ?
নাম মন্ত্রবলে শুধু জিনিবে এ কলি-শক্তি-
করিবে নিস্ফল মোর মায়াজাল ?

কোথা তোরা মিথ্যা, অহঙ্কার,
কোথা হিংসা কামকলা অনর্থ আকার,
নূতন উদ্যমে আয় রাজত্বে আমার।
বাড়াও বাড়াও পুনঃ
মদ্যপান, প্রাণিহত্যা কামশ্রী বিলাস
অহঙ্কারে পূর্ণ কর পণ্ডিতের মন,
ভুলাইতে জ্ঞানীজন পাত ছলা কলা।
ভাস্থক সংসার পুনঃ বিলাসিতা স্রোতে ;
নাহি ভয়—তা'হলেই পূর্ণ মনস্কাম।
জীব ব্রহ্ম ভাবি মনে,
নাম গান ভুলিবে সবাই !
বাড়িয়া উঠিবে ক্রমে কামিনী কাঞ্চন,
অধর্ম্মের অন্তর উল্লাস।

নেপথ্যে ভক্তগণ। বল হরি, হরিবোল !

কলি। ঐ—ঐ—সেই বজ্রের হুঙ্কার
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া উঠে, প্রলয় গর্জ্জন !
ঐ আসে বৈরীদল মোর !
বধির কর্ণ যাই অন্তরালে !

শ্রীবাসপ্রমুখ ভক্তগণের প্রবেশ।

শ্রীবাস। বল, আবার সকলে মধুর স্বরে বল হরি হরিবোল

ভক্তগণ। বল হরি হরিবোল।

শ্রীবাস। আ মরি, মরি, কি মধুর নাম! কি সুধা-ভরা নাম! যেন জগতের সমস্ত মাধুর্য্য সংগ্রহ ক'রে এই নামের মধুরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেন সংসারের সকল আনন্দ নিংড়ে এই পরমানন্দের সৃষ্টি হয়েছে। এত মধু—এত রস, এত আনন্দ আর কি কোথাও আছেরে! এ যে অমর বাঞ্ছিত অমিয় নিধি! স্বর্গের দেবগণ এই নামসুধা পানের জন্য উদ্‌গ্রীব; এ নাম গান করলে সকল গ্লানি দূরে যায়। এ নাম সুধা পান করলে জরা মরণ দূর হয়। সমস্ত পাপতাপ সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের মত পলায়ন করে। গাও, গাও, ভক্তগণ—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

গীত।

ভক্তগণ।

গাও হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে।
হরি হরিবোল, হরি হরিবোল,
বল সবে প্রাণভরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
অবিরাম তার স্বরে॥

শ্রীবাস। কি মধুর! কি মধুর!

হরি নামে ঝরে অমিয়ের ধারা।

গান করে অখিল ভুবন।

পান ক'রে সুধা প্রস্রবণ,

তবু যেন মেটেনাকো আশা।

যত পার, তত বল নাম,

যত গাও তবু কর গান,

প্রাণ ভরা ঐ নামে হার মানে মুরলী ঝঙ্কার।

আবার আবার গাও মুখে শুধু নাম লও

মনে প্রাণে শুধু ডাক হরি।

আপনি মুরারি—

আসিবেন ভক্তের আহ্বানে।

গীত।

ভক্তগণ।

হরে মুরারে মধু কৈটভারে!

জয় জয় জগবন্ধু করুণা সিন্ধু কংসারে।

এস অগতির গতি ত্রিভুবন পতি।

গতি বিহীন জনে তার তারহে দুস্তারে॥

এস দুষ্ট জন দর্পহারী,

পরব্রহ্ম বংশীধারী,

করুণা করি এস শমন শাসন সংহারে॥

এস দীন দুঃখ নাশিতে
ত্রাসিতে তুষিতে,
ভকত বৎসল হরি নিজগুণ বিস্তারে।

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

পীড়ন করিতে করিতে দুইজন বৈষ্ণবকে লইয়া
জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ।

জগাই। বল্—আর ও নাম ক'রবি না?

মাধাই। বল্ এখনি ঐ আর্কফলা আর তুলসীর মালা আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিবি?

জগাই। নইলে এ জগাই—

মাধাই। মাধাই—

জগাই। এদের হাত থেকে নিস্তার নাই।

১ম বৈষ্ণব। হরি, হরি একি বিড়ম্বনা।
শুধু নাম গানে এত উৎপীড়ন।
থাকিতে জীবন এ নাম ভুলিব?
তবে কি লয়ে থাকিব বল এ মরু সংসারে?

জগাই। আমরা কি নিয়ে আছি? মেয়ে মানুষ আর মদ; এর চেয়ে সেরা জিনিষ কি আর আছে বাবা। তা না হ'লে চৈতন চুট্‌কি আর মালার বুচ্‌কি। ও চল্‌বে না বাবা! ছাড় হরিনাম! নৈলে টিকিত টিকি, ও টিকির শিকড় শুদ্ধ উপ্‌ড়ে তুলে ফেলে দোব। যদি ভাল চাস্, ছাড় নাম, কাট্ টিকি ছিঁড় মালা!

১ম বৈষ্ণব। একি লীলা নন্দলাল তব ?
বুঝি প্রভু পরীক্ষা বিষম।
আরে রে দুর্জ্জন,
দেখায়ে প্রাণের ভয়
এ নাম ভুলাবি ?
যায় যাবে প্রাণ
তথাপি এ নাম কভু না ছাড়িব।

জগাই। তবে রে বেটা! নেংটা নেড়ার দল! (প্রহার করিল)

বৈষ্ণবদ্বয়। হরিবোল! হরিবোল!!

মাধাই। তবে টেনে তোল! টেনে তোল!

(উভয়ের শিখা ধরিয়া আকর্ষণ)

জগাই। এখনও বল্‌ছি ছাড় বেটারা হরিনাম! নৈলে কাজী সাহেবের হুকুম—

১ম বৈষ্ণব। কে সে কলির অবতার কাজী সাহেব ? কেন আমরা তার হুকুম মান্‌তে যাবো ? জান না কি তোমরা তোমাদের কাজী সাহেবের উপরেও একজন আছেন ?

মাধাই। তিনি ত গৌড়ের রাজা।

১ম বৈষ্ণব। গৌড়ের রাজার উপরেও আর একজন রাজা আছেন!

জগাই। তিনি ত দিল্লির বাদশা ?

১ম বৈষ্ণব। সেই বাদ্‌শারও বাদ্‌সা।

জগাই। সে আবার কেরে ?

জগাই। বেটাদের চোদ্দ পুরুষ।

১ম বৈষ্ণব। তিনি সকল রাজার রাজা! তিনি সকল বাদ্সার বাদ্সা! তাঁরই হুকুমে জগৎ সংসার চল্‌ছে। আমরাও তাঁর হুকুমে তাঁর নাম কর্‌ছি। তোমরা কেন আমাদিগকে তাঁর নাম ক'রতে নিষেধ ক'রছ? তোমরা বারন করবার কে?

জগাই ও মাধাই। আমরা তোদের সাতগুষ্টির যম। তবেরে বেটারা!

(পুনরায় প্রহার করিতে লাগিল)

২য় বৈষ্ণব। মার—মার যত পার করহ প্রহার।
প্রাণ চাও প্রাণ লও—
প্রহারের বিষম পাড়নে!
তথাপি এই দুর্দ্দিনে,
ভকত বৎসল দীনবন্ধু ধনে,
নাহি বিস্মরিব,
গাব তাঁর নাম গুণগান,
পাব ত্রাণ পাপের সংসারে।
হরি যে রে ভবপারে
একমাত্র ভেলা!

২য় বৈষ্ণব। হরি! হরি! দীনবন্ধু! যায় প্রাণ,
দাও স্থান চরণে তোমার—
অন্তিমে মাধব!

(দুইজন মুর্চ্ছিত হইলেন)

জগাই। সাবাড়—সাবাড়—মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্‌ছে। চল্—চল্—মাধা! আর কোথা কে আছে দেখিগে!

মাধাই। চল দাদা। আরে বেটাদের কি গেরো বল? কোথায় সর্ব্ব দুঃখ নিবারিণী মাতঃ ধান্যেশ্বরীর শরণ নিয়ে দুনিয়ার কেয়া মজা লুটবি তা না হ'য়ে চিন্‌সে বেটাদের কেবল হরি—হরিনাম! যা বেটারা স্বর্গে গিয়ে দু' পা তুলে হরিনাম কর্‌গে যা!

জগাই। দে শালাদের মুখে একটু মদ ঢেলে, মদের গন্ধে স্বর্গের দেবতাগুলোও একটু চান্‌কে উঠুক!

[উভয়ের প্রস্থান।

অন্তরাল হইতে কলির পুনঃ প্রবেশ।

কলি। থাকিতে আমার এই সহচরগণ,
ভয় অকারণ সম্ভবেনা আর!
এদের প্রভাবে
প্রতিষ্ঠিত রাজ্য মম সদা নিরাপদ,
সাধ্য হেন কার কলি রাজ্যকালে
আমার প্রভাব খর্ব্ব ক'রে অবহেলে।

[প্রস্থান।

হরিনাম করিতে করিতে অদ্বৈত আচার্য্যের প্রবেশ।

অদ্বৈত। কিবা সঞ্জিবনী সুধা প্রভুনাম গানে!
বল জীব উচ্চৈঃস্বরে মধুর ঝঙ্কারে,
হরি হরিবোল।

পান কর নিত্যধাম সুধা,
থাকিবেনা ক্ষুধা ভুল ভ্রান্তি,—
অশান্তির ভোগ!
শোক দুঃখ মনের বিকার,
যাবে টুটে চিরদিন তরে!
অন্ধ দৃষ্টি দিব্য জ্যোতি লভি,
দেখিবে গোলোক আলো—
মধুর এ নামে।
হরিবোল হরি!

বৈষ্ণবদ্বয়। হরিবোল—হরিবোল—হরি।

অদ্বৈত। কে তোমরা বৈষ্ণব দু'জন,
রক্তাপ্লুত তনু,
ধূলিশয্যা করেছ আশ্রয়?
ওষ্ঠাগত প্রাণ তবু অবিরাম
কর প্রভু নাম গান,
এত প্রীতি কোথায় শিখিলে?
কোথা পেলে ভক্তি অভিনব?
দাও—দাও—এককণা দাও
কিংবা দাও কণা হতে কণা,
ঘুচে যাবে সংসার কামনা,
বৈষ্ণব প্রসাদে।

বৈষ্ণবদ্বয়। বল প্রভু বল হরিবোল।

অদ্বৈত। হরি হরিবোল !

১ম বৈষ্ণব। আয় চলে জগাই মাধাই,
আবার জেগেছি মোরা হরিনাম গানে,
আবার আবার করিব মোরা
অবিরাম শুধু নাম গান
সাধ্য থাকে কর বাধা দান।

অদ্বৈত। বৈষ্ণবের পুণ্য অঙ্গে করি হস্তক্ষেপ,
গেল চলে নরকে দু'জন !
নাহি পরিত্রাণ আর।
এস এস বৈষ্ণব প্রধান,
দাও আলিঙ্গন,
জীবন সফল কর দীন অভাগার।
এস প্রভু দীনের আশ্রয়ে,
করিব বৈষ্ণব সেবা আনন্দিত মনে।

[সযত্নে উভয়কে দুইহস্তে ধারণ করিয়া প্রস্থান

ঐকতান বাদন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জগন্নাথ মিশ্রের বাটী।

অগ্রে অগ্রে নিমাই পশ্চাতে দ্রুতপদ বিক্ষেপে শচীর প্রবেশ।

শচী। নিমু—নিমু—রক্ষে কর বাবা! আর ছুটিস্ না! আমার হাঁপ লেগে গেছে।

নিমাই। তবে বল আমাকে কিছু বলবে না?

শচী। নারে না?

নিমাই। সত্যি!

শচী। হ্যাঁরে হাঁ! দাঁড়া বাবা—

নিমাই। না তুমি মার্‌বে? আগে তিন সত্যি কর যে তুমি আমাকে কিছু বল্‌বে না?

শচী। ওরে করেছি—করেছিরে—রক্ষে কর বাবা! তোর সঙ্গে বকে বকে আমার নাড়ীতে ব্যথা ধরে গেল!

নিমাই। না তুমি আমাকে মারবে? (পশ্চাৎ হাঁটিলেন)

শচী। না, আর তোকে আমি কিছু বল্‌বো না।

নিমাই। হুঁ—যাচ্ছি যদি মার আর কখনও তোমার একটা কথাও শুন্‌বনা। (শচীর সম্মুখে যাইলেন)

শচী। এইবার তুমি কার বাছা! হাঁরে নিমু! একি তোর স্বভাব হ'ল! বাড়ীতে এক ঘর দোর খাবার থৈ থৈ ক'র্‌ছে, আর

তুই বামুন পিসীর কড়া উচ্ছিষ্ট করে তার সব দুধটুকু খেয়ে পালিয়ে এসেছিস্! পরে এ অত্যাচার সহ্য কর্‌বে কেন? এ কি দুষ্টুমি বাব তোর!

নিমাই। পর কে? সবই যে আপনার! আমার যে পর কেউ নাই মা!

শচী। দুঃখিনীর ধন, আর দুষ্টুমি ক'রনা, পাঁচ জনে পাঁচ কথা বল্‌লে আমি সহ্য করতে পারি না।

জগন্নাথ মিশ্রের প্রবেশ।

জগন্নাথ। শচি! শচি! সর্ব্বনাশ ঘটেছে মোদের!
শিরে বাজ হানি.
বিশ্বরূপ গৃহ ত্যজি লয়েছে বৈরাগ্য!
চারিধারে অন্বেষিণু তারে
সবে বলে কৌপীন পরণে—
নগ্নপদে এই পথে দেখেছি যাইতে!
কি হবে কি হবে সতি,
যাই কোন পথে—
কোথা পাব হৃদয়ের নিধি বিশ্বরূপে!

শচী। ওগো! কি নিঠুর তুমি!
এখনও রহ দাঁড়াইয়া?
পদে ধরি ঠাকুর গোঁসাই, দাও অনুমতি
যাই দ্রুতগতি খুঁজে আনি সর্ব্বস্বে আমার!

জগন্নাথ। স্থির হও প্রিয়ে!
নারী তুমি কোথা যাবে
কোথা অন্বেষিবে
বিশ্বরূপ হয়েছে সন্ন্যাসী।
সন্ন্যাসীর নির্দ্দিষ্ট স্থান নাহি স্থির কোথা,
সারা বিশ্ব তার বাসভূমি!

শচী। হে আচার্য্য!
ফেটে যায় বুক—
মনে পড়ে একে একে
জন্ম হ'তে আজও তার সেই চন্দ্রমুখ!

জগন্নাথ। হায় সন্তানের পিতা!
কোন অভিশাপে তোমার জনম।

[প্রস্থান।

শচী। কই—কই
কইরে নিমাই! (নিমাইকে নিকটে লইলেন।)
কোথা বিশু কোথা গেলি বাপ!
কি করিলি অঞ্চলের নিধি!
কঠোর নিয়ম সন্ন্যাসী ধরম
দুধের কুমার তুই কেমনে সাধিবি!
কোন দোষে দোষী দুঃখিনী জননী,
অবহেলে গেলি চলি
একবার না সুধালি কোন কথা যাদু।

নিমাই ! নিমাই !
চল বাপ ! আঁধারে আলোক তুই
করে ধরে তোর যাব বনবাস.
পাতি পাতি করে অন্বেষিব বিশুরে আমার

নিমাই। দাদা—দাদা—
কোথা গেলে তুমি !
আর কে আদরে মোরে
ভাই রে নিমাই বলে লবে কোলে তুলি। মূর্চ্ছা।

শচী। নিমাই—নিমাই !
ওগো—ওগো—কে আছ কোথা !
ছুটে এস ত্বরা, বুঝি বা নিমায়ে হারাই।

নিমাই। মা—মা—দাদা—দাদা—

শচী। বিশ্বরূপ ! বাপ্‌রে আমার !

দ্বিতীয় দৃশ্য

অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহ প্রাঙ্গন।

ভক্তগণ গাহিতেছিল।

গীত।

অমল ধবল গৌররূপে নয়ন গিয়াছে লাগিয়া গো।
বিন্দু বারি বরিষণ আশে চিত চাতক গিয়াছে মাতিয়া গো।
তুমি দয়ার আধার প্রেমের আগার মোদের আঁধার কর হে দূর।
তব শান্তিময় পদতলে টানি বাজাও তোমার সুর।
তুমি দীনেরবন্ধু করুণাসিন্ধু বিন্দু বিতর হানে হে;
তব অভয় চরণ করিয়াছি সার হৃদয়ে নিয়েছি টানিয়া গো।
একবার এসহে গৌর, এসহে গৌর, এসহে গৌর,
তব শান্ত স্নিগ্ধ ছায়ার তলে কত তপ্ত পরাণ লভিছে বিরাম।
(ত্রিতাপ তাপ ভুলিয়া হে;)
তুমি দিয়েছ তাদের হরি নাম সুধা
তারা তাই নিয়ে আছে মজিয়া হে।
তুমি পতিতপাবন তাই ফেলিবে না পায়ে ঠেলিয়া গো।

অদ্বৈত ও সীতার প্রবেশ।

অদ্বৈত। তারপর—তারপর সীতা!

সীতা। তারপর নাথ, মিশ্র মহাশয় বিশ্বরূপকে সমস্ত দেশ তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছেন, কোথাও বাছার সন্ধান করে উঠ্‌তে পারছেন না! পুত্রশোকাতুরা শচী দেবীর করুণ ক্রন্দনে নীরস

পাষাণেরও বক্ষ হতে ধারা বিগলিত হচ্ছে! কি হবে কি হবে নাথ, কেমন করে বিশ্বরূপের সন্ধান পাওয়া যাবে!

অদ্বৈত। হা বিশ্বরূপ! কি কর্‌লে? নদীয়া অন্ধকার করে আবার কোন দেশে তোমার উজ্জ্বল প্রভা বিস্তার ক'র্‌তে চলে গেলে! যাবার সময় একবার দীন দরিদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গেলে না। তোমার মনে এই ছিল! তাই তুমি মধ্যে মধ্যে আমাকে বল্‌তে—দেব! আর আমার আবশ্যক নাই, আমার অভাব দূর কর্‌তে—ভগবান স্বয়ং আমার সহোদর রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন! লীলাময়! এ আবার কোন লীলার অবতরণিকা! গোবিন্দ! কি হ'ল! আর কে আমাদের তেমন করে মধুর কৃষ্ণ নাম শুনাবে! কে আর প্রাণের প্রাণময়ী আবেগ নিয়ে ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভাগবতের ব্যাখ্যা ক'র্‌বে? কৃষ্ণভক্ত প্রাণাধিক বিশ্বরূপ! কি মধুর তোমার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী! এখনও তোমার সুমধুর বাক্য আমার কর্ণকুহরে যেন অমৃত বর্ষণ কর্‌ছে! সীতা—সীতা—আর স্থির হতে পাচ্ছি না! তুমি যাও, মিশ্র মহাশয়ের শোক সন্তপ্তা পত্নীকে সান্ত্বনা বাণী প্রদান করে স্থির হয়ে থাক্‌তে বলগে! আমি বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে যাবো! পৃথিবীর মধ্যে সে যে কোন দূরগম্য স্থানে থাকুক আমি তাকে অনুসন্ধান করে বাড়ীতে আন্‌বো! যদি না পারি, আমিও তার সঙ্গে সন্ন্যাসী হয়ে সংসারের নিকট হ'তে দূরে অবস্থান কর্‌বো। জয় শ্রীহরি! জয় শ্রীহরি!

দ্রুতপদে জগন্নাথ মিশ্রের প্রবেশ।

জগন্নাথ। কই কোথা অদ্বৈত গোঁসাই!

সুধাই তোমায়

বিশ্বরূপ কোথা ?
প্রত্যুষে বালক হয়েছে বাহির,
গৃহে নাহি ফিরে পড়েছি ফাঁপরে
গতপ্রায় মধ্যাহ্ন সময় !

অদ্বৈত। শুনিয়াছি মিশ্র মহাশয় !
পত্নী মুখে সকল কাহিনী !
কাঁদিছে পরাণি কোথায় বাছনি
তত্ত্বকথা ভাবে রয়েছে বিভোর ।

জগন্নাথ। না—না—দেশে নাই বিশ্বরূপ আর !
পাতি পাতি নদীয়ার প্রতি গৃহ—
ধর্ম্মসভা দেবালয়ে করেছি সন্ধান,
বিশ্বরূপ ত্যজি লোকালয়
নিরালয় বনমাঝে করেছে গমন,
সাধনের হেতু !
হায় ! হায় ! কি হ'ল আমার !
কেন আমি প্রাণের রতনে
শাস্ত্র অধ্যয়নে করিয়া নিয়োগ
এ দুর্ভোগ ঘটায়েছি আপন ললাটে ।

অদ্বৈত। ধৈর্য্য সংযম বিহিত হয়,
বিপদের কালে !

জগন্নাথ। হে পণ্ডিত স্নেহ অতি নীচ
যুক্তি তর্ক মীমাংসার অপেক্ষা না রহে ।

অদ্বৈত। বিপদ কাণ্ডারি শ্রীমুরারি
নাম স্মরি, হরি বলি যাত্রা করি—
চল দ্বিজ, কৃষ্ণভক্ত প্রেমিক সুজনে—
আনিব আবাসে!

দ্রুতপদে শচী ও নিমাইয়ের প্রবেশ

শচী। স্বামি! কোথা মোর প্রাণের রতন,
পেয়েছ কি তারে আচার্য্যের ঘরে
শাস্ত্র পাঠে রত
সুধীর সংযত হৃদয়ে কোয়ারে!
একি স্তব্ধ কেন সব!
সবে নিরুত্তর!
কহ দেবী আচার্য্য ঘরণী
বিদুষী রমণী সীতা,
বিশুর বারতা
বাছা কিগো এসেছিল হেথা?

সীতা। হায় দুর্ভাগিনী মাতা!
মর্ম্ম ব্যথা জনাব কাহারে?
বিশু মোর দুই দিন আসে নাই ঘরে।
আঁধার চৌদিক
ওই শূন্য বেদী—তিতি অশ্রুজলে
বাছার প্রতীক্ষা ক'রে—

শুনিবারে কৃষ্ণ নাম গাথা।
সর্ব্বত্যাগী মোর
ত্যজি সর্ব্বস্ব হেলায়—
ছাড়ি গৃহবাস গেছে বনবাসে।
কিবা কব দেবী
চক্ষু হতে অশ্রুরূপে রক্তধারা ঝরে।
হায় বিশ্বরূপ কোন অপরাধে
অপরাধী করিলে মোদের!

নিমাই। মা—মা—দাদা!

অদ্বৈত। (স্বগতঃ) অন্তর্য্যামি—
মর্ত্ত্যে এসেও হয়েচ বিভোর ভ্রাতৃপ্রেমে!
দাদা বিশ্বরূপে এখনও পারনা ভুলিতে!
অন্তরের গুপ্তধনে
শতধারে—
আপনার শক্তিরূপে করেছ প্রকাশ!
হে পীতবাস! ধন্য আজি শঙ্কর সাধনা
হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

তৃতীয় দৃশ্য

ভাগীরথীর তীর।

দ্রুতপদে বিশ্বরূপ ও লোকনাথের প্রবেশ।

বিশ্বরূপ। এস ভাই লোকনাথ! এই নিশীথেই গঙ্গা সন্তরণে ভাগীরথীর পরপারে উত্তীর্ণ হই। কি জানি যদি স্নেহময় পিতা আমাদের পশ্চাৎধাবন করেন তা হ'লে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনেক অন্তরায় ঘটবে।

লোকনাথ। তাই চল দাদা! ঐ অদূরেই পুণ্যতোয়া ভাগীরথী কল কল নাদে প্রবাহিতা! আমরা একবার নদীর পরপারে পৌছ্‌তে পার্‌লে আর কোন বন্ধন নাই!

বিশ্বরূপ। হাঁ—ভাই, যত শীঘ্র এথন বন্ধন ছিন্ন কর্‌তে পার তত‌ই মঙ্গল!

পার্ব্বতীর প্রবেশ।

পার্ব্বতী। এতরাত্রে কে তোমরা বাছা! কোথা হ'তে আস্‌ছ? যাবে কোথায়?

বিশ্বরূপ! পরিচয় জেনে কোন লাভ নাই মা। তবে এই মাত্র জেনে রাখো আমরা দেশ পর্য্যটনে বেরিয়েছি।

পার্ব্বতী। আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো!

বিশ্ব। সে কি—মা! তুমি নারী! তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে—তুমি সধবা! অপরাধ মার্জ্জনা কর মা! কেন তোমার এ বৈরাগ্যের উদয়!

পার্ব্বতী। বৎস! সন্তান তুমি! আমি মহাপাপিনী— শুধু এইটী মাত্র জেনে রাখো! কাল যৌবনের উদ্দাম গতিতে নরকের পিচ্ছিল পথে পড়ে আজ আমি সংসারের চক্ষে ঘৃণিতা, বর্জ্জিতা, অস্পৃশ্যা। আমাকে উদ্ধার কর।

বিশ্বরূপ। বুঝতে পেরেছি মা! কিন্তু তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে কোথায়! আর আমরা ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র ভগবানের সৃষ্ট মনুষ্য আমাদের কি সাধ্য যে তোমাকে উদ্ধার করব?

পার্ব্বতী। একি কথা বলছ বৎস? তোমার সরল সুন্দর যোগীজন-লাঞ্ছিত মূর্ত্তি দেখে আমার মনে হচ্ছে তুমি সামান্য মানব নয়, আমার মত মহাপাপিনীকে উদ্ধার করবার জন্যই তোমার ধরাতলে উদ্ভব।

বিশ্বরূপ। মা! অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। এত অল্প সময়ের মধ্যে তুমি যখন তোমার নিজের ভুল বুঝতে পেরেছ তখন আর তোমার কোন ভয় নাই, আজ আমি তোমাকে যে মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে যাচ্ছি, শয়নে স্বপনে, নিদ্রায়, জাগরণে তুমি সেই অমূল্য মূলমন্ত্রটা কখনও বিস্মৃত হয়োনা।

পার্ব্বতী। তাই ক'রবো! বল বল সন্তান কি সে অমিয় নাম! যে নামে আমার মত মহাপাপিনী কলঙ্কিনীর সমস্ত পাপরাশি ধৌত হবে

বিশ্বরূপ। সে নামে মা—সকল পাপই ধুয়ে মুছে পোড়া সোণার মত খাঁটী হয়ে যায়!

পার্ব্বতী। বল দয়াময় আর বিলম্ব করো না। আর আমি আমার পাপের বোঝা মাথায় বইতে পারছি না! উঃ অন্তর্দ্দাহী যন্ত্রণা!

বিশ্বনাথ। তবে এস মা! (কর্ণে হরিমন্ত্র দিলেন) বল মা! হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

পার্ব্বতী। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

লোকনাথ। হরিবোল! হরিবোল!

বিশ্বরূপ। লোকনাথ! আর নয় ঐ দেখ রাত্রি প্রভাতের আর অধিক বিলম্ব নাই।

[গমনোদ্যত।

পার্ব্বতী। (বাধাদিয়া) গুরু! গুরু! কোথায় যাচ্ছ, দীনা দাসী কন্যাকে একটা দস্যুর কবলে রেখে কোথা যাবে দয়াময়! আমাকে উদ্ধার কর।

বিশ্বরূপ। কোন ভয় নাই দেবি! তোমাকে যে মূল মন্ত্র প্রদান করেছি সে নামের গুণে—এ জগতে আর তোমার কেউ কোন অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। অতি সামান্য দস্যুর শক্তি মা, এই নাম-মন্ত্রবলে হিরণ্যকশিপু-নন্দন প্রহ্লাদ সকল বিপদ হ'তে পরিত্রাণ পেয়েছিল। তবে শোন মা; হিরণ্যকশিপু হরিনামদ্বেষী দৈত্যরাজ, তাঁর পুত্র প্রহ্লাদ হরিভক্তি পরায়ণ, সে জন্য হিরণ্যকশিপু মহাক্রুদ্ধ হয়ে প্রহ্লাদকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করেন। দু'জন ঘাতক শাণিত তরবারি নিয়ে গেল প্রহ্লাদকে বধ ক'রতে—সেই তরবারি শতধা চূর্ণ হ'য়ে গেল, মদমত্ত হস্তীর পদতলে প্রহ্লাদকে নিক্ষেপ করলে পশু হস্তী বালকের মুখে অমিয় হরিবোল ধ্বনি শুনে তাকে মাথায় তুলে নিলে। প্রহ্লাদের বক্ষে শিলা বেঁধে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হ'ল শিলাসহ প্রহ্লাদ সমুদ্রের উপর হরিবোল বলতে বলতে ভাসতে লাগলো! তারপর মা

পাহাড়ের উপর প্রহ্লাদকে তুলে নিয়ে ফেলে দেওয়া হ'ল, প্রহ্লাদ হরিনাম মন্ত্রবলে নৃত্য ক'রতে ক'রতে তার মাতা বসুধার বক্ষে শোভা পেতে লাগলো, তাই বলছি পাগ্‌লি মেয়ে—আমি যে নামে তোমাকে দীক্ষা দিয়েছি—তোমার আর কিছুরই আবশ্যক হবে না। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

মিশ্রের বাটি।

শচী। তা হ'লে আমার বিশ্বরূপকে আর পাওয়া যাবে না?

জগন্নাথ। কই আর পাওয়া গেল! শুনলুম সে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহ করেছে।

শচী। ওগো! বিশ্বরূপ যে আমার ছেলে মানুষ। এখন ষোল বছর পার হয়নি! তুমি এক কাজ কর, আমার হৃদয়ের রত্নটী একটীবার আমার কাছে এনে দাও, আমি তাকে বুঝিয়ে সুঝি আবার যজ্ঞোপবীত ধারণ করাব!

জগন্নাথ। প্রিয়ে! সৌভাগ্য আমাদের, তাই এমন পুত্ররত্ন লা করেছিলাম। সে যখন এই কুমার বয়সেই সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে তখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর তার যেন সেই ধর্ম্মেই মতি অক্ষুণ্ণ থাকে! যে বংশের সন্তান সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করে সে বংশ উজ্জ্বল হয়।

শচী। হা বাবা বিশ্বরূপ! কি করলি বাবা, তোর মনে এই ছিল

(রোদন)

জগন্নাথ। রোদন পরিত্যাগ কর সতি! নিয়তির অখণ্ডনী লিপি রোধ ক'রবার সাধ্য কি? এখন প্রাণের প্রাণ নিমাই এর দিকে একবার চেয়ে দেখ্‌ছ কি? বুঝ্‌ছো না—বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের পর দিবস হতেই আমাদের নিমাইয়ের আমূল পরিবর্ত্তন। কি জানি দগ্ধ অদৃষ্টে ভগবানের লিপি কত কঠোর।

শচী। আমি তো দেখবার অবকাশ পাই না সত্য—কিন্তু নাথ তোমার বাক্য এক বর্ণও মিথ্যা নয়, নিমাই যেন আমার সে নিমাই

নাই। বাছা আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে গেছে, সদা সর্ব্বদা পাঠ অভ্যাসে দিন কাটাচ্ছে! পড়াশুনা ছেড়ে এক দণ্ডও ক'দিন খেল্‌তে পর্য্যন্ত যায় না।

জগন্নাথ। এক পুত্র সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ হ'য়ে সংসার অসার ভেবে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ কর্‌লে আবার নিমাইয়ের পাঠানুরাগ দর্শনে মনে হচ্ছে কোন্ দিন সেই সর্ব্বনাশের দিন সমুপস্থিত হবে। গৃহিণি! গৃহিণি! এক কাজ কর, আজ হতে নিমাইয়ের পাঠ বন্ধ কর। তার পুস্তক গুলিকে ভালরূপে বন্ধন করে সুরধুনীর মধ্যে নিক্ষেপ করে এস, আর তার বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন নাই। দেখ্‌ছো কি—ভাব্‌ছো কি—নিমাইও যদি শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন হয়—তা'হলে বজ্র মাথার উপরে—এক পুত্র বিদ্বান্ ছিল; তাকে নিয়ে খুব সুখ সচ্ছন্দে সংসার-আশ্রম প্রতি পালন ক'র্‌ছি—আর বিদ্বান পুত্রের প্রয়োজন নাই! আমার মূর্খ পুত্রই বাঞ্ছনীয়। নিমাই যদি আমার মূর্খ হয়েও গৃহাশ্রম অবলম্বন ক'রে বাড়ীতে থাকে সেও আমাদের সৌভাগ্য। হা বিদ্বান পুত্র! তুমি বুঝ্‌লেনা—যে আমরা এখন ও বেঁচে আছি!

শচী। সে কি গো! বাবা বল্‌তেন মূর্খ পুত্র যমের স্বরূপ! ছেলে মূর্খ হয়ে থাক্‌বে—সে কেমন কথা!

জগন্নাথ। না—না শচি না নিবার মোরে।

আর পড়ে কাজ নাই নিমায়ের মোর?
কোথায় নিমাই—ডাক তারে,
আমি দিব পাঠ বন্ধ করে।
নিমাই—নিমাই!

পুস্তক হস্তে দ্রুতপদে নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। বাবা—বাবা !

জগন্নাথ। দাও বৎস পাঠ্য গ্রন্থ তব,
নিক্ষেপিব এরে সুরধুনী জলে !
আজ হতে পাঠ বন্ধ তব,
যাও তুমি ইচ্ছামত সঙ্গী লয়ে—
ক্রীড়া কর সুরধুনী তীরে—
লেখা পড়া লক্ষ্মীছাড়া কথা !

নিমাই। তাই হবে পিতা।
পিতৃ বাক্য বেদ সম গণি !

শচী। মা জগদম্বে ! এ কি কর্‌লে ! অদৃষ্টে আর ও কত কি আছে। [প্রস্থান।

[প্রস্থান।

জগন্নাথ। নারায়ণ !
একি তব লীলা !
হেন ছলা দরিদ্র ব্রাহ্মণ সনে
সহিব কেমনে শিরে এই বজ্রাঘাত।

সক্রোধে মুরারী গুপ্তের প্রবেশ।

মুরারী। বলি মিশ্র মহাশয় ! হুনেন—হুনেন—আপনার গর্ভস্রাব লক্ষ্মীছাড়া পোলা নিমাই ছোঁরা কোন পথে যাইল ! কহেন তো—আজ তাহার একদিন কি মোর এক দিন।

জগন্নাথ। কেন গুপ্ত মহাশয়, নিমাই আপনার কি করেছে ?

মুরারী। আহে—সেটা তোমার বংশে পশু জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, আমি কয়িছিমু জীব ও বগবান একই বস্তু! হতচ্ছায়া ছোঁরা এই মাত্র আমার বায়ীতে যাইর‍্যা—আমার আহারে প্রস্রাব ত্যাগ কইর‍্যা পলাইয়া আইছে। বালকের এতদূর স্পর্দ্ধা; আজ তাহারে ভাল মতে শিক্ষা দিমু।

জগন্নাথ। মর্জ্জনা করুন! উদ্ধত দুষ্ট বালক নিমাইকে আমি আজই যথেচিত্ত শাস্তি প্রদান কর্‌বো!

মুরারী। আপনি উপযুক্ত বদ্রলোক! তাই আপনার মুহের দিকে চাহিয়া নিমাইকে ক্ষমা ক'রলাম! বারান্তরে সতর্ক কইর‍্যা দিবেন।

ক্রোধন্মত্ত জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

জনৈক ব্রাহ্মণ। কৈ কেথায় জগন্নাথ মিশ্র ? এতদূর স্পর্দ্ধা—এতটুকু ফোচকে ছোঁড়া—গলা টিপ্‌লে দুধ বেরোয়—তার কিনা এত অত্যাচার! আমার চুপায় পুরুষের শ্রীধর বিগ্রহ তাঁকে কিনা হতচ্ছাড়া মাটীতে ফেলে দিয়ে সেই সিংহাসনে বসে আছে! হায়! হায়! ক'র্‌লে কি ? কর্‌লে কি মিশ্র মহাশয়। এখনও বল্‌ছি ছেলে বাঁধো—তা—না হলে নিমাইয়ের আশা ত্যাগ কর! কি বল্‌বো—ছোঁড়া ছুটে পালাল, তা নইলে আজই তার গায়ের চামড়া ফাটিয়ে হাড়-সার কর্‌তুম!

অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ।

২য় ব্রাহ্মণ। কই কোথা মিশ্র!

চাই প্রতিকার,
নিমাইয়ের হেন অত্যাচার
সব সবে আর কতদিন !

৩য় ব্রাহ্মণ। বড় অত্যাচারী নিমাই তোমার,
শোন মিশ্র পুত্র ব্যবহার,
পূজাসনে বসি—
পূজারত আমি,
হেন কালে তোমার নিমাই—
কোথা হ'তে আসি দ্রুতগতি
পূজার নৈবেদ্য হ'তে
মিষ্টান্ন কদলী লয়ে গেল পলাইয়া !

মুরারী। শুনেন—মিশ্র মহাশয় ! আপনকার দুর্ম্মতি পুত্রের ব্যবহার।

২য় ব্রাহ্মণ। বয়সে প্রবীণ আমি,
দেখিয়াছি কত লক্ষ ছেলে,
হেন কুলাঙ্গার শিশু—
পড়েনি নয়নে কভু !

জগন্নাথ। মহমান্য দ্বিজগণ !
কর ক্ষমা মোরে
অশান্ত দুর্ম্মতি পুত্রের কারণে।
ঈশ্বরের নিষ্ঠুর বিচারে,—
পুত্র পিতা আমি !
পাই মনস্তাপ তাই প্রতি পদে পদে !

হল কয়দিন গত—
বিশ্বরূপ ত্যজেছে সংসার !
আর এই কুলাঙ্গার—
তিলে তিলে দগ্ধ করে মোরে !
আজিকার মত ভিক্ষা চাই
অশান্ত বালকে—
চরম নিগ্রহে,
প্রতীকারে হব যত্নবান !

১ম ব্রাহ্মণ। তা হ'লেই হ'ল! এখন এস হে যে যার কাজে যাই।

২য় ব্রাহ্মণ। বাবা এমন ছেলে বাপ চোদ্দ পুরুষে যেন কারো না হয়।

৩য় ব্রাহ্মণ। তিথি নক্ষত্রের দোষে যদি বা হয়—গলায় নুন দিয়ে সন্ত সন্ত যমের দক্ষিণ দুয়ারে পাঠাতে হয়।

জগন্নাথ। হায় ভগবান্।
এত বিষময় কর্ম্মফল ললাটে আমার!
শচি—শচি !
তোমার অঞ্চলের নিধি
নিমাইরে আমার—
দেয় ইচ্ছামত কটুগালি সবে !
কত সবে—
নারায়ণ—এও ছিল ভাগ্যেতে আমার।

শচীর প্রবেশ।

শচী। অন্তরাল হ'তে শুনিয়াছি সব !

স্থির হও দেব !
মহামায়া জগৎতারিণি !
কোন্ মহাপাপে
এই মাতা পিতা লভে গো জনম !

জগন্নাথ। ওই হের শচি—
আসে ছুটে বামাকুল
নিমায়ের তব লয়ে অভিযোগ !

কতিপয় রমণীর প্রবেশ।

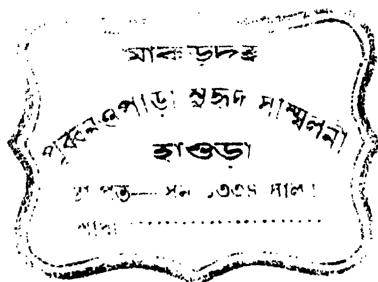
১ম রমণী। কই কোথা শচী মাতা ! শোন কথা—
এখন যদি চাও ভাল,
নিমায়ে শাসাও ;
নতুবা অনর্থ অচিরে ঘটিবে।

২য় রমণী। দেখ বাপু ! একদিন তুইদিন ভাল,
নিতি নিতি কেবা সবে এত আব্দার।
নিমাই আচার অতীব গর্হিত।
কব কত—
আমি হই কুলের কামিনী,
সবে জানে মোরে বিদুষী রমণী,
অত টুকু ছোঁড়া দেয় চোখ নাড়া,
বলে আমি কৃষ্ণ, তোরা লো গোপিনী !

জগন্নাথ। ক্ষমা কর মা! ক্ষমা কর, নিমাই আমার ছেলে মানুষ। দুষ্ট প্রকৃতি--কুসঙ্গে মিশে আজ তার এই অধঃপতন। আমি এই মুহূর্ত্তেই তাকে ধরে আনছি! আজ হতে তাকে বন্ধন করে রাখবো।

শচী। মা অপরাধ নিয়োনা। নিমাই আমাদের নয়—তোমাদের।

[সকলের প্রস্থান।



পঞ্চম দৃশ্য

মেঘমালীর কুটির প্রাঙ্গণ।

পার্ব্বতী। গুরু! গুরু তুমি আমায় যে মন্ত্রে সঞ্জীবিত করেছ, এই 'যে আমার সেই অভীষ্ট দেব। হরি! তোমার শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি স্পর্শ অবধি আমি উন্মাদ হয়েছি। আমায় আর একবার ভাববার অবকাশ দাও—তুমি কে? আহা—হা—অনন্তদেব কি সুন্দর তুমি! যতদূর তোমাতে আমার আমিত্ব মিশিয়ে একাগ্রচিত্তে নিরীক্ষণ করি ততদূর দেখ্‌তে পাই তুমি অনন্ত-অসীম। হরি! শ্রীগোবিন্দ—এ আনন্দ হ'তে এতদিন কোন্‌ নরকের বিষ্ঠাময় পথে এ দাসীকে ফেলে রেখেছিলে। আজ গুরুর কৃপায়—তোমার ক্ষুদ্র করুণা লাভে আমি যে আনন্দ উপলব্ধি কর্‌ছি—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোন রমণীয় বস্তুতে এ আনন্দের লেশ মাত্র নাই। যে আনন্দ লাভ কর্‌তে কত মুনি ঋষি যোগী যুগ যুগান্তর কঠোর সাধনায় তোমার অন্ত পর্য্যন্ত পায় না—আর আমি বিশ্বের বর্জ্জিতা কুলত্যাগিনী পাপিনী রমণী হয়ে এত অল্প সময়ের মধ্যে তোমার নিকট সেই অমূল্য রতন লাভ করেছি। কে বলে আমি ভাগ্যহীনা! আমার মত সৌভাগ্যশালিনী রমণী জগতে কয়জন আছে। গুরু এত কৃপা তোমার! তোমার কৃপায় ভক্তের ভগবানকে এত স্বল্পায়াসে পাওয়া যায়। সংসার ভারে প্রপীড়িত অন্ধ মানব! একবার ভেবে দেখ না যে গুরু কে? গুরুই নরাকারে ভগবানের অভিন্ন মূর্ত্তি! যদি সংসারে থেকে বিন্দু মাত্র শান্তির প্রত্যাশা কর—তাহ'লে কায় মন প্রাণ গুরু পাদপদ্মে উৎসর্গ কর! গুরুই একমাত্র ভব কর্ণধার। বিষয় বিষে জর্জ্জরিত সংসারি! যদি অনিত্য সংসারের

দুশ্ছেদ্য মায়া শৃঙ্খল হাতে মুক্ত হতে চাও—তবে গুরু সেবায়, গুরুর তুষ্টি সাধনে আপনাকে উৎসর্গ কর।

গীত।

অসার ভবে সারাৎসার গুরু পদ তরণী যার।
বৎস-পদ-নীর স্থির ভবপারাবার তার।
গুরুপদ বিশ্বাসী হলে, অপ্রাপ্য কি ভবতলে,
সাধন ধন আপনি মিলে নিধন ভয় থাকে কি আর।
হরি হর কিম্বা ধাতা দেব রোষে গুরু ত্রাতা
বিপদে অভয়দাতা শ্রীপদ সম্পদ তাঁর।

নিমাইকে স্কন্ধে লইয়া মেঘমালীর প্রবেশ।

নিমাই। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

মেঘমালী। একি হ'ল? আমার সর্ব্ব অঙ্গ রোমাঞ্চিত হচ্ছে কেন? এই বালকে হত্যা করে—বালকের মুল্যবান অলঙ্কার অপহৃত কর্‌বার জন্য গঙ্গাতীর হতে লুক্কায়িত ভাবে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। নরহন্তা নৃশংস দস্যু আমি! বালকের অঙ্গ স্পর্শে আমার যেন দিব্য-জ্ঞান ফিরে আসছে। না—না—দস্যুর অনুতাপ—বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় কেন? আমি একে হত্যা কর্‌বো—এই মূল্যবান অলঙ্কারে আমার দারিদ্র্যের মোচন হবে। এস বালক। তোমার অলঙ্কার উন্মোচন করে—মায়ের নিকট বলি দেব!

নিমাই। একবার হরিবোল বল! হরিবোল! হরিবোল!

পার্ব্বতী। দস্যু! দাও, দাও, অমার অভিষ্টদেব বালককে

একবার আমার কোলে দাও। হরি, হরি, এই যে আমার অভিষ্টদেব!

মেঘমালী। পার্ব্বতী—কে এ যাদুকর! তুমি কি একে চেন?

পার্ব্বতী। এ যে বিশ্বের পরিচিত! দস্যু! তুমি একে চিন না? একবার দিব্য চক্ষে চেয়ে দেখ দেখি ঐ যে আমার গুরু প্রদত্ত অভীষ্ট দেবের প্রতিমূর্ত্তিতে আর এই বালকের সাদৃশ্যে কোন প্রভেদ আছে কি?

মেঘমালী। তোমার বিগ্রহ মূর্ত্তি ত ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ। আর এ যে গৌরবর্ণ।

পার্ব্বতী। আবার চেয়ে দেখ—ঐ কৃষ্ণবর্ণ ই শ্রীগৌরাঙ্গ।

মেঘমালী। পার্ব্বতী, পার্ব্বতী, একি? কি জ্যোতির্ম্ময় মহা-জ্যোতিঃ বালকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে! তবে কি সত্য সত্যই এই কালই গৌর, আর গৌরই কালো! আহা কি সুন্দর! কি দেখছি? যন বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য বালকের উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় বর্ণকে চিত্রিত করেছে। পার্ব্বতি! পার্ব্বতি! হরি বল! হরিবোল! হরিবোল! যেন আজীবনের সঞ্চিত পাপরাশি এক হরি ধ্বনিতে কোন মহাশূন্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল। কে আছ কোথায় ছুটে এস, ছুটে এস, এ অপূর্ব্ব জ্যোতির এক কণা লাভ করে নয়নের—জীবনের তৃপ্তি সাধন কর। হরি, আজ দস্যুর মুক্তির জন্য গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে আমাকে অলঙ্কারের প্রলোভন দেখাচ্ছিলে! চতুর! আর কেন চতুরালি। আজ তোমাকে চিনেছি, গৌরাঙ্গ স্পর্শে আমার সমস্ত পাপরাশি ধৌত হয়ে গেছে। পার্ব্বতী তুমি তোমার নিস্পন্দ চেতন-হীন অভীষ্ট দেবের সাধনা কর, আমি আমার মূর্ত্তিমান জীবন্ত দেব-

তার পুত প্রতিমূর্ত্তিখানি স্কন্ধে করে প্রভুর নির্দ্দিষ্ট স্থানে রক্ষা করে আসি। তারপর দু'জনে একত্র অভীষ্ট দেবের উপাসনা ক'রব। হরি-বোল, হরিবোল, হরিবোল।

নমঃ কমলকান্তায় নমস্তে কলশায়িনে।
নমস্তে কেশবানন্ত বাসুদেব নমোঽস্তুতে॥
বাসনা বাসুদেবস্য বাসিতং ভুবনত্রয়ং।
সর্ব্বভুতনিবাসিনং বাসুদেবং নমোঽস্তুতে॥
নমো ব্রাহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায়চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

(প্রণাম)

পার্ব্বতী। যশোদা দুলাল—
এস নন্দলাল,
কাঙালিনী মার বুকে এস।
খেয়ে যারে ননি ওরে নীলমণি,
তুই যেরে মোর ননীর কাঙাল।

(নিমাইকে কোলে গ্রহণ)

নিমাই। তাই চল মা! তোমার কাছে ক্ষীর ননী খেয়ে বাড়ীতে যাবো ওগো তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? হরি হরি বলনা। হরি নামেই যে জীবের মুক্তি!

মেঘমালী। হরিবোল হরি!
মায়ার পুত্তলি তুমি দেব নারায়ণ,
আমি ব্রাহ্মণ নন্দন,

এতদিন অন্ধকারে পড়েছিনু-–
নরক নিবাসে—
দয়া পরবশে, যদি এসে
দিলে নব প্রাণ,
তোমার মহিমা কেশব বুঝিব কেমনে ?
সৃষ্টি স্থিতি লয় তোমাতে উদয়
জীব এড়ে শমন তাড়নে,
সেই হরি তুমি দানিছ অভয়
কিবা ভয় আর মুকুন্দ মাধব !
হরিবোল ! হরিবোল !
পার কর ভবকর্ণধার ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জগন্নাথ মিশ্রের বাটী।

অগ্রে জনৈক অতিথি, পশ্চাতে শচী ও জগন্নাথ মিশ্রের প্রবেশ।

জগন্নাথ। হে অতিথি নারায়ণ! মার্জ্জনা করুন! রক্ষা করুন! মার্জ্জনা ভিন্ন আমি ঘোরতর পাপে লিপ্ত হবো!

শচী। বাবা আমি তোমার কন্যা, কন্যা প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন না। আবার আমি অনতি বিলম্বেই আপনার রন্ধনের উদ্যোগ করে দিচ্ছি! এইবার দুষ্ট নিমাইকে আমি গৃহমধ্যে বন্ধন করে রেখেছি—আর আপনার অন্ন উচ্ছিষ্ট হবে না।

অতিথি। মা! বার বার দুইবার তোমার নিমাই আমার প্রস্তুত অন্ন উচ্ছিষ্ট করে আহারে বিঘ্ন দান কর্‌ছে। আর কেন? আপনারা দুঃখিত হবেন না! মঙ্গলময় ভগবানের ইচ্ছা নয় যে আজ অন্ন ভক্ষণ করি—তাই বালক একবার নয় দুইবার তাতে বাধা দান কর্‌ছে।

জগন্নাথ। হে ব্রাহ্মণ! করুণার অবতার! অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি প্রাণ থাক্‌তে সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না যে আমায় গৃহ হতে অতিথিরূপী নারায়ণ শুষ্ক মুখে প্রত্যাগত হবেন।

শচী। চল নারায়ণ! দাসীর বাসনা পূর্ণ করবেন।

অতিথি। তাই চল মা! তোমার ঐকান্তিক ভক্তির বন্ধনে আমাকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করেছে।

জগন্নাথ ও শচী (সাগ্রহে) তবে আসুন দেবতা।

[সকলের প্রস্থান।

নিমাইয়ের প্রবেশ।

গীত।

আমার নামে বাঁধন ছোটে তবুও আমি বাঁধা রই.
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ তরে সকল ব্যথা নিজে সই।
সদাই সবার কাছে থাকি আমায় বুঝিতে পারে কই,
আমায় যে যা ব'লে ডাকে সেই ভাবেতে তারই হই,
যে ভার যে জন আমায় দেয় সে ভার আমার মাথায় বই।

নিমাই। ঐ—ঐ—ভক্ত তার, সযত্নে প্রস্তুত অন্ন আমাকে উৎসর্গ করছে। যাই—যাই ভক্ত, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে অতিথি। একি, একি! আবার তুমি আমার অন্ন উচ্ছিষ্ট করে দিলে?

নেপথ্যে নিমাই। এই যে তুমি আমায় ডাকলে!

অতিথিসহ নিমাইয়ের প্রবেশ।

অতিথি। তবে কেবা তুমি হরি।
নর দেহ ধরি,
পুনঃ পুনঃ ছলহে আমায়।
বুঝিয়াছি এবে দয়াময়,
কোন জন তুমি ধরায় উদয়!
ত্রৈলোক্য পূজিত শ্রীমান্
সদা বিজয় বৰ্দ্ধন
শান্তিং কুরু গদাপানে,
লক্ষ্মীনাথ নমঃস্তুতে!
পাপহং পাপ কৰ্ম্মাহং
পাপত্মা পাপ সম্ভবং;
ত্রাহিমাং পুণ্ডরাকাক্ষ
সর্ব্বপাপ হর হরি॥

নিমাই। এই তো তোমাদের দোষ। যাই—দেখি আবার কে থায় নৈবিদ্দি নিয়ে মাথা কুড়াকুড়ি ক'র্‌ছে।

[প্রস্থান।

অতিথি। ধন্য ধন্য হরি।
মদনমোহন! হেন রূপ নাহি কোথা হেরি,
রূপে গলে মন প্রাণ
প্রেমের তুফান আপনি প্রবাহে,
ধন্যহে করুণা,

সার্থক নদীয়া আগমন মোর,
হেরিনু গৌরাঙ্গ—
ভাব রঙ্গে প্রভু মোর দিয়েছেন দেখা।
এই নবদ্বীপে
অন্ধ কিরে সবে ?
চিনিবারে নাহি পারে—
চিন্তামণি ধনে ?
অবতারে যাহা প্রয়োজন,
হেরি মিশ্রের নন্দনে
সে সব লক্ষণ।
নিশ্চয়—নিশ্চয়—পূর্ণব্রহ্ম নটবর ধরায় উদয়।

(গমনোদ্যত।

দ্রুতপদে জগন্নাথ মিশ্র ও শচীর প্রবেশ।

জগন্নাথ। ঠাকুর এ বারেও আপনার আহার হয় নাই! শ
শচী, সর্ব্বনাশ হয়েছে! দুর্ভাগ্যের গৃহ হতে আজ অভুক্ত অতি
প্রত্যাগত হচ্ছেন!

অতিথি। ব্রাহ্মণ, আপনি ভাগ্যবান্। পূর্ণব্রহ্ম আপনার পুত্ররূ
গৃহে বিরাজিত! আর আমার আহারের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই
নিমাইয়ের উচ্ছিষ্ট অন্নই—মহা প্রসাদ! আমি এই বার বার তিনবা
যেমন আহারে উপবেশন ক'রে আমার ইষ্টদেবকে অন্ন উৎসর্গ ক'র
যাই তখনই মনে হয় আমার ইষ্টদেব প্রসন্ন হয়ে বালক নিমাইরূ
আমার অন ব্যঞ্জন ভক্ষণ ক'রছেন। তোমার পুত্রই আমার ইষ্টদে

শুধু আমার কেন তোমার নিমাইয়ের আগমনে আজ নদীয়া ধন্য হয়েছে। একদিন দেখ্‌বে তোমার ঐ পুত্রই এই বিশ্ব ব্রাহ্মণ্ডকে পবিত্র ক'রবে! ধন্য তোমরা! ধন্য তোমাদের সাধনা! পুত্ররূপে ভগবানকে লাভ করেছ। এখন এক কাজ কর—তোমরা দেব দেবী আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমার বাসনা চরিতার্থ কর—আমি তোমাদের প্রণাম করে বিদায় গ্রহণ করি।

[প্রণাম ও প্রস্থান।

শচী! আচার্য্য! আচার্য্য!

অদ্ভুত নেহারি সকলি নিমায়ে!

জগন্নাথ। বুঝিবারে নারি

অবোধিনী নারি!

নাহি আর নিমায়ের আশা!

বিশ্বরূপ গেছে

ভাঙ্গিয়াছে হৃদয় পঞ্জর,

অস্থিমাত্র সার,

নিমাই আবার কখন কি করে বসে!

জগন্নাথ। প্রিয়ে! অপত্যস্নেহ এইরূপ অন্ধ বটে! তাই আমরা নিমাইকে বুঝেও বুঝতে পারছিনা।

শচী। হাঁ—দেখ! আমার তোমার নিকটে একটা ভিক্ষা আছে।

জগন্নাথ। ভিক্ষা আবার কি!

শচী। নিমাইকে পড়তে অনুমতি দাও! তুমি নিজে গিয়ে টোলে ভর্ত্তি করে দিয়ে এস।

জগন্নাথ। তাই হবে।

শচী। টোলে গেলে তবু একটু বাঁধা বাঁধির উপর থাকবে তা না হ'লে দুষ্ট প্রকৃতি নিমাই দিন রাত্রি দুষ্টামি করে বেড়ায়।

জগন্নাথ। শচী. আর একটা কথা। আমি মনে করছি এইবা নিমাইয়ের উপনয়ন দোব। সে জন্য গ্রহাচার্য্যের বাড়ীতে যাবার বিশেষ প্রয়োজন! আমি এখনি ফিরছি!

[প্রস্থান।

শচী। হায় বিশ্বরূপ! কোথা তুমি!
গত কথা কত জাগে মনে,
ব্রহ্মচারী সেজে
ভিক্ষা মেগে ছিলে
আজও ভুলি না তাহা।

(রোদন)

নিমাই সহ জনৈক গণকের প্রবেশ।

নিমাই। মা—মা—এই দেখ, এক গণক ঠাকুরকে ধরে এনেছি! বল না মা—ওকে গুণ্‌তে!

শচী। আসুন ব্রাহ্মণ! এইখানে উপবেশন করুন!

নিমাই। হাঁগো গণক ঠাকুর—তোমার এই ঝুলিতে কি আছে?

(ঝুলি গ্রহণ করিতে উদ্যত)

শচী। হাঁরে—নিমু—একি করছিস! ব্রাহ্মণের সঙ্গে অমন ধারা করতে আছে। তোর কি সবটাতেই দুষ্টপনা, ব্রাহ্মণকে প্রণাম কর।

নিমাই। গণক ঠাকুর—খুব তো জাঁকজমকে চেপে বস্‌লে এখন

বল দেখি—আমার হাত দেখে আমি এর আগের জন্মে কি জাত ছিলুম। (হস্ত দেখাইলেন)

শচী। এ কিরে নিমাই! চঞ্চলপনা করছিস্ কেন? স্থির হও না বাবা। আগে ব্রাহ্মণ ঠাকুর একটু বিশ্রাম করুন।

গণক। (নিমাইয়ের হস্ত দেখিয়া) হাঁ - তুমি পূর্ব্বজন্মে গয়লার ছেলে ছিলে!

(সহসা আশ্চর্য্য হইয়া)

(স্বগত) একি একি!

লীলাময়, একি রঙ্গ দাস সনে?

এতদিনে—

সকল জনম সফল করম

স্পর্শে তব ঘুচেছে বিকার,

নিত্য নির্ব্বিকার শ্রীমাধব তুমি,

তোমারি কৃপায় চিনেছি চিন্ময়।

শুধিবারে রাধাঋণ নদীয়ায় উদয়

ত্যজি কালরূপ হয়েছ গৌরাঙ্গ সুন্দর;

হরি! হরি!

দাও স্থান শ্রীপদে তোমার।

(নিমাইয়ের পদতলে পতন)

শচী। ঠাকুর, একি করছেন অন্ধের যষ্ঠী বাছার আমার অকল্যাণ হবে যে।

গণক। মাগো ভাব চিত্তে অকল্যাণ কার।

এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার কল্যাণে
সুবিধানে হতেছে চালিত,
সেই জগৎ পূজিত বরণ্যে ধীমান
শ্রীমান্ নিমাই তব !

শচী। বেশ ! ঠাকুর বেশ !

নিমাই। তা হ'লে তুমি বল্‌তে পার্‌লে না যে আমি এর আগে কে ছিলুন ! দেখ ঠাকুর, যা—তা—বল্‌লে নিমাই কখনও ভুলবে না। ও সব ভাঁড়ামি করো—অন্য জায়গায়, গণক যদি গুণতো ঠিক দোরে দোরে মাগতোনা ভিক্। এখন এক কাজ কর—তোমার ঐ বুঁচকি ভালোয় ভালোয় রেখে নিজের পথ দেখ গে যাও !

(ঝুলি কাড়িয়া লইল)

শচী। ওমা ! একিরে ! ছাড়—ছাড়্—হতভাগা ডিংরে ছেলে। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব মান্‌তে চাস্‌না। সকলের সঙ্গেই বিট্‌লেমি। সরে আয় হতভাগা ছেলে ! কখন কার মন্নিনে পড়্‌বি !

নিমাই। তবে আমি দেখাচ্ছি মজা।

(গৃহমধ্যে গমন বিষ্ণুসিংহাসন হইতে বিগ্রহ
মূর্ত্তি ফেলিয়া দিয়া উপবেশন)

রাধা শ্যাম বসেছেন কদম্ব তলে
দেখে কার না মন উথলে ?
শ্যামের বাঁশী বল্‌ছে রাধা,
রাধা বাজায় কালা বলে।
দেখ্‌রে ব্রজ বিলাসিনি,

কুল দিবি আয় কালার কুলে !
বহিছে উজানে ধারা
কুঞ্জে সারি মাতোয়ারা,
ফুলের বাণে তরবি যদি
প্রেম ফুল দে পাদমূলে।

[জগন্নাথ মিশ্রকে দেখিয়া পলায়ন।

জগন্নাথ মিশ্রের প্রবেশ।

শচী। হের মিশ্র কিবা সর্ব্বনাশ
ঘটায়েছে নিমাই তোমার !
বাবা রঘুনাথে—
ফেলি সিংহাসন হ'তে
বসেছে দুর্ভাগ্য প্রভুর আসনে।
কি হবে কি হবে নাথ !
যাবে যাবে সব যাবে
দেব অভিশাপে কিছু না রহিবে
গৃহবাস সকলি মজিবে,
কোন ভাবে বাঁচাব নিমায়ে !

জগন্নাথ। অহো ! বংশে মম জন্মেছে পাংশুল,
পুত্র হতে যায় জাতি মান কুল !
হেন পুত্রে শাস্তি দিব যথোচিত।
দেখি কোথা গেল দুর্ভাগা নন্দন।

(গমনোদ্যত)

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের প্রবেশ।

গঙ্গাদাস। কোথা যাও মিশ্র!
হয়ে ক্রোধ পরবশ?
দেখিলাম পথে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়ে নিমাই,
কারণ শুধাই—শুধু বলে ওই পিতা আসে!

জগন্নথ। হে পণ্ডিত ধীমান!
এক পুত্র লয়ে পড়েছি ফাঁপরে;
নিমায়ের অত্যাচারে
না পারি তিষ্ঠিতে—
দুর্ভাগ্য সন্তান নাহি কোন জ্ঞান
সিংহাসন হতে প্রভু রঘুনাথে
ফেলি ভূমিতলে—
বসে কুলাঙ্গার প্রভুর আসনে।

গঙ্গাদাস। হে মিশ্র!
নাহি দোষ হেরি নিমাইয়ের ইথে!
স্বভাবতঃ বালক চঞ্চল,
তাতে নিমাই তোমার—
দুষ্ট হয় কিছু!
পিতা তুমি তার,
বিদ্যা উপার্জ্জনে হও প্রতিবাধা,
সঙ্গত নহেক ইহা!
তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নিমায়ের তব।

একদিনে পাঠ করে যাহা,
বৎসরেও সম্ভবেনা অন্য জনে তাহা।
সেই পুত্র মূর্খ করি—
রেখেছ গৃহেতে,
এখনও সময় থাকিতে
দাও পাঠশালা, বিদ্যাভার বিনা—
অশান্ত নিমাই নাহি হবে স্থির।
পুত্রে তব করহ অর্পণ মোরে
নিমায়ে পণ্ডিত করে দিব ফিরে আনি।

জগন্নাথ। পণ্ডিত প্রধান!
তব উপদেশ শিরোধার্য্য মানি,
করিয়াছি স্থির—
নিমায়ের দোব যজ্ঞ উপবীত,
পরে যা হয় বিহিত করিও তুমি।

গঙ্গাদাস। তাই হবে। ইনি কেবা?

গণক। সামান্য গণক আমি।
জাতিতে আচার্য্য!

গঙ্গাদাস। বুঝিলাম তুমি অতি বুদ্ধিমান
বল দেখি গণক প্রধান
কেবা আমি কোন সূত্রে জনম আমার!

গণক। প্রভু! তুমি অতি ভাগ্যবান!
হইবে পূজিত জগৎ মাঝারে—

মিশ্রের নন্দনে পাঠাভ্যাস দিয়ে।
নহেক সামান্য শিশু মিশ্রের তনয়
দয়াময় পরব্রহ্ম অবতীর্ণ—
দীনের তারণে!
সেই হরি-গুরু হবে তুমি
এই হেতু জন্ম নদীয়ায়!

জগন্নাথ। তবে আসি পণ্ডিত মশায়,
দেখি দুরাচার কোথা গেল!

গঙ্গাদাস। চল আমরাও যাবো।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

নিমাইয়ের হস্ত ধরিয়া মুরারি গুপ্তের প্রবেশ।

মুরারি। আজ দুষ্ট নিমাইকে ধরিয়াছি। আজ তুহারে দেহে লিমু। ওরে কুলাঙ্গার মিশ্রের পলা! তুই মোর অন্নপাত্রে প্রস্রাব ত্যাগ করমু যে। তোরে হত্যা করমু।

নিমাই। বলি গুপ্তের পোলা। এত চটিছ ক্যান্। তুমি জীব ও ব্রহ্মে এক করতে চাও? তুমি যদিই ব্রহ্ম হইছস—তবে বিষ্টা মুত্রে ঘৃণা হয় ক্যান্? বিষ্টা মুত্রকে চন্দন জ্ঞান না ক'রলে তোমার ব্রহ্ম ভাব আছে কেমনে? অগ্রে আমারে বোঝাও—তারপর যা হয় তা করমু! তুমি যখন আমার উপর চটিয়া কহিলে যে ব্রহ্ম ও জীব একই বস্তু—তখন তো আমি কহিয়াছিনু তোমার ভোজন কালে দেখে লইমু! এখন উল্টা গাও ক্যানে।

মুরারি। (স্বগতঃ) কে এ পোলা! আমার যে একটি কথা কহিবার ক্ষমতা রহিল নাই। হুঁ—সত্যই তো জীব ও ব্রহ্মে কিরূপে এক হইবা! এ তো হইতেই পারে না? কে কে পোলা তুমি, তুমি তো সামান্য নও মিশ্রের পোলা রূপে কোন দেবতার আবির্ভাব হইছে। আহা কি মধুর জ্যোতিরে যেন অঙ্গ হইতে ঠিক্‌রাইয়া পড়িছে। দয়াময়! আমায় মার্জ্জনা কইর‍্যা এই অধমের

একটা উপায় করেন! আমি বৃদ্ধ—তোমার পিতৃ তুল্য আমার অপরাধ লইও না।

নমঃ নমঃ জ্যোতির্ম্ময় নিত্য নিরঞ্জন,
নমঃ রাম অপরূপ সত্য সনাতন।
নমঃ নমঃ নররূপী নৃসিংহ বামন,
নমঃ নমঃ দর্পহারি শ্রীমধুসূদন।
নমঃ নমঃ জনার্দ্দন শ্রীরাধা রমণ,
নমঃ নমঃ রামেশ্বর বৈকুণ্ঠ শোভন।
নমঃ নমঃ নারায়ণ মুকুন্দ মুরারী,
নমঃ নমঃ আত্মারাম ভক্তির ভিখারী।
নমস্তে অব্যক্ত রূপ অচিন্ত্য মহিমা,
নমস্তে অনন্ত শক্তি যার নাই সীমা।

[প্রণাম ও প্রস্থান।

নিমাই। যাও মুরারি! তোমার এই দিব্যজ্ঞান সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হোক।

জগন্নাথ মিশ্রের প্রবেশ।

জগন্নাথ। রক্ষা কর বাপ নিমাই আমার,
অনিবার কেন দিস এত জ্বালা!
বিশ্বরূপ ভেঙ্গে দেছে হৃদয় পঞ্জর;
আর তুই তিলে তিলে দগ্ধে দগ্ধে মার!

নিমাই। না—আমি বাড়ী যাবো না।

জগন্নাথ। চল বাবা।

কল্য দিব উপবীত
চন্দ্র তারা শুদ্ধ সব অতি শুভ দিন!
তারপর মন দিয়ে বিদ্যা শিক্ষা কর,
আদেশ আমার পুনঃ চতুষ্পাঠী যেও!

নিমাই। বাবা—আমি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়্‌বো!

জগন্নাথ। তাই হবে বৎস! এই মাত্র তিনি আমাদের বাড়ী এসেছিলেন; আমিও তাঁকে বলে দিয়েছি—আগামী কল্য নিমায়ের উপনয়নের দিন স্থির ক'রেছি! উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন হ'লে আপনার চতুষ্পাঠীতে নিমাইকে পাঠিয়ে দোব।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নগর প্রান্তভাগ

অদ্বৈত আচার্য্যের প্রবেশ।

অদ্বৈত। পাতি পাতি চারিদিক করিনু সন্ধান'
বিশ্বরূপে না হেরিনু কোথা!
যাহারে সুধাই—
কেহ বলে জানি নাই,
হেরি নাই সেই মধুর মূরতি!
আহা! কি বা অপরূপ,
বিশ্বরূপ জ্যোতি!
ভুলিবারে নারি সে রূপ মাধুরি—
থেকে থেকে কেঁদে উঠে প্রাণ!
মিশ্রের ঘরণি রহে মম প্রতীক্ষায়,
কি জানি কি হয়,
কহিব যখন তারে
নাহিক সন্ধান বিশুর তোমার!
আহা! বোধ হয় নারী,
পুত্রশোকে হবে বিগত জীবন!
ব্রাহ্মণ জগন্নাথ হইবে উন্মাদ,
প্রভু নিমাই আমার; দাদা- -দাদা—

উচ্চরোলে কাঁদাইবে জগতের জীবে !
সে মর্ম্মভেদী শোকচ্ছবি হেরিব কেমনে !
আহা ধন্য সতী শচী তুমি !
পুত্র সব কৃষ্ণময় প্রাণ
হেন গুণবান সুত কার গৃহে রহে।

শ্রীবাসের প্রবেশ।

শ্রীবাস। এই যে প্রভু! বিশ্বরূপের কোন সন্ধান পেলেন ?

অদ্বৈত। না—শ্রীবাস !

কোথা পাব তারে,
সে যে রে কৃষ্ণ ভক্ত !
কৃষ্ণময় প্রাণ যার
এ দুর্ভাগ্য তার তত্ত্ব কেমনে করিবে ?

শ্রীবাস। হায় প্রভু! তবে বোধ হয় শচীমাতা আর বাঁচবেন না। এইমাত্র তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'য়েছিল। আগামী কল্য নিমাইয়ের উপনয়নের দিন স্থির হয়েছে। মা শচীদেবী বিশ্বরূপের জন্য উন্মাদিনীর মত নদীয়ার প্রতি দ্বারে দ্বারে ছুটে বেড়াচ্ছেন—যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে—তাকেই বল্‌ছেন এই আনন্দের দিনে যদি কেউ আমার বিশ্বরূপের অনুসন্ধান করে দেয় তাহ'লে আমি চিরদিন তার দাসী হ'য়ে থাক্‌বো !

অদ্বৈত। হায় পুত্রমাতা! তোমার যন্ত্রণা দেখ্‌লে পাষাণেরও বক্ষ বিদীর্ণ হয় !

নেপথ্যে। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল !

অদ্বৈত। শ্রীবাস কে এ হরিভক্ত!

হরিদাসের প্রবেশ।

হরিদাস। গীত।

হরিবল, হরিবল, দিন যে গেল রে বয়ে!
শুধু দিন নাহি যায়—তোর জীবনের খেলা যায় রে ফুরায়ে।
দিয়ে করতালি আয়না সব হরি হরি বলি
আয় আয় আয়—ওরে দিন চলে যায়,
কোন কাজে কাটাইলি দিন মানব জনম লভিয়ে।
এস হরিভক্ত প্রেমিক সুজন,
দাও দাও আলিঙ্গন।

অদ্বৈত। বৈষ্ণবের চূড়ামণি
মনে গণি—হরি প্রেমে মাতোয়ারা তুমি।
দাও পরিচয় ঘুচাও সংশয়
কোন মহাজন নদীয়ায় হইলে উদয়?

হরিদাস। প্রভু দাস আমি!
এইমাত্র মোর পরিচয়?
জানিয়াছি বিধিমতে
এই নদীয়ায় প্রাণ কৃষ্ণরায়—
লভিয়া জনম—রহে গুপ্তভাবে!
জাগিবে স্বরূপে এবে—
মহাসুপ্তি ভাঙিবে জীবের!

অদ্বৈত। শ্রীবাস! শ্রীবাস!
শোন—শোন—মিথ্যা নয়—
অনুমান মোর!
চল হে সত্বর দেখিগে ত্বরায়
নরদেহধারী গৌরাঙ্গ সুন্দরে!
বল হরিবোল—বল হরিবোল।
বৈষ্ণবের আজি এ মিলনে
ধন্য ধন্য মোরা!
বল—বল হরিবোল হরিবোল!

সকলে। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

চতুর্থ দৃশ্য

উপনয়ন স্থল।

জগন্নাথ, শচী, প্রতিবেশিনীগণ ও নিমাইয়ের প্রবেশ

১ম প্রতি। মরি মরি কি সুন্দর!

নব ব্রহ্মচারী সাজে নিমাই মুরতি
হারমানে সূর্য্যকান্তমণি!
দীনমণি যেন কনক কিরণচ্ছটা—
বিকাশিছে দশদিশ।
গৈরিক বসনে ঘেরা গোরা অঙ্গখানি,
শোভে যেন স্বর্গের বিভবে।
মনে হয়—দিবানিশি—
হেরি এই—
অতুলন কান্তি মনোহর।

২য় প্রতি। আর হের দিদি,

মুণ্ডিত মস্তক, শিরে শিখা,
যজ্ঞ-দণ্ড করে, মৃগচর্ম্মে যজ্ঞ উপবীত,
হেরি জাগে-মনে—
নিমু নহে মর্ত্ত্যের বালক।
আপনি ব্রাহ্মণ্যদেব—

লাঘবিতে ধরাভার—
উদয় অবনীতলে।

১ম প্রতি। সত্য তাই—তৃপ্তি নাহি পাই
শতবার হেরি নিমাই সুন্দরে!
আঁখি চায় সতত হেরিতে
ওই হেমতনু—প্রভাত অরুণ।
ওগো মিশ্র দিদি নিমাই জননী তুমি।
ভিক্ষা দাও অগ্রে—
নয়ন নন্দন নিমায়েরে তব;
পরে মন সাধ করি গো পূরণ মোরা—
ভিক্ষা দিয়া নব ব্রহ্মচারি!

জগন্নাথ। ব্রাহ্মণি! তুমি নিমাইয়ের গর্ভধারিণী! দাও দাও তুমি অগ্রে আমার নিমাইকে ভিক্ষা দাও!

২য় প্রতিবেশিনী। শচী! তুমি আগে ভিক্ষা দাও! তারপর আমরা দোব! তুমি নিমায়ের মা, তোমায় আগে ভিক্ষা দিতে হয়।

শচী। কাঁদে প্রাণ ধৈরব ধরিতে নারি!
জাগে মনে সেইদিন—
এই শুভদিন আর একদিন
হ'য়েছিল সমাগত—
বিশ্বরূপ সেজেছিল যবে এই
ব্রহ্মচারী সাজে!

জগন্নাথ। শচী! রোদন সংবরণ কর! দাও—দাও—নিমাইকে

আমার ভিক্ষা দাও ! ভিক্ষা দাও ! নিমাই বলত বাবা "ভবতি ভিক্ষাং দেহি"।

নিমাই। "ভবতি ভিক্ষাং দেহি ! ভবতি ভিক্ষাং দেহি ! ভবতি ভিক্ষাং দেহি" !

সহসা ছদ্মবেশিনী ভগবতীর প্রবেশ।

(সকলে নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিল—নিমাই বলিল—"ভবতি ভিক্ষাং দেহি"। ছদ্মবেশিনী ভগবতী নিমাইকে ভিক্ষা প্রদান করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীবেশে দেব দেবীগণ প্রবেশ করিলেন)

গীত

দেবগণ। নমো নমো নমো লীলাময় হরি নবীন ব্রহ্মচারি।
দেবীগণ। তোমার লীলার অন্ত পাওয়া ভার মোরা জ্ঞানহীনা নারী॥
দেবগণ। বলিরে ছলিতে হইলে শ্রীনাথ বামন বেশধারী।
দেবীগণ। ব্রজধামে তুমি হ'লে ব্রজনাথ গোপিনী মনোহারী॥
দেবগণ। যুগে যুগে তুমি ধর নবরূপ কেশব মাধব কংসারি।
দেবীগণ। ধর ধর প্রভু ধরহে ভিক্ষা প্রেম-অশ্রুবারি।
সকলে। নমঃ নমঃ নমঃ ব্রজবিহারী নবীন ব্রহ্মচারী॥

[অন্তর্দ্ধান।

জগন্নাথ ! একি ! একি ! শচী ! দেখ, দেখ, কি স্বর্গীয় জ্যোতিঃ এঁদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ! চকিতে এল—বিদ্যুতের মত চকিতে অন্তর্হিত হলেন। স্মরণ হয় কি দেবী—যে শুভমূহূর্ত্তে নিমাই আমার জন্ম গ্রহণ করেছিল সেই দিন এই মহাত্মাদের শুভাগমনে আমার অন্ধকারময় কুটীর খানি স্বর্গের

আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল! হায়! হায়! মূঢ় আমি! কি করলুম! চিন্‌তে পারলাম না! যোগীর চিরবাঞ্ছিত দেবদেবীর সাকার মূর্ত্তির অভ্যর্থনা হ'ল না! মহাপুরুষদের আগমনে জড়ের মত স্থির নিশ্চল হয়ে পড়েছিলাম! একটী কথা পর্য্যন্ত কইবার শক্তি হ'ল না! যাই— যাই শচী—দেখি যদি তাঁদের দর্শন পাই—আবার ফিরিয়ে আনছি!

[প্রস্থান]

শচী। অবাক্ মা! কি যেন একটা কিসের অভিনয় হয়ে গেল!

প্রতিবেশীগণ। তাইত—তাইত আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য বটে!

নিমাই। দাও ভিক্ষাদাও—ভিক্ষাদাও!

গীত

ভিক্ষা দেমা ভিক্ষা দেমা আমি যে গো ব্রহ্মচারী নূতন ভিখারী।
ভক্তি করে যে যা যাহা দেয় তারি দ্বারে দ্বারে ফিরি।
ভক্তির শৃঙ্খলে বাঁধে ব্রজবাসী
তাই তাদেরে এত ভালবাসি,
(ওগো) তাইত আসি মন মানে না কোথাও যে গো থাকৃতে নারি।

(ভাবে তন্ময় হওন)

শচী। ওমা—ওমা—ছেলে এমন করে কেন?

নিমাই। এঁ্যা—এঁ্যা—কোথা আমি!
কোথা সেই ব্রজধাম,
কোথায় শ্রীরাধা,
কোথা সেই প্রেম বৃন্দাবন সেই নিধুবন!
বহে যেথা আনন্দের ধারা

অবিরাম কল্ কল্ নাদে!
কোথা সেই চিন্ময়ী শ্রীরাধে
বাঁধা আমি যার চরণে সতত!
ওগো ওগো বল সবে
কোথা গেলে পাব দেখা
ভালে যার লেখা কৃষ্ণনাম শুধু—!
মুহূর্ত্তে কৃষ্ণের অদর্শনে
ঝরে যার পদ্ম আঁখি দু'টী
কোথা দেখি সেই রাই ধনি!
কোথা রাই কোথা রাই সে আমার!

শচী। ও দিদি! দেখ না সব! নিমাই আমার এমন কর্‌ছে কেন?

প্রতিবেশিনীগণ। ওগো তাই তো গো এ যে লক্ষণ ভাল বলে বোধ হচ্চে না! নিমাই—নিমাই—

নিমাই। রাই! রাই! রাই!
প্রাণেশ্বরী ব্রজেশ্বরী রাই।

প্রতিবেশিনীগণ। বাবা! চুপ্ কর, ঐ যে সব কে ভিক্ষা দিতে আস্‌চে!

ব্রাহ্মণ বালিকাবেশিনী ভিক্ষাপাত্রহস্তে দেববালাগণের প্রবেশ।

গীত

আয় আয় ভাই গৌরাচাঁদে ভিক্ষা দিয়া যাই!
নিমাই পাশে আয় না ঘেঁসে (যদি) কিছু শিখ্‌তে পাই॥

নিমাই নাকি ব্রজের গোপাল
নবীন কাঙাল চিরদিন,
শুধু কি তাই ? প্রেমের গুরু স্নেহের অধীন,
হাতে আছে রাধার বীণ,
সেও তো ভাল রাধার পায় ধরে যে গো প্রেমে ইনি এতই দীন।
ছিঃ ছিঃ ছিঃ লাজে মরি ওগো ও প্যারীর হরি
এখন ভিক্ষা নাও গো ব্রহ্মচারী আমরা এবে আসি ভাই !

[নিমাইকে ভিক্ষা প্রদান ও প্রস্থান।

জগন্নাথ মিশ্রের প্রবেশ

জগন্নাথ। শচী শচী দেখ্‌বে চল দেবি ! আজ আমরা ধন্য হয়েছি—তোমার নিমাইকে আশীর্ব্বাদ করতে কত বিদেশী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দরিদ্রের কুটীরে সমাগত হয়েছে !

১ম প্রতিবেশিনী। চল মা শচিরাণি ! এখন ব্রহ্মচারীকে ঘরে নিয়ে চল !

২য় প্রতিবেশিনী। ছেলে—যেন এমনই হয় ! এমন না হ'লে ছেলে ! একছেলে জগৎটা আলো করে রেখেছে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

রাজপথ।

মদ্যপাত্রহস্তে জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ।

জগাই। ওরে বেটা মধা! বলি—এ সব হল কি ?

মাধাই। শালার বৈরেগী গুলোকে কি ভূতে পেলে নাকি ?

জগাই। আর তো শালাদের কিলি মিলি কাণে ঢোকে না বাবা!

মাধাই। কাণের পোকা বেরোবার যোগাড় হয়েচে!

জগাই। আবার বুঝি শালাদের মূর্ত্তিগুলো দেখিস্‌নি—

মাধাই। কি রকম—কি রকম—

জগাই। গোঁপ কামিয়ে শালারা সব—এক একটা কিম্ভূত কিমাকার হয়েচে।

মাধাই। ওরে ও সব শালাদের চাল! এক কাজে দুই হবে! শশা বেচাকে—শশা বেচা আর বষ্টুমীর দল জোটান! শালারা সব বষ্টুমী সেজে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে—আর আসল বষ্টুমীর দল শালাদের দলে ভিড়্‌বে—তা হ'লেই বাস—কর্ম্ম ফরসা!

জগাই। দেখ মধা! একটা কাজ কর্‌লে হয়। তা হ'লে শালারা কিন্তু আচ্ছা জব্দ হয়ে যায়।

মাধাই। কি বল্‌তো—বলে ফেল—বলে ফেল!

জগাই। দেখ্‌ আমরা দু'জন বষ্টুম সাজি আয়! খুব ভক্তির বহর

দেখিয়ে মুখে হরি হরি বলে একটা মহোৎসবের জোগাড় কর্‌বো। পাঁটার রোঁ আর পাঁটার রক্তে চিড়ে কলা মাল্‌সাতে না ভিজিয়ে সেই গোঁড়াবেটা অদ্বৈত ঠাকুরকে বলবো হে মহাপ্রভু! প্রভুর দ্বিতীয় অবতার! সংসার ভারাক্রান্ত এই দীনদুজনে মোদের একটু কৃপানয়নে সন্দর্শন করুন! দীন ভক্তের বহু যত্নে সংগৃহীত প্রভুর এই খাদ্য অর্থাৎ মালসাভোগ প্রভুকে উৎসর্গ করে—অগ্রে আপনি মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করতঃ—আমাদের ত্রাণ করুন! তাহলে বেটাদের জাতজন্ম সব যাবে! ভারি রগড় হবে কিন্তু।

মাধাই। আচ্ছা জগা। ঠিক্—ঠিক্ তোর মাথা যেন মাতা।—

জগাই। এই মাথা যদি মাতা না হতো—তা হলে কি বাবা এই নদীয়ার আঁদাড় পাঁদাড় ঘর ঘাট ক'র্‌তে পারতুম।

মাধাই। আচ্ছা জগা তুই একটা গান গাইতে পারিস্? দেখি তোর কেমন মাতা!—কিন্তু বাবা—বলে রাখছি পুরোনো মান্ধাতা আমলের যা তা গান গাইলে হবে না। একেলের সভ্য—ভব্য—নব্য গোছের সঙ্গীত গাইতে হবে। তবেই বুঝ্‌বো যে হাঁ মা—তা বটে।

জগাই। বড় দুঃখু। মাধাশালা এখনও আমার মাতার বহরটা বুঝ্‌লিনি। শোন—দেখ—

গীত

(উচ্চকণ্ঠে কর্ণযুগলে হস্ত দিয়া)

আহা!—প্রেমময়ী মদরে—তোর জনম কোথা।

মাধাই। থাম—থাম—বেটা। ঐ সব কে আস্‌ছে, আয় আয় আমরা লুকোই গিয়ে। দেখি শালারা কে? ওৎপেতে থাক্‌বো, আর

সুযোগ সুবিধে পেলে—শালাদের ট্যাঁকে যে সিকিটা দুয়ানিটা পাওয়া যাবে—বুঝ্‌লি—

জগাই। আহা!—আমার কি সঙ্গীতটাই না মাটী কর্‌লে—

(গীতের পুনরাবৃত্তি)

আহা প্রেমময়ী মদরে—

মাধাই। (বাধা দিয়া) শালার মাথারে। নেশা চটে গেল—কিছু জোগাড় করি আয়নারে।

[জগাইকে সবলে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

ভিক্ষাঝুলি স্কন্ধে দুইজন বৈষ্ণবের প্রবেশ।

বৈষ্ণবদ্বয়। হরিবোল। হরিবোল। হরিবোল।

১ম বৈষ্ণব। বলি ভায়া আজ কি রকম হ'ল।

২য় বৈষ্ণব। প্রভুর যা ইচ্ছা ভাই, তার বেশী আর পাব কোথা।

১ম বৈষ্ণব। আমার তো আজ কিছুই নয় বল্লেই হয়। তিনটে পয়সা আর আধ পো চাল ডাল। যাক্ তাতেই ভগবানের ভোগ দিয়ে পুত্র পরিজন নিয়ে আজকের দিনটা কাটিয়ে দোব। তোর কি রকম ভাই।

২য় বৈষ্ণব। আমারও তাই। তবে কিছু বেশী, গণ্ডা দুই পয়সা আধসের চাল ডাল!

১ম বৈষ্ণব। তোর সংসারে খেতে কয়জন!

২য় বৈষ্ণব। নিজে।

১ম বৈষ্ণব। এক রকম রক্ষে।

২য় বৈষ্ণব। তোর কয়জন ?

১ম বৈষ্ণব। তাতে খুব! আমাকে ধরে পাঁচটি প্রাণী, দুবেলায় দশটি পাত।

২য় বৈষ্ণব। আহা! তবে তো ভাই তোমার বড় কষ্ট, একা উপায়ী! দশটী প্রাণীর আহারের ভার তোমার উপর! তবে ভাই দয়া করে যদি আমার একটা অনুরোধ রাখ, আমি তোমার উপকার জীবনে ভুল্‌তে পার্‌বো না।

১ম বৈষ্ণব। বল ভাই! যতদূর সাধ্য কর্‌বো বৈকী!

২য় বৈষ্ণব। আমি যা বল্‌বো—শুন্‌বে!

১ম বৈষ্ণব। বলই না ?

২য় বৈষ্ণব। তুমি আমার ভিক্ষালব্ধ এই তণ্ডুলগুলি আর এই ইগণ্ডা পয়সা নিয়ে যাও!

১ম বৈষ্ণব। তোমার উপায় ?

২য় বৈষ্ণব। সে যা হয় তা হবে! তাই বা কেন। আমি একা, ভিক্ষায় যা পাই—তার তিন অংশ বাঁচে, সুতরাং গৃহে কোনও অভাব নাই!

১ম বৈষ্ণব। তা হ'লেও যে তুমি ভিখারী! তুমি কোথা পাবে ?—না ভাই তা হয় না!

২য় বৈষ্ণব। হলেম বা ভিখারী! ভিখারী—ভিখারীর যে কি যন্ত্রণা তা সে ভ: ভাবেই বো ঝে, রাজা কি ভিখারীর অভাব—ভিখারীর কি নিদারুণ ক্লেশ উপলব্ধি কর্‌তে পারে ভাই! কারণ রাজা তো কখনও এই দুঃসহ দুঃখের পাঠাগারে অধ্যয়ন করেন নাই। তাহলে তিনি

বুঝবেন কি করে দরিদ্রের কষ্ট কি মর্ম্মন্তুদ ! এই লও ভাই ! চল আর আপত্তি করোনা ! (ভিক্ষা ঝুলি প্রদান)

১ম বৈষ্ণব ! ভাই—ভাই ! এত দয়া তোমার। ধন্য ধন্য বৈষ্ণব তুমি । ত্যাগের নিষ্কাম মূর্ত্তি ।

দ্রুতপদে জগাই মাধাইয়ের প্রবেশ।

জগাই। আহা। যেন শালাদের দধিচীর দান।

মাধাই। ও সব বুজরুকি ছাড় যাদু। কই ঐ দুটো ভিক্ষের ঝুলি আমাদের ভালোয় ভালোয় দিয়ে দাও দেখি—দেখি তোমরা কেমন শিশুপালের বেটা দাতাকর্ণ।

জগাই। পালাচ্চে যে। ওরে মধা শালাদের ধর্‌তো ।

মাধাই। ওরে জগা—কাড়্‌তো শালাদের ঝোলা-ঝুলি।

(জগাই মাধাই বৈষ্ণবদ্বয়ের হস্ত হইতে ঝুলি কাড়িয়া লইল)

জগাই। হুঁ বাবা ! গণ্‌তো—গণ্‌তো মধা, কটা পয়সা—আর এক কাজ কর, দেখ চালগুলো কতকে বিক্রি হবে !

মাধাই। (পয়সা গুনিল) এই—এই—এক··দুই—তিন—চার—পাঁচ—ছয়—সাত—আট—নয়—দশ—এগার ।

জগাই। পহাবার। পহাবার। যা হোক বাবা—যে খায় চিনি—তার জোগান চিন্তেমণি। কি বাবা গোঁপে খেজুরের দল মিটিমিটি চেয়ে দেখ্‌ছ কি ?—এখন সরে পড় নইলে শেষে খোঁয়ারির ধমকে বৃক্ষের পত্রসার পরিধান হয়ে দাঁড়াবে ?

মাধাই। জগা—আর দেরী করে কাজ নি—মালের দেকান বন্ধ

হ'য়ে যাবে। শেষে খোঁয়ারির চোটে বাড়ীওয়ালী শালীদের দোরে দোরে ঘুরতে হবে।

জগাই। হাঁ—বাবা দিন দিন ভিক্ষে শিক্ষে করে যা পাবে তা নিয়ে এধার দিয়ে যেও, পয়সাগুলো সৎপাত্রে যাবে। বষ্টুমাদের পেট মোটা করে কি হবে—বাবা! তাতে ঝঞ্ঝাট বাড়্‌বে বই কম্‌বে না!

[উভয়ের প্রস্থান।

১ম বৈষ্ণব। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! মানুষ এমন হয়!

২য় বৈষ্ণব। আমার মুখ দিয়ে আর কথা ফুট্‌ছেনা! এত পাষণ্ড এরা! এদের উদ্ধার কি করে হবে?

২য় বৈষ্ণব। হা ভগবান! এদের প্রতি একবার মুখ তুলে চাও এরা বড় দুর্ভাগ্য।

নেপথ্যে ক্রন্দন ধ্বনি) একি! একি। কার ক্রন্দনধ্বনি! আকাশ দেশ বিদীর্ণ করে প্রতিধ্বনিত হচ্চে।

২য় বৈষ্ণব। এইতো সম্মুখেই জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ী! কার আবার কি হ'ল?

১ম বৈষ্ণব। বোধ হয় দুর্বৃত্ত জগাই মাধাই কোন অসহায়া নারী নির্য্যাতনে ব্রতী হয়েছে। চল—চল—ভাই—এগিয়ে একটু দেখিগে।

জনৈক নাগরিকের প্রবেশ।

বলি—ও ভাই! কোথায় যাচ্ছ! বল্‌তে পার দূরে ঐ কোন রমণীর ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হচ্চে।

নাগরিক। তা বুঝি জান না! আহা! জগন্নাথ মিশ্র কি আ
বেঁচে আছে। আজ তার আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে।

১ম বৈষ্ণব। চল—চল ভাই। আহা মা লক্ষ্মী ঠাকুরুণকে আ
বৈধব্যের সাজে সাজ্‌তে হ'ল।

১ম বৈষ্ণব। বড় দুর্ভাগ্যবতী এই শচীদেবী। ব্রাহ্মণ কন্যার f
দুঃসহ অদৃষ্টের লিপি। পুত্রহারা, স্বামীহারা। আহা বোধ হয় না
এই শোক সহ্য আর বুঝি না কর্‌তে পারে।

১ম বৈষ্ণব। আহা বালক নিমাইও বোধ হয় পিতৃশোকে কত
ক্রন্দন করচে। চল ভাই তাদের শোক অপনোদন করিগে যাই।

নাগরিক। আর শোক। শচীদেবী এতক্ষণ আছে কি নাই!

। উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

জগন্নাথ-মিশ্রের বহির্ব্বাটী।

ভক্তগণ।

গীত

বল বল হরি বল।
নামই সম্বল রে জীবের ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ ফল।
নামের তুলনা নাহি রে ভুবনে,
পঞ্চমুখে গান মেতে পঞ্চাননে,
পরম যতনে নামামৃত পানে,
নাচে ভোলা লয়ে ভূত সকল।
এ নামের গুণে রিপু পলায় দূরে
শমন স্বঘনে ধায় নিজপুরে
তাই চল চলে বলে হরি বলে,
মানব জনম করিতে সফল।

পার্ব্বতীর প্রবেশ।

পার্ব্বতী। বল—বল—মন প্রাণ একসঙ্গে মিশিয়ে হরি বল! হরি বল! বড় মধুময় নাম! এ নামের এমন গুণ—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সংসার কামনা

কিছুই থাকে না! বল—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? মুখে শুধু হরিবোল বল না।

১ম ভক্ত। কে তুমি হরিপ্রেম পাগলিনি?

পার্ব্বতী। পাগলিনী? ওরে এ নামে যে সবাই পাগল হয় রে! মানুষ পাগল হয়, দেবতা পাগল হয়, রক্ষ, যক্ষ, নর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,একবার এ নামের ভেতরে একটু ঢুকলেই পাগল হয়ে যায়! এ নামেতে এমন যাদু আছে, গৃহী গৃহত্যাগ করে—সন্ন্যাসী তার লোটা কম্বলও ভার বিবেচনা করে, এই মধুর নাম কর্‌তে কর্‌তে কোন অজ্ঞাত রাজ্যে চলে যায় তার নির্দ্দেশ থাকে না! বড় মধুর নাম! বল না—বল না—এ নামের এমন গুণ—বিষ সুধা হয়, মানুষ দেবতা হয়! বল—বল তোমরাও দেবতা হবে!—তোমাদের বিষময় সংসার বৃক্ষে সুধার ফল ফল্‌বে? বল বল হরি বল—ঐ দেখ! ঐ দেখ! ঐ যে আমার মদনমোহন রাধিকারঞ্জন দাঁড়িয়ে রয়েছে! দেখ দেখ কেমন মধুর মূর্ত্তি দেখ—

ঐ যে আমার মদনমোহন বাঁশী লয়ে করে।
আপন নাম আপনি শুন্‌তে দাঁড়িয়ে বাঁশী ধরে॥
পাস না ফিরে দেখ্‌তে তোরা বল কৃষ্ণ দয়াময়।
দয়াময়ের এমনি দয়া সকল ব্যথা দূরে যায়॥
ঐ দেখ না ময়ূর পাখায় ঢাকা শিরোদেশ।
ঐ দেখ না পীতধড়ায় শোভে হৃষিকেশ॥
ঐ দেখ না রক্ত জবা হার মেনে যায় যুগল দু'টী পা।
পড়্‌ না ওরে পায়ের উপর ওরে অভাগীর ছা॥

ঐ দেখ না মোহন বাঁশী লয়ে নধর করে।
ভক্তে ডাকে আয়—আয় উচ্চৈঃস্বরে ॥
ঐ দেখ না সোনার নূপুর কেমন নাচে তালে।
ঐ দেখ না চন্দন-রাগ কেমন শোভে ভালে ॥
ঐ দেখ না আমার কিশোর হাসে কেমন মৃদু হাসি।
তাই তো আমার মাধব সনে এত ভালবাসাবাসি ॥

[প্রস্থান।

১ম ভক্ত। কে এ দেবি! চল চল ভাই দেবী এ রাজ্যের নয়, নিশ্চয় স্বর্গের দেবী মর্ত্ত্যে গোবিন্দের নাম কীর্ত্তনে এসেছেন।

ভক্তগণ। হরিবোল! হরিবোল! এখন চল মিশ্রঠাকুরের বাড়ীতে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

শচী ও শ্রীবাসের প্রবেশ।

শচী। আমার চেয়ে দুঃখিনী আর কে আছে! আমার প্রাণ প্রিয়তম পুত্র বিশ্বরূপ আমাকে ত্যাগ করেছে—সে শেল এখনও বক্ষে আমূল বিদ্ধ হয়ে রয়েছে। তার উপর তিনি—অহো! তাঁর সকল জ্বালার অবসান হয়েচে! মহাপাপিনী আমি—এই সকল নরক যন্ত্রণা ভোগ করবার জন্যই বেঁচে রয়েছি! আর কতদিন—ভগবান, আর কতদিন দুঃখিনীকে এই যন্ত্রণা উপভোগ করতে হবে! বালক নিমাই আমার কর্ত্তার পিণ্ডদানের জন্য গয়াধামে যাত্রা করেছে! তবু তাকে দেখ্‌লে

এই দুঃখের ভিতর ক্ষণিক শান্তি পেতাম! তাও বাছা প্রায় একমাস হ'ল আমার চক্ষের অন্তরাল হয়েছে!

শ্রীবাস। ঠাকুরাণি! সকলই ভগবানের ইচ্ছা! এই দুঃসহ বিপদের মধ্যেও তাঁর মাঙ্গলিক লীলা প্রচ্ছন্ন ভাবে লুকায়িত রয়েছে! তোমার কোন চিন্তা নাই দেবী—এক গুর্ণধর পুত্র নিমাই তোমার বংশের উজ্জ্বল রত্ন! তা হতেই তোমার বংশগৌরব দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হবে! তুমি পুণ্যবতী যে পুত্র জঠরে ধারণ করেছ সেই তোমার সকল দুঃখের অবসান করে দিবে।

শচী। হে বৈষ্ণব চূড়ামণি! দুর্ভাগিনীর সুখ কি কখনও হয়? বিশ্বরূপ আমার সন্ন্যাসী হয়েচে! নিমাইকে দেখ্‌লে মনে হয়—কবে ঐ বালকও আমার গলায় ফাঁসি দিয়ে পালিয়ে যাবে! সেইজন্য আমি তাড়াতাড়ি নিমাইয়ের বিবাহ দিলুম,—ভাবলুম আজকালের ছেলে বিবাহ হলে সংসারপাটে মন বস্‌বে! কিন্তু তার সব বিপরীত দেখ্‌ছি; বধূমাতা আমার নামেও লক্ষ্মী—কর্ত্তব্যেও লক্ষ্মী। নিমাই বধূমাতার উপর যে দুর্ব্যবহার করে তা অসহ্য। বাছা আমার নিমাইয়ের কাছে গেলে নিমাই অকথ্যভাষায় গালি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। একদণ্ড বাছাকে আমার দেখ্‌তে পারে না। কেবল বলে—"মায়ের যেমন কাজ—কেবল আমার বাঁধন জড়িয়ে দেয়।" আহা, অবোধ বালিকা—কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আমার নিকট পালিয়ে আসে। দেখ, নিমু আমার বাড়ীতে এলে তাকে তোমরা একটু বুঝিয়ে বলো—বধূমাতার সঙ্গে সে যেন ভাল ব্যবহার করে।

দ্রুতপদে লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। মা—মা—

শচী! কেন লক্ষ্মী—মা আমার!

লক্ষ্মী। আমায় সাপে কামড়েচে!—আমার মাথা কেমন করচে আমি কথা কইতে পারচি না! মা—উঃ—কি যন্ত্রণা! প্রভু! কোথায় তুমি—না—রা—য়—ণ। উঃ—যাই—জ—ল। (মৃত্যু)

শচী। ভগবন্! ভগবন্! একি হ'ল। মা—চলে গেলি? স্বর্গের দেবী—মর্ত্ত্যে এসে—পাপ পৃথিবীর যন্ত্রণা এক মুহূর্ত্তও সহ্য করতে পারলিনা। উঃ! কি দুরদৃষ্ট আমার! এমন দগ্ধভাগ্য সংসারে আর হায় হয়? পুত্রহারা—স্বামীহারা পুত্রবধূ—তারও আজ সর্পদংশনে মৃত্যু। ধন্য ভগবন্! তোমাকে ধন্যবাদ! কত জন্মের মহাপাপে আমার এই শাস্তি। চক্ষের উপর এই বিভীষিকা দর্শন করতে হচ্ছে. শ্রীবাস! শ্রীবাস! আর নয়, আর কি সুখে সংসারে বাস করবো। তুমি এক কাজ কর, বধূমাতার সংকারের জন্য চিতা সজ্জিত কর। আমি আমার মায়ের সঙ্গে এক চিতায় প্রবেশ করে আমার সকল যন্ত্রণা উপশম করি। উঃ মা—মা—আমার— (মূর্চ্ছা)

শ্রীবাস। হায়, হায়, কি বিপদ! কে কোথায়—ছুটে এস—আজ জগন্নাথ মিশ্রের পুণ্য গৃহ শ্মশান হ'ল! নারায়ণ—নারায়ণ!

ভক্ত বৈষ্ণবগণের প্রবেশ।

বৈষ্ণবগণ। কি—কি হয়েচে ভাই, চীৎকার করছো কেন?

শ্রীবাস। আর কি হবে? মিশ্রের পুত্রবধূকে সর্পদংশন করেচে।

১ম বৈষ্ণব। আহা—তাই তো হে—সারা দেহটা যে নীলবর্ণ হয়ে গেছে।

২য় বৈষ্ণব। আর দেরী করে লাভ কি? চল বধূমাতার সংকারের আয়োজন করি। (লক্ষ্মীদেবীকে উত্তোলনোদ্যত)

শচী। না—না—বধূমাতাকে আমার নিয়ে যেও না। নিমাই আমা গয়া থেকে ফিরে এসে যখন বধূমাতার অন্বেষণ করবে—আমি তাকে কি বল্‌বো! নিয়ে যেও না—না—ও—মা—গো—

(পুনঃ মূর্চ্ছা)

১ম বৈষ্ণব। আহা! মিশ্রঘরণী বুঝি এবার পাগলিনী হলেন

শ্রীবাস। তুমি দেবীকে সান্ত্বনা কর, আমরা মায়ের সংকার করি গে

[লক্ষ্মীকে লইয়া ভক্তগণের প্রস্থান।

শচী। চলে গেছে! বৌমা—বৌমা—দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে যাবো—বৌমা—বৌমা—

[দ্রুত প্রস্থান।

শ্রীবাস। হায়—হায়—সর্ব্বনাশ হল।

[প্রস্থান

ঐক্যতান বাদন।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জগন্নাথ মিশ্রের অন্তঃপুর।

শচী, নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়া।

শচী। বাবা নিমু, বিশ্বরূপকে হারিয়ে অবধি আর তোকে যেন চোখের আড়াল ক'রতে ইচ্ছে হয় না। দুঃখিনীর সর্ব্বস্বধন অঞ্চলের নিধি, প্রাণ কানাই, তোর চাঁদমুখখানি দেখলে জগৎ-সংসার ভুল হয়ে যায়। সব শোক দূরে চ'লে যায়, তুইও আমাকে যেন বাবা ফাঁকি দিয়ে চ'লে যাস্‌নি। তাহ'লে আমি আর বাঁচব না। তোর ঐ প্রাণ জুড়ান মুখখানি অভাগীর জীবনের একমাত্র সম্বল।

নিমাই। মা তোমাকে ছেড়ে আমিও কি মুহূর্ত্তক্ষণ থাকতে পারি? তোমার ঐ পাদু'খানি যে আমার সাধনা—কামনা—আমার শান্তি-সুখ। (ঈষৎহাস্যে) তবে কি জান জননী, যদি আমি কোন কার্য্য উপলক্ষে দূরদেশে যাই, তবুও আমার মন প'ড়ে থাকবে তোমার ঐ পবিত্র চরণ দুটিতে, যখনি আমাকে ডাকবে তখনি নন্দের দুলালের মত ছুটে এসে তোমার পদতলে ব'সব। তাহ'লে ত আর আমার অভাব তোমাকে বুঝতে হবে না। কেমন মা?

শচী। (গম্ভীরভাবে) দেখ, নিমু, তোদিগে দেখলেই ভয় হয়, বুঝি কখন কোন্ সর্ব্বনাশ ক'রে পালিয়ে যাবি। বিয়ে থা ক'রছিস, সংসারী হ, আমি নয়ন সার্থক ক'রে শেষে একটু শান্তিতে মরি, আমি বেঁচে

থাক্তে থাক্তে যেন আর শোক জ্বালায় পুড়তে না হয়। দয়াময় শ্রীগোবিন্দ ! (অঞ্চলে চক্ষুজল মোচন)

নিমাই। আমারে রাখিবে বেঁধে—মাতৃত্বের
নিবিড় নিগড়ে; কে আমি, কে আমি,
ভাবি আকুল পরাণ, মনে পড়ে, মনে পড়ে
অতীতের সুখময় বাণী, সেই যশোদা দুলাল,
বৃন্দাবন কেলিকুঞ্জ, গোপিকা বিলাস—
সব তেয়াগিয়া—গেল চলি শ্রীরাধারমণ
মথুরার রাজ-সিংহাসনে, বাধা না মানিল
প্রাণ ফেলি, প্রাণ সঁপে দিল,
কর্ত্তব্যের কঠোর-নিদেশে।
কাঁদে মাতা যশোমতী, কাঁদে নন্দপিতা,
কাঁদে সখী-সখাগণ, কাঁদে ধেনুকুল,
কি করিব কর্ত্তব্যের কঠোর আহ্বান,
যেতে হবে সব তেয়াগিয়া,
যেতে হবে জীবের উদ্ধারে।
হবে সেই ক্রন্দনের ঋণশোধ
একাধারে দুঁহু তনু লয়ে যাব—যাব।
দাঁড়াও জগৎ, মাতাইব তোমা কৃষ্ণপ্রেমে,
নদীয়া নগর হ'তে প্রেমস্রোতে প্লাবিবে ভারত।
এস কৃষ্ণ প্রাণারাম, শ্রীরাধাবল্লভ, কৈ নাথ,
দেরি নাহি সহে, আর না পারি চাপিতে হৃদে
বিরহের সুতীব্র অনল।

(সহসা সম্মুখে শ্রীনিত্যানন্দের চন্দনচর্চ্চিত দিগম্বর বেশ হেরিয়া)

এস সখা, এস মোর রাধিকার প্রাণশক্তি তুমি,

এস, এস বিদেশী সন্ন্যাসী, এস মোর অন্তরের নিধি,

এসেছ মধুর সাজে, চন্দনচর্চ্চিত বপু, বেশ দিগম্বর ;

নয়নে পলক নাই, হারায়েছ বাহ্য যে সম্বিদ্!

কৃষ্ণপ্রেমে পরিপূর্ণ তনু, তোমা ল'য়ে যাব দ্বারে দ্বারে,

দীন-হীন কাঙ্গালের বেশে, মাতাইব, প্রেমের কাঙাল,

মাতাইব দীনা এ বসুধা,

মিটাইব হৃদয়ের অফুরন্ত ক্ষুধা।

(ভাব সম্বরণ পূর্ব্বক) ওরে দুলাল, ও নিতাই, চেয়ে দেখ, দাদা তোমার কাপড় কোথায় ? কাপড় পরিয়ে দিই এস ভাই। (কাপড় পরাইয়া দিলেন)

শচী। বাবা নিমুরে, আজ নিতাই এর কি হ'ল? বাছাকেও দেখ্‌লে আমি মনে করি যেন 'গৌরনিতাই' দুটী ভাই। আয় বাপ্‌ নিতাই, বড়ই আক্লান্ত হ'য়েছিস—ব'স্—একটু বিশ্রাম ক'রে জল খা।

নিমাই। ভাই নিতাই আমার, আর যে প্রাণে বিরহ সহ্য হচ্চে না। আর যে পারি না, যাও তুমি আজই হরিদাস সহযোগে নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ কর। নবদ্বীপ মাতিয়ে দাও—কৃষ্ণপ্রেমের তরঙ্গ নদীয়া আকুল ক'রে দিক্।

নিতাই। যে আজ্ঞা প্রভু, আজিই আমি আপনার ইচ্ছা পূরণে বহির্গত হব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

হরিদাস ও নিত্যানন্দ গীত গাহিতেছিলেন।

গীত

হরিনাম সার, অসার সংসার হরি হরি বল নিশিদিন।
দিন গোঙইলি, ফিরে না চাহিলি, শেষে তোর হ'লরে সুদিন।
অসার ভবার্ণব রঙ্গে, মাতিলি (মন) বিষ তরঙ্গে,
রঙ্গে ভঙ্গে গেল বেলা জীবন যবনিকা হলরে পতন।
রাধাকৃষ্ণ নাম রত্ন রে ছাড়িয়ে হরিনাম সুধাসিন্ধু পাসরিয়ে,
বিষয় বিষভাণ্ডে, মজিলি প্রকাণ্ডে, ভজিলি অনিত্য কামিনী কাঞ্চন॥
(এই সংসার রসে মজে (মন) কি ফল পাইলি বাজে কাজে)
(তুই) কর্ম্মবিপাকে পড়ে কাচে কিনিলি হারায়ে রতন॥
রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ, (বলি) এবে পারে কর ছিন্ন,
(দেখ) সাগর পরের যাত্রী হ'য়ে গোষ্পদ জলে না যায়রে জীবন।
বিষম কলি যুগে নামমাত্র সার, প্রচারেন শ্রীগুরু হ'য়ে অবতার,
বল রাধাকৃষ্ণ ভজ রাধাকৃষ্ণ ঘুচিবে যদি রে ভবেরি বন্ধন।

চারিজন বৈষ্ণবের প্রবেশ।

১ম বৈষ্ণব। কে ঐ মহাত্মা দু'জন! নামে অন্তরে সুধাধারা বর্ষিত হচ্চে। অনুমান করি কোন ঐশীশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ।

২য় বৈষ্ণব। আহা হা মরি মরি! এ নবীন বয়সে এমন সুধার আধার হরিনাম কোথায় পেয়েছ মহাপুরুষ। যেমন দিব্য তপ্তকাঞ্চন-কান্তি, তেমনি সুললিত ঠাম। যেমন হরিনাম-স্বর লহরী তেমনি সুমধুর ভাবাবেশ—আজ কি ভাগ্যোদয়! মুরারি! বল বল দয়াময়, বল বল নদীয়ার পথে পথে অকাতরে কোন্ উদ্দেশ্যে নাম প্রচার করা হ'চ্চে?

৩য় বৈষ্ণব। ভাই, আয়, আর বাক্য ব্যয়ে কাজ নাই। সবাই মিলে এঁদের চরণে পতিত হ'য়ে মধুর কৃষ্ণনাম গাইতে গাইতে নবদ্বীপ ভ্রমণ ক'রে বেড়াই। আজ বড় সুদিন, বড় সুদিন। অন্তরে আনন্দতরঙ্গ বহে যাচ্চে। শরীর নামরসে পুলকিত হ'চ্চে। এমন সুমধুর কীর্ত্তন ত জীবনে আর শুনি নাই! আজ নবদ্বীপে স্বর্গের শোভা! চাঁদের মেলা বসেছে, কে কোথায় আছ, নাগরিকগণ আপন ভুলে আজ হরিনামের কূলে কুল দিবে ত ছুটে এস।

৪র্থ বৈষ্ণব। ভাই সব, আয় সবাই মিলে এই বেলায় নামে মেতে যাই! পাদুখানা যেন তালে তালে নেচে উঠ্‌ছে, মুখ থেকে যেন নাম আপনা হতে বেরিয়ে আসছে! ধন্য রে নামের মহিমা! এতদিন জপমালায় নাম জপে ত এমন নামাস্বাদ পাইনি। মহাপুরুষপ্রবর! ধন্য তোমাদের নামদান, ধন্য কন্দর্পতুল্য স্বরূপ, ধন্য লীলা।

[অন্যান্য নাগরিকগণের যোগদান]

গীত

এমন পাগলকরা রাধাকৃষ্ণের নাম আনিল কে—
নামে পাপী তাপী যোগী ভোগী সবাই মেতেছে—

নামে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবশক্তি পাগল হ'য়েছে—
(ও নাম রে, রাধাকৃষ্ণের মধুর নাম রে)
ঐ নাম মন্ত্রে গুরুদত্তে আমায় অন্ধ ক'রেছে।
ও নাম হৃদয় দুয়ার খুলে অন্তর বিদ্ধ ক'রেছে—
নামে আঁখির জলে, ভাবের বলে ভুবন মেতেছে
(বল জয় রাধাকৃষ্ণ জয় রাধাকৃষ্ণ জয় রাধাকৃষ্ণ জয় রাধে
এ নামের বলিহারি আর বল্‌তেও হারি—
(বল রাধাকৃষ্ণ হ'রে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—
বল হরে রাম হরে রাম রাম হরে হরে)

দূরে জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ।

জগাই। আজিই এর একটা বিধান ক'র্‌তে হলরে মাধা, বেটারা অবার সেই কেলেঙ্কারীর সূত্রপাত আরম্ভ ক'রেছে। বাবা নেড়া ভেড়ার দল এই হাতদুখানার কাছে সব চুরমার হ'য়ে যাবে আজ।

মাধাই। ওরে জগন্নাথ, শোন্ শোন্ শোন্, হাসিও পায় আর দুঃখও ধরে, আজ নাকি দুশালা বৈরেগী হরিনাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে বেরিয়েছে ঐ শোন্ ঐ শোন্—শালাদের নাদুস্ নুদুস্ টুক্‌টুকে চেহারা বেশ করে আজ পা জাতে হবে কিন্তু। শালাদের হিম্মত কি সহজ! জগন্নাথ মাধব দুই ভ্রাতঃ থাকতে ব্যাভিচার কর্ব্বে প্রেকাশ্য রাজপথে?

জগাই। আয় এই সময় একটু ক'রে মাল টেনে রক্তটা গরম ক'রে লিই তারপর বের হওয়া যাবে। কেমন রে—

মাধাই। তা আর ব'লতে, বাবা! আয়—বোতল নিয়ে আয়

জগা। (উভয়ের মদ্যপান।

জগাই। না বাবা, বৈরেগী টৈরেগী ঠেঙাতে হ'বে আরও একটু চাই! (পুনঃ পান)—হ্যাঁ এবার ঠিক মৌতাত লেগেছে। চল্ চল্—

মাধাই। উঃ কি অসহ্য লাগ্‌ছে কীর্ত্তনটা—ইচ্ছে হয় শালাদিকে সব খুন্ করে সাবাড় করি।

জগাই। চল্ চল্ এক একটা বৈরেগীর রক্তপাত, আর আমাদের শত জন্মের পাপক্ষয়। মার লাথি, কিল, লাঠি! কাট টিকি, ছেঁড় মালা।

মাধাই। পাঠাও শালাদিগে যমের চালা! চাই বৈরেগীর মুণ্ডচ্ছেদ! চল্, চল্, চল্।

জগাই। মার্, মার্, মার্, দে খোল ভেঙ্গে, দে টিকি কেটে, দে পেটে লাথি শালাদের।

[জগাই ও মাধাই কর্ত্তৃক বৈষ্ণবগণকে প্রহার, বৈষ্ণবগণের পলায়ন, কীর্ত্তন ভঙ্গ]

নিত্যা। একি, একি হেরি আচম্বিতে একি বিভীষিকা.
হরিদাস! কালসম কে ওরা পাষণ্ড?
করে দণ্ড লয়ে,
ভক্ত অঙ্গে করে যে আঘাত?
বহে তাহে রুধিরের ধারা।
ত্রস্ত হ'য়ে প্রাণ লয়ে করে তারা পলায়ন।
নিমাইয়ের এই কি আদেশ, ফলে হ'ল এবে
বৈষ্ণব প্রহৃত? নিমায়ের প্রেমরাজ্যে এই কি বিচার?

না সহিতে পারি এই নিদারুণ জ্বালা বাণ সম হৃদে
লাগে ভক্ত অঙ্গে আঘাত প্রচণ্ড!
চল ফিরে অতি ত্বরা, আসিতেছে শমন-কিঙ্কর
নতুবা এ স্থানে হবে দিতে জীবন আহুতি।

হরিদাস। চল ফিরি যথা আজ্ঞা দেব।

[উভয়ের দ্রুতগতিতে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মিশ্রের বহির্ব্বাটী।

নিমাই, নিত্যানন্দ ও হরিদাস।

নিত্যানন্দ। ধন্য তোমার নামপ্রচার। শেষে নাম প্রচার ক'র্‌তে গিয়ে পাষণ্ড জগাই-মাধাই হস্তে প্রাণ দিতে হ'য়েছিল আর কি!

হরিদাস। প্রভু, আপনার মহৎ উদ্দেশ্য কে বুঝতে পারে নাথ! নামপ্রচার ক'রতে বহির্গত হ'লাম কিন্তু পথের মাঝখানে পড়ে প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌বার মত হ'ল। যত পলায়ন করি, ততই দুর্ব্বৃত্তগণ পশ্চাদনুসরণ ক'রতে লাগ্‌ল। ও বাবা! কি পৈশাচিক দৃশ্য, কি অত্যদ্ভুত ব্যাপার!

নিমাই। কৈ, কৈ সে দুর্ব্বৃত্তগণ, আন আন তাদের ধরে আন, চক্রে খণ্ড খণ্ড করে তাদিগে কর্ত্তন ক'র্‌ব। নামপ্রচারে বিঘ্নদান? নবদ্বীপে পাষণ্ডের অত্যাচার? কৈ কোথা চক্রী, লও তোমার চক্র! চক্র দিয়ে তাদিগে খণ্ড বিখণ্ড ক'রে ফেল! কৈ তারা সম্মুখে এল না!

(ভ্রূকুটি প্রদর্শন)

সুধাময় নামে বিঘ্ন দেয়,
হেন কে পাষণ্ডদ্বয়,
দেহ পরিচয়, আজি যাব সাঙ্গোপাঙ্গো।

লয়ে নবদ্বীপ পথে পথে কৃষ্ণনাম গানে।
সাজিব কীর্ত্তন সাজে, সঙ্গে লব নিত্যানন্দ,
গদাধর, শ্রীবাসপণ্ডিত; বহুভক্ত কীর্ত্তনীয়া
সাথে, গাহিব হরিনাম, গাহিব সঙ্গীত
প্রাণে প্রাণে বহাইব পুলক হিল্লোল
ছুটিবে আনন্দ বন্যা মাতিবে সুজন।
দুর্জ্জনের পাপরাশি পলাইবে দূরে,
কেহ নাহি রবে পাপী, তাপী. পাষণ্ড দলন হবে,
পাপী হবে কৃষ্ণভক্ত,
কলিগণ পলাইবে সুদূর প্রদেশে।
নামদানে জন্ম মম, অযোনিজ হ'য়ে,
পাপির মুক্তির লাগি, তাপীর উদ্ধারে।
সেই নাম বিলাইব, সংকীর্ত্তনে মাতি,
কেহ নাহি হবে রে বঞ্চিত ;
কর কর আজি আয়োজন।
যাব ল'য়ে নিত্যানন্দ নামের প্রচারে।

নিত্যানন্দ। আচ্ছা তাই হ'বে। আজ অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধরকে লয়ে প্রভু সংকীর্ত্তন রঙ্গে বাহির হবেন। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। আমি ত তোমারই আশ্রিত প্রভু !

হরিদাস। আজ জগাই-মাধাই উদ্ধারের উপযুক্ত সময় উপস্থিত। প্রভুর কথার ভাবে বোঝা যাচ্চে, জগাই-মাধাই আজ উদ্ধার হবে। কি আনন্দের দিন, কি আনন্দের দিন, প্রভু আজ পাষণ্ডকে উদ্ধার ক'রতে

পাষাণের বক্ষ ভেদ ক'রে সুধাধারা প্রবাহিত ক'র্‌তে নবদ্বীপের পথে বহির্গত হবেন ; এস, এস, এস ভক্তগণ, এস গৃহী, যতী, ভিক্ষু, আজ এ আনন্দে যোগদান ক'রে জীবন সফল ক'র্‌বে চল।

নিমাই। যাও আজ ভক্তগণকে তোমরা সংবাদ দাওগে যেন তারা মধ্যাহ্নে বিভিন্ন দলে সজ্জিত হ'য়ে নগরকীর্ত্তনে বহির্গত হয়। আমি আজ ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনে নৃত্য ক'র্‌ব।

নিত্যানন্দ ও হরিদাস। যে আজ্ঞা প্রভু!

[প্রস্থান।

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। এ সংসার যদি এমনটী হ'ত—চাঁদ, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র আলো—আকাশ—বাতাস—সব প্রভুর নাম গান ক'রে প্রভুপ্রেমে পাগল হ'য়ে যেত, প্রভুর মোহন মূর্ত্তি ভাব্‌তে ভাব্‌তে প্রভুর পরশে প্রভুর মত কাঞ্চনে রঙে যেত' তাহ'লে বিষ্ণুপ্রিয়ার কত সুখ হ'ত। যে দিকে যেতাম, দেখ্‌তাম আমার প্রাণকান্ত, যেরূপ হেরতাম দেখ্‌তাম আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব! যে গান হ'ত—শুনতাম গানের ছন্দে ছন্দে, রেশে রেশে, আমার হৃদয়বল্লভ নৃত্য করে আমাকে আলিঙ্গন ক'র্‌ছেন। কিন্তু হায়, কেন মাঝে মাঝে মনে জেগে উঠে—ঐ আমার প্রভু চ'লে গেলেন' ঐ প্রাণারাম কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ধূলি ধূসরিত অঙ্গে হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ ব'লে পথে পথে ছুটেছেন, তাঁর রাঙা পাদুখানি ক্ষত হয়ে কত রক্ত পড়ছে, সোনার অঙ্গে কত আঘাত লাগ্‌ছে—অম্‌নি ক'রে স্বপ্ন দেখি,

কেঁদে কেঁদে উঠি। রাত্রিতে যখন স্বপ্ন দেখি, তখন ভয়ে প্রভুকে আলিঙ্গন ক'রে জেগে উঠি, তখন আমার আনন্দও হ'য়, আমি কত ভাগ্যবতী! মিশ্রবংশে রূপে গুণে, ধর্ম্মে, জ্ঞানে, বলে, বিক্রমে নারায়ণ যিনি, আমি তাঁর অঙ্কশায়িনী। কিন্তু কি জানি তবু মন মানে না, বুকখানা দুরু দুরু কেঁপে উঠে, পাদুখানা থর্ থর্ ক'রে কেঁপে অবশ হ'য়ে যায়—তখন মনে হয় আকাশের সব উজ্জ্বল তারাগুলি খসে প'ড়েছে, বাতাসে কে যেন আগুনের জ্বালা ঢেলে দিলে, জ্যোছনায় কে যেন বিষ সঞ্চার করে দিলে।

নিমাই। প্রিয়তমে, আজ কেন মুখখানি তোমার এত গম্ভীর! কি ভাবছ বিষ্ণুপ্রিয়া?

বিষ্ণুপ্রিয়া। না কিছু না, মা বল্লেন, বেলা অধিক হচ্চে, শীগ্‌গির করে স্নানাহ্নিক সেরে নিতে, রান্না হ'য়ে গেছে।

নিমাই। যাই; কিন্তু প্রিয়া, আমায় কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন ক'র্‌বার জন্য একবার নবদ্বীপ ছেড়ে যেতে হ'বে, তুমি আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বে ত! দেখো, যেন কেঁদ না, তা হ'লে আমারও কাজ নষ্ট হবে, কত লোক আমার কুযশ গাইবে, আর তোমাকেও সাধ্বি, অনেক ব্যথা পেতে হ'বে। (বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকাইয়া হাস্য)

বিষ্ণুপ্রিয়া। (জলভারাক্রান্ত চক্ষে) না, আমি থাকৃতে পারব না। না, না, আপনি ঘরে বসে সব কাজ করুন না। আপনার আবার কাজ কি? আমি মাকে বলে আপনার যাওয়া বন্ধ ক'রছি! একান্ত যদি যাবেন, আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

নিমাই। তাও কি হয়, তুমি স্ত্রীলোক, তায় রূপ যৌবন সম্পন্না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেন, যখন সাক্ষাৎ ভগবান্ সঙ্গে থাক্‌বেন, তখন কা

সাধ্য আমাকে অপমান করে। যে ভাগ্যবতী এমন ত্রিতাপভয়হারী স্বামীরত্ন লাভ করেছে, এ ভুবনে তার ভয় কি ?

নিমাই। যার এত মনের বল, সে তার স্বামীকে ত্যাগ ক'রে সংযমে জীবন কাটাতে পারবে না ? (মৃদুহাস্য)

বিষ্ণুপ্রিয়া। কে কোথায় দেখেছে জগতে,

স্বামীর বিরহ ব্যথা অকাতরে সহে নারী।

জানি আমি

পতিব্রতা পুণ্য সীতা কথা,

জানি আমি দময়ন্তী শকুন্তলা গীতি,

কোন্ ইতিহাসে, কি পুরাণে লিখিয়াছে,

রমণী জীবন যাপে,

অকাতরে হৃদি ব্যথা দূর ক'রে দেয়

স্বামী পদহারা হ'য়ে।

জানি আমি, শুনিয়াছি গুরুজন মুখে,

নারীই স্বামীর হয় অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী

দেখ সাক্ষী অর্দ্ধনারীশ্বর হরগৌরী পটে।

কে কোথায় হেন যুক্তি লয় মনে,

আপন অর্দ্ধাঙ্গ কাটি, অপর অর্দ্ধাঙ্গ ল'য়ে

পারে গো যুঝিতে লোকে

বিরাট মহান্ এই প্রকৃতিরক্ষেত্রে।

শুনিয়াছি শ্রীমতীর পুণ্য কথা

পুণ্য পদ্মমুখে তব,

বলেছিল শ্রীগোবিন্দ, হাস্য পরিহাসে—
রে দেবী ! শ্রীমাধব-জীবনরূপিণি !
কহ শুনি, প্রতি অঙ্গে, রোমকূপে,
হৃদে, গাত্রে, শীর্ষে তব কোটি কৃষ্ণ
রাজে, তবে কোন্ যুক্তি লাগি
বল কান্তা, চাই মোর এ দেহ-মিলন।
তদুত্তরে বলেছিলা
শ্রীরাধা সুন্দরী, জানি দেব
প্রতি রোমকূপে মম, কোটি কৃষ্ণ
রাজে, তথাপিও চাহি আমি
ঐ রূপ, ঐ দেহ, ঐ কম কামরূপ জিনি
শ্রীকৃষ্ণের শ্রীক্ষেত্র বিগ্রহ—
চাহি ঘন আলিঙ্গন, নতুবা রাধিকাপ্রাণ
যাবে উড়ে দেহকারা হ'তে। নতুবা
অসার কুঞ্জ, ফুল ফল-লতা গৃহ,
এ বিলাস, এ সাজ পদ্ধতি, নন্দপুর
হবে অন্ধকার, সব হবে শবাকার।
তবে মতিমন্, কোন্ যুক্তিবলে তুমি
রাখিবে নিজেরে দূরে, আমারে বঞ্চিয়া
তব শ্রীপাদ সেবনে ?

নিমাই। সব বুঝি দেবি ! জানি তুমি
আমারই অভীষ্ট সঙ্গিনীর রূপে,

কিন্তু মনে নাই সে প্রতিজ্ঞা,
সামান্য নারীর বেশে, কেন
ছল ধর ? মনে পড়ে গোলকেতে
প্রতিজ্ঞা তোমার লবে বিষ্ণুপ্রিয়া রূপ,—
কিন্তু তোমা যাপিতে হইবে, দেবী,
সংযমীর মত, সারাটি জীবন ভরি।
আমি যাব লোকশিক্ষা হেতু,
কাঙালের বেশে; দেশে দেশে
পথে পথে, প্রেম প্রচারিতে।
তুমি রবে গৃহপুরে ত্যাগে দধীচীর মত,
নারীগণে শিক্ষা দিতে. স্বামীহীনা
কেমনে জীবন বাঁধে সংযমের সাথে।
কেমনে ত্যাগের মন্ত্র প্রচারেন নারী
হয়ে গুরু, অবতার, মহাশক্তিরূপা।
মনে রেখ, আমি বাঁধা তোমার নিগড়ে,
তবে প্রেমে লো সুন্দরী।
প্রেম গুরু মোর, চিরদিন প্রেমভক্ত তব;
দুদিনের খেলা খেলি প্রেম অবতার,
আবার মিলিব দুঁহু যুগল বিগ্রহ,
ভক্তগণ হৃদি বৃন্দাবনে। দেখুক জগৎ,
জগতের শিক্ষা এ মোদের
অভিনয় লীলা !
বুঝিয়াছ শ্রীগোবিন্দ-প্রাণা ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। যা আদেশ করেন দেব, আমি তাতেই সম্মতা। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করুন, যখন যে দেশেই থাকুন আমি স্মরণ ক'রলেই ওই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আমায় দেখা দিবেন।

নিমাই। বাঁধা আমি তোমারই প্রেমে,
মুগ্ধ আমি তোমারই ধ্যানে,
নাহি জানি তোমা ভিন্ন হে আদ্যাশক্তি।
তব ইচ্ছা হইবে পূরণ,
এত নহে আশ্চর্য্য বারতা।
কথা রঙ্গে, হইয়াছে প্রথম প্রহর গত,
চল যাই স্নানাহ্নিক সারি,
আজ ভক্তসঙ্গে বাহিরিব নগর কীর্ত্তনে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

মিশ্রগৃহের নিকটবর্ত্তী পথ।

শ্রীবাস, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, ভক্তগণের প্রবেশ।

গীত

একবার দয়াল শ্রীমাধবের বেশে
তোমায় আসতে হবে হে।
নৈলে এ সংসারে বিষপুরে, কে অমৃত ল'য়ে,
তোমা-গত প্রাণে বাঁচাবে
(ওহে ও দয়াময় ভক্তসখা, ওহে ও কাঙালের ঠাকুর)
তোমার আসন হৃদয় কমল, প্রেম ভক্তিভাবে করে ঝলমল,
এস এস সখা, কান্ত নিরমল, এস শ্রীরাধারে লয়ে বামে।
(ওহে ও রাধারমণ ওহে ও নবনীরদবরণ)
তোমার আশায় কতসাধুজন, দিবানিশি অশ্রু করে বরিষণ,
পাপ তাপ ভাবে আকুল পরাণ, পাপীতাপীকে উদ্ধারিবে
(এস ওহে আমার পাপহরণ, দীনশরণ বাঞ্ছাকল্পতরুবর)
কৃষ্ণনাম মধু, রাধা নামামৃত, করি পান মোরা হইব উন্মত্ত,
ভবব্যাধি নাশি দিতে মুক্তিপূত, যাব ভেসে জীব অমিয় সাগরে॥
(ওহে শ্রীকান্ত প্রাণকান্ত, ওহে ও ভক্ত-অন্ত-জীবন)

বেগে নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। চল, চল, সখাগণ, দেরী নাহি
সহে আর, প্রাণ মোর ব্যাকুলিয়া উঠে
কৃষ্ণনামে, হৃদয়ের প্রতিতন্ত্রী করে
উল্লম্ফন, প্রতি রোমকূপ আনন্দেতে
হয় পুলকিত, মরি কিবা নামের
মহিমা, বল কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ,
কৃষ্ণনাম সার। কৃষ্ণ জীব করিবে উদ্ধার।
গাহ আজ উদাত্ত সঙ্গীত! কর নৃত্য
গীত, ধ্বনিত হউক, বোম্, উঠুক
আনন্দ নাদ—ওম্ ওম্ ওম্।

(সমাধিস্থ হওন)

(ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন)

(সমাধি ভঙ্গে) কোথা কৃষ্ণ, মায়াময় কেন গো বিরূপ,
চল চল, উদ্ধারিবে পাপীতাপী জন।
মাতিবে নদীয়া প্রেমে' ভারতের এক প্রান্ত
হ'তে সে প্রেমের তরঙ্গ হিল্লোলে মাতিয়া
উঠিবে অন্য দিক্—না রহিবে পাষণ্ড পামর
সব হবে কৃষ্ণভক্ত, বৈষ্ণব সজ্জন।

(কীর্ত্তন সহ নৃত্য করিতে করিতে ভক্তগণসহ নিমাইয়ের রাজপথে অগ্রসর হওন।)

পঞ্চম দৃশ্য

জগা'য়ের বৈঠকখানা।

জগাই, মাধাই, ও মেঘমালী আসীন।

মেঘমালী। সত্যি বল্‌ছি জগা, পার্ব্বতীকে আমি কত প্রাণ দিয়ে ভালবাসতাম, কিন্তু সে যে কি নামমন্ত্র পেলে যে সে সব ভালবাসার আকর্ষণ ঐ কুহক যাদুমন্ত্রে ভুলে গেল। আমার প্রাণটায় মস্ত একটা দাগ রেখে গেল। পার্‌লাম না, ছুঁড়িকে ধরে রাখ্‌তে পার্‌লাম না। ও বাবা, কি তেজ, একটা ভ্রষ্টামাগীর এত তেজ কোথা ছিল রে! এই যে হাত দুখানা দেখ্‌ছিস, যাতে কত লোককে অম্লানবদনে যমপুরে পাঠিয়েছি, কত স্ত্রীলোকের সতীত্বরত্ন নষ্ট ক'রেছি, কত ধন লুণ্ঠন করেছি, কত কোটী কোটি পাপ করেছি, সে হাতদুটো আর উঠ্‌ল না! পার্ব্বতীর কি তেজ, কি শক্তি, কি বিক্রম। যদি দেখ্‌তিস, অবাক্ হ'য়ে যেতিস্—কিন্তু কেন মনটা বিগ্‌ড়ে গেল বাবা, পার্ব্বতী ক'রে পাগল হয়ে যাব নাকি? ঐ নয়, ঐ নয়, ঐ এক একটা দমকা বাতাস প্রাণটাকে হু হু করে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে—বল্‌ছে, পার্ব্বতী আজ অনেক উচ্চে উঠেছে—পাপী অধম নারকী, অনন্ত অন্ধকূপে ডুবে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে তুই থাক। পড়ে রইলাম—না, না, পার্ব্বতী তোমার মুখখানি ভুলে থাকৃতে পারবনা, আমি যাব,

যাব, দাঁড়াও। পার্‌ব না—পার্‌ব না এই নিষ্ঠুর পাথরের মত হৃদয়ে তোমার অনাবিল মাধুর্য্য একটু ঢেলে দাও, আমি তোমায় বড় ভালবাসি। আমিও তোমার মত হরিনামে পাগল হ'ব, তাতে অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। তাতেই আমার তৃপ্তি। আমাকে উদ্ধার করতে হবে না, কেবলমাত্র তোমার সঙ্গী করে নাও! কে তোরা, যমদূত! আমাকে বাধা দিচ্ছিস্? কে তোরা কলির বাহন! হাঃ—হাঃ—হাঃ—আমি মেঘমালী নই, পার্ব্বতীর প্রেমিক। ছেড়ে দে, ধরিস্ না! আমার পার্ব্বতী যে নামে মেতেছে—আমিও সেই নামে মাতবো! হরিনাম কর্‌ব, তাতে তোদের কি? আমি প্রাণের পার্ব্বতীকে ছেড়ে থাক্‌তে পারব না। যদি না ছাড়িস্, দেখ্‌বি—দেখবি মজা দেখবি? (নিজের গলা নিজে টিপিয়া ধরিল)

জগাই। (হাত ছাড়াইয়া) সদ্দার, কর কি? বাবা! এস কত বষ্টুমী জুটিয়ে দোব, ভাবনা কি। এস বাবা ধান্যেশ্বরীর ধ্যান করা যাক্, পার্ব্বতী ত ছার, স্বর্গের অপ্সরী ধরে দোব চাঁদ! এস মৌতাত চড়াই!

মেঘমালী। না, ছাড় জগা! যাব খুঁজবো—নবদ্বীপ সহরের প্রতি দোরে দোরে খুঁজবো, আমার পার্ব্বতীকে কে নিয়ে গেল। আমি তাকে চাই, ভিক্ষে করে দিন কাটাব, যদি তাকে পাই। আমি সব সইব, সব ছাড়ব—কিন্তু তাকে ভুলতে পারব না? চাই চাই—পার্ব্বতীকে চাই?

[বেগে প্রস্থান।

মাধাই। আরে জগা, তুই শালা যেমন বোকা ও শালা তার উপর বোকা। থুবড়ী শালীর জন্যে শালা পাগলা হ'ল! যেতে দাও বাবা,

এস তুই শালা ভেয়ে, মিলেমিশে মদ চড়াই! ঢাল, ঢাল, ঢাল, খালাও খালাও, বাবা। চাই ফূর্ত্তি।

জগাই। দে, দে, বাবা যাই। মজাই, মজাই, কুল মজাই। প্রাণ সাপাই। মেয়ে মানুষ নাচাই! চলুক—চলুক।

(অদূরে কীর্ত্তনের শব্দ)

মাধাই। আরে আজ আবার কাণের কাছে কানাইএর বাসা হ'ল! সেদিন, ও দিন, দুদিন ধ'রে সাবধান ক'রে দিলুম বাবা, তাতেও শান্‌ল না। আজ হেস্ত নেস্ত! চল, চল, বৈরিগী দিগে আজ আড়ে পাস্তালে—কেমন? শুন্‌ছিস্ কি মিশ্রীর ব্যাটা খিঙ্গী, আর একটা ডবগা ইয়ার মিলে হরি হরি বোল ধ'রেছে—থু—থু—ফার, ফরি বোল—শ্যালা (মদ পাত্র-হস্তে ভঙ্গি করণ)

জগা। ম্যার, ম্যার, উঁহু—উঁহু! (রোষ কষায়িত চক্ষে) দেখ্‌বে, আমাদের গণ্ডীর ভিতর বে-আল্লা গিরি। হুঁসিয়ার বাবা, আজ দাঁও! আজ শেষ ক'রব।

(বেগে কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের মধ্যে উভয়ের গমন ও ভক্তগণকে প্রহার)

জগাই। ফের শালারা—কাজির রাজ্যে বোষ্টুমের বে—আল্লা বাত চোরা হাড়হাবাতে, চিম্‌সে ভিখেরা, দেখ্‌বি, ছাড়্ ছাড়্। ছাড় ফরিফরি, গরি হরি, দে ফেলে বোঁচ্‌কা—আয় সাফ্ কালীর ভক্ত হ'য়ে মদ খা—দেখ্‌বি প্রাণে ফূর্ত্তি।

মুরারী। (হুঙ্কার সহকারে) কি এত স্পর্দ্ধা!

হিতাহিত জ্ঞানহীন পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন,

বৈষ্ণবের হরিনামে কর বাধা দান,
আরে রে অজ্ঞান নাহি ভয় প্রাণে!
দিব সমুচিত প্রতিফল—
এই দণ্ডে যাবি যমালয়!
নিস্তার নাহিক কারো
শেষ দিন আজি রে তোদের!
আরে রে পাষণ্ড—

নিত্যানন্দ। কর কি, কর কি গুপ্ত!
জগাই মাধাই মোর জীবন-জীবন।
প্রতি অঙ্গে উহাদের মম অঙ্গরাজে,
প্রতিঘাতে মম অঙ্গ হইবে চূর্ণিত।
হের ক্ষণকাল পরে, নিতাইয়ের
অভিন্ন সুহৃৎ, ওই জগাই মাধাই
জগত মাঝারে, কেবা কার মিত্র
কেবা শত্রু ভাব, সকলেরই অন্তমধ্যে,
রাজে এক মহাপ্রেম, এক আত্মা,
সুনির্ম্মল, দিব্যজ্যোতি ঘেরা।
বিষ্ঠা-কৃমি হ'তে ব্রহ্মা-মহেশ্বর,
বিষ্ণুভক্ত দেখিবে অভেদ।
মিছা দম্ভযোগে হের বিপরীত,
সত্ত্বস্পর্শে, সূর্য্যোদয়ে ধ্বান্তরাশি সম,
হইবে বিলীন যত মদ-মোহরাজি।

ভাতিবে নির্ম্মল প্রেম, পরাণ উথলি।
পাপীরে তুলিয়া লহ কল্যাণের কোলে,
বৈষ্ণবের এই ত বিধান!

জগাই। কি এবার খোসামোদ, তুই শালা আমার চেয়ে পণ্ডিত তোরশ্রাদ্ধ পাকাই দেখ—(সজোরে পথপতিত কলসীকাণা নিক্ষেপ)

(কলসীকাণা নিতাইয়ের মস্তকে পতিত হওন, নিত্যানন্দের শির কাটিয়া রক্তপাত, সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাক্ত।)

নিত্যানন্দ। নাচ গাও, নাচ গাও,
ডাক নিমাইয়েরে,
দেখ ভক্ত মোর দিলা উপহার,
দ্বিগুণ উৎসাহে কর হরিনাম,
হইও না বাম,
করিও না ক্রোধের সূচনা—
আজ নিত্যানন্দ শিরোদেশে ভক্ত উপহার।

জগাই। ফের শালা, আজ তোর মাথা শুধু কাটা নয়, গুঁড়ো ক'র্‌ব, দেখ—(হস্তোত্তলন)

মাধাই। (হস্ত ধরিয়া ফেলিল) ওরে—ওরে—
আর কাজ নাই জগন্নাথ,
কর হস্ত আকুঞ্চন।
দেখ, দেখ, ভাই চেয়ে
ঝরে যে রে অঙ্গে রুধিরের ধারা!
একি হেরি চতুর্দ্দিকে ব্রহ্ম অগ্নিজ্বালা,

ছুটিতেছে, জ্যোতির্ম্ময় চক্র একখানি
হের নভোদেশে—
কিবা ভয়ঙ্কর—
নাহি ত্রাণ, নাহি ত্রাণ, নেশা গেল টুটে,
কি কুক্ষণে হেরিলাম হেন দৃশ্য—
রাখ, রাখ, মারিও না, আমরা অধম।
মরি মরি, কি মাধুরী, হরিভক্ত তোর,
মত্তক্ষিপ্ত মাতালের প্রচণ্ড আঘাতে
রক্তাপ্লুত তনু, তবু শান্ত,
হে প্রশান্ত কর রক্ষা উভয়েরে।
জ্বলে গেল দেহ, নাহি তোমা ছাড়া কেহ,
করে মোরে পরিত্রাণ চক্রহস্ত হ'তে।
ঐ আসে, ঐ আসে সেই ভয়ঙ্কর।
কিন্তু কি কমনীয় শান্তি ঢালা ও মুখমণ্ডলে,
কিবা কোটী চন্দ্র জিনি সুশীতল,
গাম্ভীর্য্য সুন্দর, ভক্তবর, কর কৃপা।
নতুবা এ বিপদেতে যেতে হবে শমন সদন।
মোরা নরাধম, নরবেশে পশুর অধম।
কর ক্ষমা, দেহ দয়া, শান্তি
তোমা ভিন্ন পাপীদের নাহিক উদ্ধার।
পলকেতে প্রলয়ের লীলা!
হেরি দৃশ্য পরতে পরতে.

ঐ আমি, ঐ ভ্রাতা মোর জগন্নাথ,
পাপকালি মাখা অঙ্গে,
শত শত ক্রমি বিষ্ঠা মাখি গায়,
করে মোরে আলিঙ্গন,
শত শত বৃশ্চিক আসিয়া করিছে দংশন !
কি করেছি ভদ্রের সন্তান,
যতদিন জগত থাকিবে,
কলঙ্ক ঘোষিবে লোকে, জগাই মাধাই নামে,
পাপী দুইজন, সাধুর শোণিত পায়ী
কলঙ্ক ঢালিয়া দেছে বৈষ্ণব-পুরাণে।
একি অর্থ রাশি যাও সরো
যাও সরে সম্মুখ হইতে ;
এ পাপে প্রায়শ্চিত্ত, নাহি এ জগতে,
দয়াময়, আর না সহিতে পারি।
করি আত্মহত্যা ঘৃণ্য নাম ঘুচাইব
জগৎ হইতে। (আত্মহত্যার চেষ্টা)

সহসা নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। এ'ক দাদা! কে তোমার এ অবস্থা করলে? কোথা সুদর্শন, তাদের খণ্ড খণ্ড করে ভক্তাঘাতের প্রতিশোধ লও, এস ঘূর্ণ্যমান হও, জ্যোতির্ম্ময় চক্র, এস বিদ্যুচ্ছটা ছড়িয়ে এস, দাও পাপীর উপযুক্ত শাস্তি !

জগাই। (সহসা কম্পিত কলেবরে পদতলে অচেতনের ন্যায় পতন) প্রভু, প্রভু, গেলাম সর্ব্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্চে, আর না, তুমিই একমাত্র শরণ্যো, বরণ্যো, অকুলের কাণ্ডারী, ভবভয়হারী দয়াময় নিত্যনিরঞ্জন। দাও শ্রীমধুসূদন আশ্রয় দাও। ওঃ কি করেছি, ওরে বাপরে (মূর্চ্ছা) (সংজ্ঞালাভে) দাও উন্মুক্ত শাণিত খড়্গ, আমি প্রভুপদে মস্তকচ্ছেদ ক'রে শ্রীপাদ রঞ্জিত ক'রে পাপের কথঞ্চিৎ শান্তি করি, আমি পারি না—

(সহসা সুদর্শনের আবির্ভাব ও জগাইয়ের পুনঃ মূর্চ্ছা)

নিত্যানন্দ। কানাই, কানাই।
পতিত উদ্ধার কর পতিত উদ্ধার।

নিমাই। যাও দ্বিজ নিত্যানন্দ পদে
লহ গিয়া একান্ত শরণ
তুষ্ট আমি আত্মগ্লানি হেরি,
যতকাল থাকিবে জগতে,
নামমন্ত্র লভি, জপি নিশিদিন
পাপ-রাশি করি প্রক্ষালন
কাটাইবে জীবনের অবশিষ্ট কাল,
দেহ-অন্তে মম-পুরে লইবে বসতি।

জগাই। য়্যাঁ,—য়্যাঁ—আমি—আমি—আমি—কে? কোথায় ভেসে চলেছি! প্রভু প্রভু! আমার গতি কি হবে! অহো! কি করেছি—করেছি কি, ভক্ত অঙ্গে শোণিতস্রোত বহিয়েছি। হায়! হায় আমি

অতি অধম—পামর—আমার বুঝি প্রায়শ্চিত্ত নাই। (ধূলায় পতন ও যন্ত্রণায় ছট্‌পট্‌ করণ)

মাধাই। আ মরি, মরি কিবা মোহন মুরতি হেরি,
গলে বনফুলমালা,
চন্দন চর্চ্চিত অঙ্গ,
পরণেতে ক্ষৌম বাস, ভ্রাতা দুইজন,
জলে স্থলে শূন্যে বৃক্ষে বায়ূস্তরে,
পথে, গৃহে হেরিতেছি আমি—
বলিতেছে মৃদুস্বরে—
আয় ভাই জগাই মাধাই—
দিব নাম, করিব না বঞ্চিত তোদের!
অঙ্গে কিবা দিব্যগন্ধরাজে,
বায়ূকুল হয়েছে গন্ধিত,
পদে কিবা মধুরনিক্কণ উঠে,
বাঁশরীর মনভোলা স্বর সম।
এত দয়া, এত কৃপা প্রেম পারাবার,
কোথা আর লভিব আশ্রয়,
দাও পদাশ্রয় অধম সেবকে।
যুগযুগ কতকাল গেছে কেটে,
জানি নাই রূপের সন্ধান,
জানি নাই প্রেমের কি স্বাদ,
হেরিলাম কিবা ভাগ্যবলে আজ,

তোমাদের ভুবন ভুলান রূপ,
মজাইয়া দাও মোরে,
কৃপা হ'তে ক'রোনা বঞ্চিত !
পাপী মোরা জগাই মাধাই
আয় ভাই—আয় ভাই যশোদা দুলাল
কোলে লব, হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইব,
প্রাণ দিয়া প্রাণেতে রাখিব।
পদে দিব অশ্রু উপহার !
গলে দিব প্রেম-গুঞ্জহার,
চরণে ঢালিয়া দিব হৃদয়ের রক্ত দিয়ে ঘেরা
এক মধ্যমণি—আত্মা নাম যার।
দাও দাও চরণ দু'খানি
প্রাণ মন বুদ্ধি দানি—
অকাতরে অই শ্রীপদ কমলে !
কর দয়া—কর দয়া—
ঘোর পাপী মোরা জগাই মাধাই।

(নিতাই ও নিমাইয়ের পদতলে পতন)।

নিত্যানন্দ। উঠ্‌রে মাধাই, আয়রে জগাই,
আর দেরি নাই
পাপরাশি গেছে ধুয়ে
বল বল ওরে হরিবোল হরি !

সার কর এই হরিনাম ধন,
অমূল্য রতন স্বপনেও না ভুলিও কভু !
কর অহোরাত্র হরিনাম ধ্বনি।

জগাই ও মাধাই। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

ভক্তগণ। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

অদ্বৈত। ধন্য হরি লীলা অবতার !
অতি বড় পাষণ্ড যে জন,
সেও মত্ত তব নাম রসে !

কৃপায় তোমার হ'ল আজ পাষাণ্ড দলন !
জয় পূর্ণব্রহ্ম সত্য সনাতন,
নমঃ নমঃ ব্রহ্মরূপী গৌরাঙ্গ সুন্দর !

নিমাই। সত্যই গোঁসাই
আজি হ'ল পাষণ্ড দলন,
নিরন্তর হরিদ্বেষী যেই দুই ভাই,
আজি হতে তারা মাতোয়ারা হ'ল হরিপ্রেমে !

ধন্য ভক্ত জগাই মাধাই
আজি হতে ভারতের প্রতিগৃহে
গাহিবে জগাই-মাধাই নাম !

ভক্তগণ ! চল সবে
নগর ভ্রমণে হরি সংকীর্ত্তনে
পাপী জনে কোলে তুলে লই।

ভক্তগণ। **গীত**

বোল হরিবোল বোল হরিবোল ভাইরে।
কি মধুর নাম এনেছে ধরায় গৌরাঙ্গ নিতাইরে।
(ওরে এ নামে ঘুচে যাবে সকল দুঃখরে)
দয়াল নিতাই চৈতন্য নামে একবার নাচরে।
এ নামের গুণে পাপী দুই ভাই জগাই মাধাই শুদ্ধ হ'লরে
(তারা যে ঘোর মহাপাপী ছিলরে)
এমন দুর্লভ মানব জনম লভিয়ে কি করিলিরে।
সুখে থাক দুঃখে থাক এ নাম কভু ভুলিস্‌নারে।
(জয় গদাধর নিত্যানন্দ জয় অদ্বৈত জয়)।

[ভক্তগণের প্রস্থান

নিমাই। শোন ভাই নিতাই আমার!
কেন আর মায়ার বন্ধন!
মায়াবশে পশু হয় সব!
জীব দুঃখ না হয় মোচন
অকারণ সহে সবে দারুণ যাতনা!
দেখ ভাবি নানা
সহে জীব কতই যাতনা!
সংসার বন্ধনে বদ্ধ হয়ে সবে!
চল ভাই যাই দুইজন,

দেশে দেশে হরিনাম করি বিতরণ
ত্যজি গৃহবাস ধরিয়া সন্ন্যাস,
ধর্ম্মকার্য্য করি সমাধান !

নিত্যানন্দ। ইচ্ছাময় !
ভব ভার করিতে খণ্ডন
সনাতন জনম তোমার অবনীপর
কিন্তু সুধাই শ্রীহরি
তুমি যদি ত্যজি পুরী হওহে সন্ন্যাসী
কি দুর্গতি হইবে বৃদ্ধা মাতার তোমার।
ভাব ভাই তার সনে
পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়া কথা।

নিমাই। কর্ত্তব্য কঠোর যেরে ভাই।
যেই কর্ত্তব্যের কঠোর বন্ধনে
ভৃগুরাম মাতৃ শিরশ্ছেদে
সেধেছিল কর্ত্তব্য আপন
যেন প্রাণধন তার চেয়ে
নহে গুরু গৃহ ত্যাগ মোর।
এস ভাই কর্ত্তব্যে নাহি দিও বাধা,
কালি যাব সন্ন্যাসীর বেশে গৃহের বাহিরে !

[নিমাই ও নিতাইয়ের প্রস্থান।

মেঘমালীর প্রবেশ।

মেঘমালী। পার্ব্বতী আমার হৃদয় দেবী, ব্রহ্ম-স্বরূপিনি! আহা তোমার দেওয়া নামখানি, কি মধুর রাধাকৃষ্ণ এ নাম আমি বুকের ভিতর ক'রে রাখ্‌ব, এ নামের যে বিনিময় নাই, কেউ শুন্‌তে পেলে নাকি? শুননা, শুননা, এনাম শুন্‌লে ঝোলা সার করে ভাওড় ভোলার মত পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে, একান্ত শুন্‌তে চাও, আমার পার্ব্বতীর কাছে যাও, বলে দেবে। যদি তাতে আনন্দের একটুখানি আস্বাদ পাও, আমাকে ভাগ দিও, ভুলোনা যেন। কাঙাল ছিলাম রাজা হ'য়েছি, তবুও নামের কাঙাল! নামের পাগল। বল হরিবোল, বল হরি হরিবোল।

জগাই ও মাধাই। কে, শুনালি রে, ওরে ওরে—হৃদয়বন্ধু, প্রাণসখা আবার বল্‌রে—আমরা পাপী দুই ভাই জগাই—মাধাই।

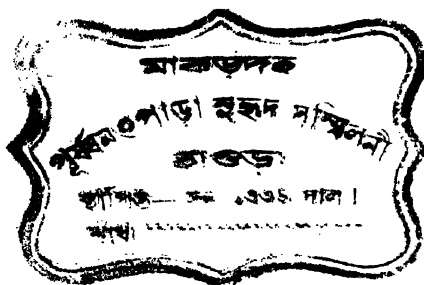
মেঘমালী। (পার্শ্ব ফিরিয়া) জগাই আর মাধাই, জগাই আ—র মা—ধাই (সহসা) চিনেছি। আর আমি যে রে ভিখারী মেঘা ভাই। শুধাই জগাই, প্রভু কেবা তব বল, কে দিলরে হরিনামে মতি। এবে ঘুচিল দুর্গতি? আজ আনন্দ যে ধরে না রে। আয় ভাই জগাই, আয় ভাই মাধাই, (উভয়কে আলিঙ্গন) আজ তিন ভাই মিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রব আয় রে। আমরা জাহ্নবীর তরঙ্গতালে হরি হরি বলে কাঁদ্‌ব আয়, কাঁদ্‌ব আয়—কাঁদ্‌ব আয়।

গীত

কাঁদব আয় সকলে কাঁদব আয়—কাঁদব আয়।
যতদিন বাঁচ্‌ব নামে হাঁসব, নাচ্‌ব, কাঁদব আয়॥

জীবনে করেছি মহাপাপ' তাতে পাই হৃদে মহা মনস্তাপ,
নাম ক'রে মোরা কাঁদিয়া কাঁদিয়া শরণ লইব রাঙা পায় ॥
যদি নাহি পারি করিতে সে নাম জাহ্নবীর জলে দিবরে পরাণ,
কণ্ঠে হরিনাম জপিব সদাই, প্রাণ যেন নামে বাহিরায় ॥

ঐক্যতান বাদন



পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নিমাইয়ের গৃহ।

নিমাই ও শচীর প্রবেশ।

শচী। একি শুনি ওরে নীলমনি !
শুনিনু বাছনি তুই নাকি
ধরা পাপ মোচন কারণ
হরি প্রেমে ভাসাতে সংসার
করিবিরে সন্ন্যাস গ্রহণ !

নিমাই। সত্য তাই, স্নেহময়ী জননী আমার,
কার্য্য শেষ নদীয়ায় মোর !
গৃহে আম নাহি রব আর।
লহব সন্ন্যাস
হরিনামে মাতাব বসুধা !
পাপীতাপী যাতে পায় পরিত্রাণ।
সেই হরিনাম করি দান
পাতকী তরাব,
পাপ তাপে ভরা এই বসুন্ধরা,

হবে মাগো শান্তি নিকেতন ?
কর আশীর্ব্বাদ !
পুণ্যময়ী জননী আমার
মনস্কাম পূর্ণ হয় যেন !

শচী। সে কিরে নিমাই !
তুই যাবি ছেড়ে মোরে—
আঁধার ঘরের উজ্জ্বল মাণিক ?
তবে আর কার মুখ চেয়ে
রবে বেঁচে এই দুর্ভাগিনী !
নিমাই—নিমাই ! (মূর্চ্ছা)

নিমাই। উঠগো জননি ! শোক পরিহর
স্নেহে কেন কর
এ দুর্ভাগ্যরে আমন্ত্রণ !
দিওনাকো বাধা,
আমি যেগো বাঁধা সদা
প্রাণময় শ্রীকৃষ্ণের পদে !
তুমি ত গো জননী আমার,
সব জান অন্তরের ব্যথা !
দহিছে সদাই প্রাণ
কৃষ্ণ প্রেম অন্বেষণে !
হাস্তমুখে দাওগো বিদায়

দেবকার্য্যে জনম ধরায়
বাধা তায় না দান জননি।

শচী। না—না—নিমাই, আমি বুক ধরে তোকে ছেড়ে দিতে পারব না! তার চেয়ে এক কাজ কর, আমাকে হত্যা কর! তোদের যা ইচ্ছে যায় করিস্—আমি আর কিছু বল্‌তে আস্‌ব না? নিমাই—ও নিমাই—তুইও চলে যাবি! যা—যা—সব যা! কেউ আমার নেই! আমি একাকিনী! এই মিশ্রবংশে একটা রাক্ষসী এসেছিল—সকলকে গ্রাস কর্‌তে? ব্রত পূর্ণ হয়েচে, পুত্র গ্রাস করেছি—স্বামী গ্রাস করেছি—পুত্রবধু তাকেও গ্রাস করেছি—বাকী কেবল তুই ছিলি আজ তোকেও গ্রাস কর্‌তে বসেছি। হাঃ হাঃ হাঃ! সর্ব্বগ্রাসী রাক্ষসী আমি সর্ব্বগ্রাস কর্‌বো! সরে যা—সরে যা—কালনাগিনীর নিঃশ্বাসে সব উড়ে যাবি। যা—যা—পালা—পালা—

নিমাই। মা—মা—পুত্রস্নেহে পাগলিনী হওনা। অনুমতি দাও তুমি তো জান দেবি এক তিলার্দ্ধও আমি কৃষ্ণ বিরহ সহ্য কর্‌তে পারি না! তবে কেমন করে এখানে থাক্‌বো জননী।

শচী। হাঁ—তুমি কৃষ্ণ ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বে না আর আমি সর্ব্বনাশী আমার প্রাণ কৃষ্ণকে জন্মের মত ছেড়ে দিয়ে কেমন করে থাক্‌বো।

নিমাই। জননি! কৃষ্ণ বলে কাঁদ—তিনিই তোমার সকল দুঃখের মোচন করে দেবেন?

শচী। কেন আমি কৃষ্ণ বলে কাঁদ্‌ব? সে আমার কে? কাঁদ্‌বো নিমাই তোর নাম করে—তাতে তোর ধর্ম্মে যা হবার তাই হোক্! সন্তানের জন্মই যদি মাকে কাঁদবার জন্যে হয়—তাই কাঁদবো! কেঁদে

কেঁদে অন্ধ হয়ে যাবো—তারপর রাক্ষসী আমি নিজের মাংস নিজে ভক্ষণ কর্‌বো ! দেখ্‌তে হবে না কি কর্‌ছি. কে আমার আছে ? অন্ধের রাতদিনই সমান ! তখন যার কথা কাণে শুন্‌ব তাকেই ভেবে নোব ঐ বুঝি আমার নিমাই কথা কচ্চে ! ঐ বুঝি আমার নিমাই এসে মা মা করে আমার সকল দুঃখের অবসান করে দিচ্চে !

নিমাই। ত্যজহ বিষাদ মাতা !
শোন কথা ! কর মায়াদূর !
কেবা কার
বারবার যতই কাঁদিবে
বেদনা বাড়িবে—
না ঘুচিবে অশ্রুজল তব !
কৃষ্ণনামে কাঁদ
কৃষ্ণে কোলে পাবে ।
বিষাদ ঘুচিবে
এ মরু সংসারে
কিছু নাই সারাৎসার কৃষ্ণ নাম বিনা ?
ভাব দেবি আরো
হেন সুভাগিনী কাহার জননী
চিন্তামণি কার্য্যভার
যাহার নন্দন করগো গ্রহণ ?

শচী। নিমাইরে ! তুই যতই কেন বোঝানা—আমার যে আর কেউ নাই ! তুই এখন এ বৃদ্ধার একমাত্র আশ্রয় ! তোরই মুখ চেয়ে যে

এখনও বেঁচে আছি চাঁদ! অভাগিনীর সর্ব্বস্ব তোকেও হারাব তোকেও গ্রাস করবো—বেশ তাই হোক! সর্ব্বনাশিনী শচী! এখন৹ তোর হয়েচে কি? ও মা কথায় কথায় যে সন্ধ্যে হয়ে এল! এখনও ৻ নিমুর জন্যে রান্না বসেনি! ও বৌমা—বৌমা করছ কি দেখ দেখ আমা৹ নিমুর আহ্নিকের যোগাড় করে দাও, আমি বাছাকে আজ নিে রেঁধে কাছে বসিয়ে খাওয়াব! নিমু যে আমার পালাবে!—

[দ্রুত প্রস্থান।

নিমাই। মা বুঝি এবার সত্যই পাগলিনী হ'ল। কার জন্য রন্ধনে৹ উদ্‌যোগ ক'র্‌বে দেবি! পরার্থে জীবের উপকারের জন্য আজ যে আমি কঠোর সংযমে রাত্রি যাপন করে প্রভাতের পূর্ব্বেই সন্ন্যাস গ্রহণে দেবকার্য্যে আমাকে চিরদিনের জন্য উৎসর্গ করবো!

না—না—স্থির আর রহিবারে নারি,
অই কাঁদে নরনারী আকুল পরাণে
যাই—যাই—ভক্ত
পুরাইব সবার কামনা,
সাথে লয়ে নিত্যানন্দরূপী দাদা বলরামে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নিমাইয়ের শয়ন কক্ষ।

বিষ্ণুপ্রিয়া।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আজ কেন থেকে থেকে আমার ডান চোখটা নেচে উঠ্‌চে! কিছুই ভাল লাগ্‌চে না! সর্ব্বদা মনে হচ্ছে আমি যেন কি একটা জিনিষ হারিয়ে ফেলেচি! কেন আমার প্রাণ এত ব্যাকুল হ'ল! াইত প্রভু আমার এখনও আস্‌চেন না কেন? সারাদিনতো সঙ্কীর্ত্তন নিয়ে আছেন। আমার ইচ্ছা আমি সদাসর্ব্বদা তাঁকে আমার চোখের সাম্‌নে রাখি! চোখ জুড়িয়ে দেখি! তা কই হয়! মানুষ যা ইচ্ছা করে তা যদি হ'ত তা হ'লে আর ভাবনা কি? ওমা! তিনি এখনই য এসে পড়্‌বেন! এখনও বিছানা পত্র পরিষ্কার হয়নি যে!

(নিমাইয়ের শয্যা পরিষ্কার করণ)

নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। অই—অই ফুটন্ত কোমল অবলা বালিকা
বিষ্ণুপ্রিয়া মোর
আমাহেতু করিতেছে শয্যার রচনা,
কিন্তু লো প্রিয়ে এখনও জাননা,

স্বামী তব
করিয়াছে এক নির্ম্মমতা যজ্ঞ আয়োজন!
সেই যজ্ঞে দগ্ধ হবে
পুণ্যময়ী দেবী জননী আমার,
আর পতিপ্রাণা তুমিলো সুন্দরী!
আহা! এখনও নহে অতিক্রান্ত তব
বর্ষ চতুর্দ্দশ
কিরূপে সহিবে বিরহ আমার!
প্রিয়ে নাহিক উপায় আর
রহিবারে গৃহবাসে!
জননী আদেশে
শুধু বিষবৎ যেপেছি সংসারে
এতকাল আমি!
যাই এবে বিষ্ণুপ্রিয়া কাছে।
কহি তারে বিদায়ের কথা!

(বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্মুখে আগমন)।

একি প্রিয়ে—
ফুল্ল পঙ্কজিনী আদরিণী তুমি,
কেন লো তবে ম্লানমুখ হেরি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। কই—না—কিছুনা! (চক্ষু মুছিল)

নিমাই। না—তুমি কাঁদ্‌ছিলে? বল—বল বিষ্ণুপ্রিয়া! কি এমন দুঃখ তোমার—যাতে তোমার চোখে জল? নীরব রইলে যে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রভু!—(কাঁদিয়া ফেলিলেন)

নিমাই। আবার কাঁদে? কাঁদ্‌ছ কেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার মনে হচ্ছে—আমার এই সুখ স্বপ্ন দু'দিনের! প্রভাতের সঙ্গেই সকল সুখের অবসান হবে।

নিমাই। কেন প্রিয়ে!

বিষ্ণুপ্রিয়া। তা জানিনা! তবে মনে হচ্ছে।

নিমাই। মনকে অত আল্‌গা কর্‌লে তো চলবে না। মনকে বাঁধতে হয়।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তা যে পারিনা। সত্যই প্রভু আমার কেবল মনে হয়—তোমায় বুঝি আর দেখ্‌তে পাবনা।

নিমাই। (স্বগত) অনুমান নহে মিথ্যা সতি
ঘচাইতে জীবের দুর্গতি
সত্য আমি ছেদি মায়াপাশ
লইব সন্ন্যাস জনমের মত!

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার মনে হয় তুমি আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা ক'র্‌ছ? কেন কেন নাথ আমি কি তোমার চরণ সেবার যোগ্য নই!

নিমাই। প্রাণময়ি!
তুমি যেগো অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী
নারী শিরোমণি রমণী রতন!
মিথ্যা আর না কহিব তোমার সকাশে।
শোন চারুশীলে!
প্রেমের অধীন চিরদিন আমি,

প্রেমহেতু এসেছি সংসারে
আমাতে আমি যে নই
প্রেমোন্মত্ত সদা প্রাণ মোর !
না ভাবিও সতি,
ইচ্ছা ক্লেশ দিতেছি তোমায়
জানিও নিশ্চয়—
সর্ব্বত্যাগী হব শুধু প্রেমের কারণে।
যাব আমি কৃষ্ণ অন্বেষণে
তুমি রবে মাতার নিকটে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। সত্যবাদি ! এই সত্য তব !
না—না—মিথ্যা বল !
সত্যে আর নাহি প্রয়োজন
মিথ্যা আবরণ দিয়ে রাখ ঢেকে
ধ্রুব সত্য যাহা !
নতুবা দাসী প্রাণ বাহিরিবে—
যাবে—যাবে, ছেড়ে যাবে এ দেহ কারা হ'তে
মুহূর্ত্তেতে তোমাগত প্রাণ !
হায় ! হায় ! কি অপরাধী আমি,
হেন শাস্তি যায় করেছ নির্দ্দেশ।
পতি সত্বে পতিহীনা হইবে রমণী—
গুণমণি এ কেমন বিধাণ ?
মতিমান্ ! এই কি পুরুষ বিহিত ?

ওগো—ওগো—কহিওনা কথা
পায় ব্যথা হৃদয়ের প্রতি অন্তঃস্থল
আমা ছেড়ে কোথা যাবে তুমি ?
যদি যাবে কর তবে সঙ্গিনী আমায় ! (ক্রন্দন)

নিমাই। শোন প্রিয়ে না হও ব্যাকুলা !
আকুলা জননী মোর,
অধৈর্য্যের কালে দিও তাঁরে সান্ত্বনা বচন,
কদাচন স্বামী আজ্ঞা ক'র না লঙ্ঘন !
আমা তরে—
যেই ভালবাসা মোহে হইয়া বিহ্বল
অবিরল অশ্রু তুমি করিছ মার্জ্জন,
সেই ভালবাসা বিশ্বজীবে করহ অর্পণ !
সংযুক্ত করহ আত্মা প্রতি জীব সনে,
স্নেহ মায়া দয়া—
আমার কারণ যাহা রয়েচে সঞ্চিত
দাও ঢেলে তাহা বিশ্ববাসী প্রাণে !
সুখ শান্তি পাবে তাহে
কামনা না রবে—
টুটে যাবে মোহ অন্ধকার !
নয়ন সম্মুখে তব ভাতিবে তখন
পুত্র কিম্বা ভ্রাতৃরূপে যত জীবগণ !
আমা হতে শ্রেষ্ঠ তারা সৃষ্টি বিধাতার !

সংযুক্ত করহ মন বিশ্ব কেন্দ্রসনে
হেরিবে অন্তরে তবে ব্রহ্ম নারায়ণে !
ক্ষুদ্র আশা কর কেন হৃদে অনিবার,
ক্ষুদ্র মোহে বাঁধ কেন স্বামীরে তোমার !
জ্ঞানচক্ষু একবার কর উন্মালন,
কোটী কোটা স্বামী তব হবে দরশন !

বিষ্ণুপ্রিয়া। স্বামিন্ ! স্বামিন্ ! একি দেখ্ ছি ! যেন তুমি আমার সম্মুখে কোটী কোটী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ !

নিমাই। ভাব এবে প্রিয়ে,
ঐ কোটী রূপ রাজে প্রতি জীব দেহে !
এস নিমাইয়ের জীবনসঙ্গিনী
আজি ফুল অলঙ্কারে সাজাব তোমায়।
গলে দিব তুলসীর মালা
দেখি কেমন সাজায় ?

(ফুল অলঙ্কার ও তুলসীর মালা দিয়া সাজাইতে লাগিলেন)

বিষ্ণুপ্রিয়া। আর কেন ভুলাও আমায় !
মায়াময় শুধু তুমি আমারে নিদয়,
যেই জন তোমা ডাকে দয়াময়
তার মত তার কাছে হও হে উদয় !
দিও পদাশ্রয় অধীনা কিঙ্করী
যেন হরি ভুলনা কখন'।

নিমাই। তোমারে ভুলিব?
হের প্রিয়ে অন্তঃস্থল মোর
কাহার মুরতি রাজে,
দেখ—দেখ চেয়ে শুধু একবার!
প্রেমময়ী তুমি লো সুন্দরী—
পরিহরি তোমা একতিল—
থাকিবারে নারি!
কই—কই প্রিয়ে,
সাজানু তোমারে মনোমত করি
তুমি ত সুন্দরি সাজালে না মোরে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। কি আছে দাসীর,—হেন অলঙ্কার,
যাহে প্রভু মনোমত সাজাব তোমায়?
আপন প্রভায় আপনি সেজেছ
অন্য সাজে কোন্ প্রয়োজন!

(নিমাইকে আলিঙ্গন)

নিমাই। (স্বগত) যোগনিদ্রে! মাগো! ভুবনমোহিনি!
হও অনুকূল,
করহ আকুল নিদ্রাঘোরে প্রিয়ারে আমার!
সময় বিগত, জীব কত করিছে রোদন
সহিবারে নারি আর, হও মা সত্বর
অন্তর আকুল অতি শ্রীপতির কার্য্য সাধিবারে!

গীত

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার মন যে আজ কেমন করে।
তোমারে ছাড়িতে সখা ভাসি কেন আঁখিনীরে।
সদা মনে হয় এই বুঝি হারাই তোমায়,
(তোমার) মিষ্ট কথায় তুষ্ট হই ভুলে যাই হায়,
এই মিনতি করিহে শ্রীপতি চিরসঙ্গিনী করিও দাসীরে।
কাঁদায়োনা দয়াল প্রভু, বাঁচিব না আমি তোমায় ছাড়িয়ে।

নিমাই। (অন্যমনস্কভাবে) না—না—তোমাকে একদণ্ড আমি ছেড়ে থাকৃতে পারবনা!

বিষ্ণুপ্রিয়া। একটা কথা সত্য বল্‌বে কি?

নিমাই। কি—কি? বল?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি কি ভাবছ?

নিমাই। না কই কিছু ত ভাবি না! তবে—একটু নিদ্রা আস্‌চে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। নিদ্রা যাবে? তাতো বল্লেই হ'ত! এসনা—শোওনা! আমি পদসেবা কর্‌ছি—তুমি নিদ্রা যাও।

(নিমাইয়ের শয়ন ও বিষ্ণুপ্রিয়ার পদসেবা করণ)

বিষ্ণুপ্রিয়া। রজনীর সহচরি নিদ্রা মায়াবিনি!
যাও দূরে আজিকার মত,
সারারাতি চেয়ে থাকি প্রভু মুখপানে
মিটাই পিয়াস—এখনও যে নাহি মিটে আশ,

ক'রনা নিরাশ মাগো—
এই সৌভাগ্যে আমার !
আহা ! এত রূপ আর কেউ ধরে !
মদনের রূপ জিনি
প্রাণমণি যেন বিরাজেন কোটি শশী সম।
আরে রে নয়ন দেখ্—দেখ্ ভাল ক'রে,
নারী-জনমের সাধনা-বিগ্রহ তোর !

একদৃষ্টে নিমাইয়ের মুখের দিকে নিরীক্ষণ ও সহসা নিদ্রিত হওন।

নিমাই। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) আর কেন মন !
গাঢ়নিদ্রাঘোরে সুপ্ত বিষ্ণুপ্রিয়া মোর,
এই অবকাশে ছাড়ি গৃহবাস !
ঘুমাও ঘুমাও প্রিয়ে,
রহিল প্রাণেশ তব চিরঋণী তব পাশে !
কি করিব দেবি !
হেরিয়ে বিদরে প্রাণ জীবের দুর্গতি !
তাই যাই দ্রুতগতি ত্যজিয়ে তোমায়।
দাও দেখা দয়াময়, দান হৃদে বল,
কাতর পরাণ হয়েছে চঞ্চল !
মা—মা, চলিল সন্তান তোর কৃষ্ণ অন্বেষণে,
ক'র মা আশীষ
না ফেলিও অশ্রুজল আমার কারণে,

তুমি যদি ফেল নয়নের বারি
দয়াময় হরি হবে মোর বাম!
প্রণাম—প্রণাম—জন্মভূমি নবদ্বীপ মোর!
তব বক্ষে কত উপদ্রব করিয়াছি আমি!
সর্ব্বসংহা তুমি গো জননী!
অকাতরে সহেছ সকলি!
নবদ্বীপ প্রবাহিনী
দেবী ভাগিরথি! প্রণাম শ্রীপদে তব,
ক'র ক্ষমা অধমের সর্ব্ব অপরাধ!
না—না—হইলে প্রভাত—
জাগরিত হবে নবদ্বীপবাসী, ঘটিবে প্রমাদ,
জয় কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ বলি হই গৃহের বাহির।

[দ্রুত প্রস্থান।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কই—কই—প্রাণেশ! প্রাণেশ!
একি শূন্য শয্যা—শূন্য গৃহ—
শূন্যময় হেরি চারিধার!
সব আছে নাই শুধু—
অভাগীর সর্ব্বস্ব রতন!
বুঝেছি এবার ভেঙেছে কপাল।
চলে গেছে প্রাণেশ্বর মোর,
ভেঙ্গে দিয়ে বক্ষের পঞ্জর।
ওহো কালসর্পি!

কি মহানিদ্রা ধরেছিল তোর !
কই—কই—কতক্ষণ গেলে—
কোথা গেলে—
কোন্ পথ দিয়ে কোথায় লুকালে,
ওগো—ওগো—দাওগো উত্তর
কই— কেহ নাই,
শূন্যের বাতাস শূন্যে মিশাইল !
অভাগীরে বলে গেল—নাই—নাই—নাই !
আর নাহি পাবি তারে
গুণমণি তোরে গেছে ফাঁকি দিয়ে !
মা—মা—এস ছুটে অভাগিনী,
নয়নের মণি প্রাণের কোঙার তব
কি সাজে সাজায়ে মোরে
নবদ্বীপ ছেড়ে
নদীয়া ত্যজিয়া ভ্রমে পথে পথে।
মা—মা—ওঠ—ওঠ—
দেখ এসে কি দুর্দ্দশা হয়েচে আমার ?

দ্রুতপদে শচীর প্রবেশ।

শচী। কার্ কণ্ঠস্বর ! বৌমা নয় ?
বৌমা—বৌমা—নিমাই কোথায় ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা—মা ! সর্ব্বনাশ হয়েচে। সর্ব্বনাশ হয়েচে ! প্রভু আমার আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছেন।

শচী। সে কি মা! নিমাই আমার কোথায় গিয়াছে! তবে কি সত্য সত্যই নিমাই আমার সন্ন্যাসী হ'য়ে গৃহের বাহির হয়েছে! না—না— সে যে এমন দুষ্টুপনা ছেলেবেলা থেকেই করে থাকে। নিমাই, ও নিমাই নিমাই আমার, বাবারে, আমি যে তোর বৃদ্ধা মা! আমার যে আর কেউ নেই চাঁদ! দে—দে—উত্তর দে! আর লুকিয়ে থেকে অভাগিনীকে কষ্ট দিস্‌নে! নিমাই—নিমাই—হাঁ বৌমা—বৌমা, নিমাই আমার কতক্ষণ গেছে—তুমি আমার তখন কি কর্‌ছিলে? তোমাকে সে কি বলে গেল?

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা, তিনি কাল রাত্রিতে সঙ্কীর্ত্তন করে এসে বল্‌লেন, বিষ্ণুপ্রিয়া, আমি আর জীবের দুর্গতি দেখ্‌তে পারচি না! জীবের দুর্গতি মোচনের জন্য আমি সন্ন্যাসী হ'ব! ঘরে ঘরে যাতে বিষ্ণুপ্রেমের স্রোত প্রবাহিত হয়ে পাপীতাপীর দুর্গতি খণ্ডন কর্‌তে পারি, তার চেষ্টা কর্‌বো! আরও সব কত কথা ব'লে বল্‌লেন—আমার এবার নিদ্রা আস্‌চে! আমি বল্‌লাম, শয়ন করুন—পদসেবা কর্‌চি। তিনি নিদ্রা গেলেন তারপর আমি তাঁর পদতলে কখন যে কালঘুম ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা জানি না! স্বপ্নে দেখলুম—প্রভুর আমার মস্তক মুণ্ডিত, দণ্ড হস্তে, কৌপীন পরিধানে পথে পথে ভ্রমণ কর্‌ছেন. ভয়ে নিদ্রা ভেঙ্গে গেল, জেগে উঠ্‌লুম—দেখ্‌লুম, সত্যই আমার কপাল ভেঙ্গেছে!

শচী। বিষ্ণুপ্রিয়া!
গৃহবাসী রাখিয়া মোদের,
সত্যই নিমাই হয়েছে সন্ন্যাসী?
নিমাই—নিমাই—এই ছিল মনে তোর?
বৌমা—দেখ দেখি ভাল করে,

বসে নাই বাছা ত আমার যোগের আসনে,
কিম্বা একমনে হরির সাধনে,
কোথাও তন্ময় প্রাণে রহে না তো অচেতন ?
নিমাই—নিমাই—দাও বাপ উত্তর আমায়,
তোমা বিনা প্রাণ বাহিরায়,
আয়—আয় হৃদয়ের নিধি বক্ষে আয় বাপ !
কই—নাই—প্রত্যুত্তর নাহি পাই,
কাহারে সুধাই—কোথা যাই—
কেবা দেয় বাছার বারতা ?
নিমাইরে—ক'রে কথা
মাতৃপ্রাণে আর ব্যথা দিস্ না মাণিক !
নিমাই—নিমাই—
একি ? প্রতিধ্বনি বলে যেগো নাই—নাই—নাই !
বিষ্ণুপ্রিয়া—সর্ব্বনাশে নাই বাকী,
দিয়ে ফাঁকি নিমাই আমার গেছে চলে
আয় মা—আয় মা' যাই দেখি গঙ্গাতীরে,
ডাক—ডাক— উচ্চৈঃস্বরে—
যদি পাই ওরে নিমাইয়ের দেখা।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি কি ব'লে ডাকিব ওমা—

শচী। তুমি ডাক প্রভু, প্রভু, বলি,
আর আমি ডাকি নিমাই—নিমাই—

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

গঙ্গাতীর।

জগাই, মাধাই ও মেঘমালীর প্রবেশ।

মেঘমালী। কে এই আঁধার রেতে দু'টী মেয়ে মানুষ নিমাই—নিমাই ব'লে ছুটেচে ?

জগাই। আমিও শুনেছি—কে বল্ দেখি ?

মাধাই। কেন প্রভুর আমার কি হ'ল ? ঐ নয় কে আস্চে— জিজ্ঞাসা কর ! জিজ্ঞাসা কর ! প্রভুর সংবাদ নে !

পার্ব্বতীর প্রবেশ।

জগাই। কে মা তুমি ? তুমি বল্তে পার—কে আমাদের প্রভুর নাম উচ্চারণ ক'রে এই অন্ধকার রজনীতে ছুট্‌চে ?

পার্ব্বতী। পারি। ওরে সে যে বড় সর্ব্বনেশে কথা। নদীয়ার সূর্য্য অস্তমিত হয়েছে ! মধ্যাহ্নে রাত্রির সমাবেশ ! প্রভু নিমাই তাঁর মাকে ও পত্নীকে ত্যাগ ক'রে এই রাত্রে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন !

মেঘমালী। কে পার্ব্বতী ! তুমি কোথেকে এলে ! পার্ব্বতী ! পার্ব্বতী ! মেঘমালীর ইষ্টগুরু ! বল, বল, প্রভুর আমাদের কি হয়েচে ?

জগাই ও মাধাই। বল্ মা বল্ ! প্রভুর সংবাদ আরও যদি কিছু জানিস্ বল !

পার্ব্বতী। আর বল্‌বো ! শচীদেবী পুত্রশোকে উন্মাদিনী, সাধ্বী

বিষ্ণুপ্রিয়া কোথায় প্রাণেশ বল্‌তে বল্‌তে গঙ্গাতীরে ছুটেচে! কিন্তু আমি সেখান হতে আস্‌ছি, গঙ্গাতীরে কেউ নেই!

সকলে। চল্‌—চল্‌—আমরাও প্রভুর অনুসরণ করি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্রুত অদ্বৈত ও সীতার প্রবেশ।

অদ্বৈত। সীতা—সীতা—এত ভোরে নিমাই—নিমাই বলে কে চীৎকার করে?

সীতা। তাইত গো? নিমাইয়ের জন্য শচীদেবী ও বৌমা চীৎকার কর্‌ছে শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেছে! তবে বোধ হয় বাবা আমার সন্ন্যাসী হয়ে আমাদের ফাঁকি দিয়েচে!

অদ্বৈত। আবার শিরে বজ্রপাত! ভগবন্‌! একি তোমার খেলা! না আর থাকৃতে পার্‌ছি না! বিশ্বরূপ একচক্ষু অন্ধ করে দিয়ে গিয়েছে আর একটা চক্ষু ছিল, নিমাই তাও অন্ধকার করে দিয়ে এই অন্ধকারময়ী পৃথিবীবক্ষে ছেড়ে দিয়ে পালিয়েচে। নিমাই! নিমাই! সীতা—সীতা, চল—চল আমরাও সন্ন্যাসী হ'ব! আজ শুধু নিমাই সন্ন্যাসী নয়—নদীয়ার নরনারী সকলেই সন্ন্যাসব্রতে ব্রতী হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কাটোয়া—কেশব ভারতীর আশ্রম।

কেশব ও নিমাই আসীন।

কেশব। গৃহে ফিরে যাও বৎস! কিশোর যুবক তুমি,
শাস্ত্রের নিয়ম, পঞ্চাশৎ বর্ষ পরে সন্ন্যাস আশ্রম।
বৃদ্ধমাতা গৃহে রহে
তরুণী রমণী বিষ্ণুপ্রিয়া আর!
ভাব একবার তোমা বিনা
কি দশা হয়েছে তাদের!

নিমাই। অপরাধ ক্ষম গুরুদেব!
পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বে যদি হয়গো মরণ,
কিরূপে হইবে মোর অভীষ্ট পূরণ?
পার হব কিসে ভব পারাবার?

কেশব। অদ্ভুত প্রলাপ তব,
হেরি তোমা বিদরে পরাণ,
তুমি গৃহী আমিরে সন্ন্যাসী
অতীব কঠোর সন্ন্যাসের ব্রত।

নিমাই। প্রভু, কৃষ্ণপ্রেমে আমি গো উন্মাদ,
পরমাদ না ঘটাও কভু! কৃষ্ণ ছাড়া আমি নই,
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ জ্ঞান মোর,
বল দেব, সেই কৃষ্ণে দেখা পাব কোথা!

করে দিন উপায় নির্দ্দেশ,
হৃষিকেশ চরণ আশ্রয় পাই যাতে !

কেশব। জানি আমি তোমা,
ভুবনের সারাৎসার ওহে চিন্তামণি !
জগতের গুরু তুমি নটবর,
শুধু লোক শিক্ষা হেতু গুরুপদে মোরে করিছ বরণ !
ইচ্ছাময় তুমি
তব ইচ্ছা কোন্ দিন না হয় পূরণ ?
ইচ্ছায় তোমার কীর্ত্তি রবে চিরতরে মোর !
তবু প্রাণ কাঁদে কেমনে শ্রীহরি--
ওই বেশ পরিহরি হইবে সন্ন্যাসী !
অশ্রু আসে ভেসে চোখে,
বলিবে ত্রিলোকে নিষ্ঠুর পাষাণ কেশব ভারতী !

নিতাই, মুকুন্দ, বক্রেশ্বর, চন্দ্রশেখর ও ভক্তগণের প্রবেশ।

নিতাই। এই যে—এই যে—প্রভু আমাদের। বল হরিবোল ! হরিবোল। হরিবোল।

নিমাই। তোমরা এসেছ ? এস, এস, নিমাইয়ের হৃদয়-সর্ব্বস্ব, গুরুদেব ! গুরুদেব ! এইবার আমাকে দীক্ষা দিন্ ! দীক্ষা দিন্ ! ত্রাণ কর্ত্তা পরিত্রাণ করুন !

কেশব। না—না—নিমাই ! আমি তা পার্‌ব না। আমি কেমন করে দেখ্‌বো তোমার মুণ্ডিত মস্তক, দণ্ড, কৌপীন—অহো ! স্মরণ কর্‌তেও বুক কেঁপে উঠে। আমি এত নিষ্ঠুর হতে পার্‌বনা।

নিতাই। হা প্রভু। তোমার মনে এই ছিল।

চন্দ্রশেখর। বাপ নীলমণিরে। চল চল ঘরে চল। দেখ্‌বি চল চিরদুঃখিনী তোর জননীর কি দশা হ'য়েচে। বৌমা আমার কেঁদে কেঁদে এতক্ষণ আছেন কি নেই। আর কেন কষ্ট দিচ্ছিস্‌ বাবা!

সকলে গীত।

চল্‌রে চল্‌ নদের গোরা নদেয় ফিরে চল।
ঘুচাইতে নীলমণি তোর জননীর চোখের জল।
প্রাণ ছেড়ে জীব ধরায় কেমনে থাকৃতে পারে,
(তুই যে নয়নের চাঁদ কেন এমন কর্‌লি বল্‌)।
তো বিনে সব রে আঁধার, তুই যে আঁধার ঘরের দীপটী
(গৌর রে) আমরা বাঁচ্‌বো কিসে তো বিনে তুই তা ভেবে বল।

নিমাই। গুরুদেব। উদ্ধার করুন।

কেশব। ইচ্ছাময়। এ আবার তোমার কোন্‌ ইচ্ছা। চল দেব, তোমার কার্য্য তুমিই কর। পরামাণিক।—

পরামাণিকের প্রবেশ।

পরামাণিক। চলুন প্রভু। অগ্রে মস্তক মুণ্ডন করে দিই। পরে গঙ্গাস্নান করে আসবেন।

নিমাই। তাই হবে, চল।

[পরামাণিকেরসহ প্রস্থান।

নিতাই প্রভৃতি। হায়। হায়। আর বুঝি রক্ষা কর্‌তে পার্‌লাম না। ওরে পরামাণিক। রক্ষে কর—রক্ষে কর—আয়—আয় সব দেখিগে।

[কেশব ভারতী ভিন্ন দ্রুত সকলের প্রস্থান।

কেশব। ধন্য লীলাময়! তব কার্য্য তুমিই সাধিলে,
অধম কিঙ্করে শুধু নিমিত্ত করিয়া।

পুনঃ নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। গুরুদেব! গঙ্গাস্নান সমাপন এবে।
কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে ?

সকলে। বাছা! আমাদের অনুরোধ—তুমি এ সংকল্প ত্যাগ কর।

নিমাই। আর বাধা দিওনা সকলে,
প্রাণ খুলে বল হরিবোল স্নেহ-গণ্ডগোল মিটিবে অচিরে,
এ সংসার কদিনের তরে যবে যাবে ছেড়ে আত্মামণি
সেই হরি ভিন্ন কিসে মুক্তি হইবে জীবের!
কহি তাই—সময় থাকিতে বল বল হরিবোল!
গুরুদেব! কার্য্য অনুষ্ঠানে হ'ন ব্রতী এবে।

কেশব। ধর বাছা কৌপীন বসন,
আর্দ্র বস্ত্র কর ত্যাগ! (নিমাইকে বস্ত্র প্রদান)

নিমাই। সকলে হরি হরি বলে দয়া করে আমাকে অনুমতি দিন্।

কেশব। এস বৎস! বস তুমি দক্ষিণে আমার।
এবে কোন্ মন্ত্র প্রদানি কেশবে! (চিন্তিত হওন)

নিমাই। গুরুদেব! এক মন্ত্র আর দিন
পেয়েছিনু এক ব্রাহ্মণের ঠাঁই—কহি তাহা! (কর্ণে কথন)
করুন বিচার কোন্ মন্ত্র দানিবেন মোরে!

কেশব। অহো! কি শুনিনু—কি শুনিনু—
যেই মন্ত্র আমি অন্বেষণি পেনু তব ঠাঁই!

হে গোঁসাই, ধন্য দয়া তব !
ভক্তগুরু ! আজি মুক্ত আমি তব কৃপাবলে !
লও মন্ত্র শক্তিধর ! অতীব গোপনে
দিলে যাহা চিন্তামণি,
সেই মন্ত্র পুনঃ প্রদানি তোমায় ! (কর্ণে কথন)

নিমাই। গুরুদেব ! করুন গ্রহণ প্রণাম দাসের।
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥

কেশব। জ্ঞানমত মন্ত্র দিনু নারায়ণ, পুনর্জ্জন্ম হ'ল তব,
কিবা নাম দিব আমি ভাবি অনুক্ষণ !

দৈববাণী। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

(সকলে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল)

কেশব। হে গোঁসাই ! দেবতা আদেশে
আজি হতে তব নাম শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য !
এবে পূর্ব্ব নাম, ধাম, পত্নী, মাতা আদি পরিজন
পূর্ব্ব বসন ভূষণ না রহিল তব !
ভূমি শয্যা, অঙ্গ তৈল হীন, বৃক্ষতল হ'ল গৃহ,
বাস যথা তথা,
ছিন্ন কন্থাসার নবদ্বীপ প্রবেশের নাই অধিকার !
ধরি দণ্ড করে বিচর পরের দ্বারে এবে চিরদিন !
উঃ কি মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর ! (দণ্ড প্রদান)

পঞ্চম দৃশ্য

মিশ্রের অন্তঃপুর।

বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচী।

বিষ্ণুপ্রিয়া। চল মা, মুখে একটু জল দিবে। আজ কয়দিন যে নিঢাল উপবাসে কেটে গেল!

শচী। বৌমা!

এখনও রাক্ষসীর ক্ষুধা?

সোনার সংসার—

করিয়াছি একে একে গ্রাস—

মিটিয়াছে সর্ব্বক্ষুধা সেইদিন।

বিশ্বরূপ—নিমাই সুন্দর,

বধূমাতা, কর্ত্তা,

সবে মোরে দিলা ফাঁকি

বাকি শুধু তুমি আছ মাতা।

সরে যাও—সরে যাও মাগো—

নাগিনীর উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে,

তুমিও যাইবে শেষে

মিশ্রবংশে বাতি দিতে কেহ নাহি রবে!

ওরে নিমাই আমার—

কোথা গেছ বাছা
অভাগিনী জীবন রতন
প্রাণধন—
একবার—একবার কোলে আয় বাপ,
জুড়াই তাপিত জীবন!
একি, না—এলি না—
শুনিলিনা অভাগিনী কথা!
হায় ধাতা!
তবে রমনী সৃজন
সন্তানে শুধুই ধরিতে জঠরে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা, মা, চুপ কর, তুমি যদি এত অস্থির হও, তবে আমরা কেমন করে ধৈর্য্য ধরে থাকবো মা! দেখ দেখি—না খেয়ে খেয়ে তোমার দেহের কি অবস্থা হয়েছে! এমন ক'রে বেড়ালে আর কয়দিন বাঁচ্‌বে! যখন তিনি বাড়ীতে ফিরে এসে তোমার খোঁজ কর্‌বেন—তখন তাঁকে কি বলে বোঝাব?

শচী। নিমাই আমার আবার ফিরে এসে মা বলে ডাকবে? না—না—তবে আমি মরব না! আমার আবার মরণ আছে? মার্কণ্ডের পরমায়ু নিয়ে জন্মেছি মা, মরব কেন?—এর মধ্যে মর্‌লে চল্‌বে কেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা—মা—অমন কর্‌বেন না, একটু স্থির হোন, মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর অনুসন্ধানে বেরিয়েছে নিশ্চয়ই তাঁরা তাঁর সন্ধান আনবেন।

শচী। কে—কার করিবে সন্ধান।
এই বিশ্বে কেউ কারো নয় ?
লোকময় শুধু স্বার্থ কোলাহল !
নিঃসম্বল দরিদ্র আমরা,
কেবা নেবে—
কিসের কারণ নিমাই সন্ধান ?
কিবা স্বার্থ পুরিবে তাদের তাতে।
দরিদ্রের সন্তান নিমাই,
কোন প্রয়োজন হইবে কাহার !

বিষ্ণুপ্রিয়া। সত্য মাগো দরিদ্র আমরা,
কিন্তু পুত্র তব নিজগুণে
করিয়াছে বিশ্বজয় !
লোকময় সবে ভালবাসে !
তাঁর তরে—
নবদ্বীপ আজ হ'য়েছে আঁধার,
চারিদিকে উঠে হাহাকার !

শচী। মাগো !
সে যে মোর ভালবাসা ধন,
বাল্যে করিয়াছে—
প্রতিবেশী প্রতি কত অত্যাচার
তবু তারে সবে বাসিয়াছে ভালো,
করিয়াছে কতই যতন।

সীতার প্রবেশ।

সীতা। যতনের ধন সে গৌর রতন ;
হা বাবা নিমাই,
এই ছিল মনে তোর ?

শচী দিদি ! দিদি !
নিমাই তোমার নাই তব ঘরে
রহস্যের ছলে লুকাইয়া কোথা ?
দেখিয়াছ খুঁজি চারিধার ?

সীতা। আঁধার—আঁধার দিদি,
নিমাই বীহনে আঁধার আমার পুরী !

অদ্বৈতের প্রবেশ।

অদ্বৈত শুধু মম পুরী আঁধার নয়রে সীতা !
নিমাই বীহনে—
নবদ্বীপে ঘরে ঘরে—
দিবসেও হেরি অন্ধকার !

সীতা। প্রতীকার কর তবে দেব !

অদ্বৈত। প্রতীকার—প্রতীকার—
নিশ্চয় করিব !
চন্দ্রশেখর, বক্রেশ্বর, মুকুন্দ
নিমাই সুন্দরে গিয়াছে খুঁজিতে,

আমি এবে হইনু বাহির।
যদি পাই নিমাই সন্ধান,
পুনঃ গৃহেতে ফিরিব,
নয় এই মোর—
মহাযাত্রা নবদ্বীপ হতে!
সীতা!
বধূমাতা আর নিমাই-জননী—
শোকেতে বিহ্বল
তুমি থাক শুশ্রূষার হেতু
যেন কোন ক্লেশ না হয় কাহার! [প্রস্থান।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কাকী মা, মা কয়দিন কিছুই খায়নি!

সীতা। চল দিদি, ঘরের মধ্যে চল! মুখে একটু জল দেবে।

[সকলের প্রস্থান।

——০ঃ০——

ষষ্ঠ দৃশ্য

পাড়ার মধ্যস্থল।

নাগরিকগণের প্রবেশ।

১ম নাগ। বলি— ওহে তোমরা তো কিছু বল্‌বে না হে!

২য় নাগ। কি আর বল্‌বো!

১ম নাগ। কি আর বল্‌বো? কেবল দিন নাই, রাত নাই, মড়াকান্না কাঁদলেই হ'ল।

২য় নাগ। এতে যে দেশের অকল্যাণ :

১ম নাগ। না—এ শালার দেশে কি কেউ মানুষ আছে।

৩য় নাগ। সব শালাই ভেড়ার দল!

২য় নাগ। কেন তোমরা আছ? প্রতীকার কর্‌লেই তো পার?

১ম নাগ। পারি না?—আমি সব পারি হে সব পারি।

২য় নাগ। বেশ তো—বল্‌ছি প্রতীকার কর!

১ম নাগ। তাহলে তোমরা বল, আমার সঙ্গে যোগ দেবে?

সকলে। নিশ্চয়--নিশ্চয়—তুমি যা বল্‌বে আমরা তাই কর্‌বো

১ম নাগ। বেশ তাহলে এস! নিমাইয়ের মাগকে আর তার মাকে বলি চল---যে তোমরা দিন-রাত্রি কুকুরের মত ভেউ ভেউ কর্‌তে পার্‌বে না—! যদি না আমাদের কথা শোন—তাহলে তোমাদের দেশ ছাড়া কর্‌বো!

২য় নাগ। আর সেই সময় যদি গোঁয়ার গোবিন্দের দল--এসে পড়ে তাহলে যে বাড্ডানে হাড় ভেঙ্গে দেবে? তোমরা যাবে বল্‌ছো যাও—আমি অমন কাজে নেই বাবা—

১ম নাগ। তাহলে তোমার আজ হতে হুকো বন্ধ, তুমি একঘরে।

২য় নাগ। সে বরং ভালো—বুড়ো বয়সে বাড্ডানের হাত হতে তো বাঁচ্‌বো।

দ্রুতপদে নাগরিকপত্নিগণের প্রবেশ।

সকলে। হায় হায়! ওগো আমাদের নিমাই কোথা গেলগো!

(রোদন)

১ম নাগ-পত্নী। বলি কর্ত্তা কোথা গো! ও কর্ত্তা তুমি এখানে? ওগো যাও—যাও—যেখানে আমাদের নিমাই থাকুক, তাকে খুঁজে নিয়ে এস! নিমাই ছাড়া নদেয় আমরা কিছুতেই বাস কর্‌তে পার্‌বো না।

১ম নাগ। বলি—ও ভট্‌চাজের পো—এখন তোমার মাগকে এক ঘরে কর, কেন ও মড়াকান্না কাঁদ্‌ছে।

৩য় নাগ। রমণী—রমণী—স্নেহ অত্যন্ত প্রবল!

২য় নাগ। যার চেয়ে ভালবাসে সে হ'ল ডান! যার ছেলে গেছে, সে কাঁদ্‌ছে তাতে হ'ল গ্রামের অকল্যাণ, আর তোমাদের মাগেরা সেই নিয়ে হৈ হৈ কর্‌ছে—আগে সব ওদের একঘরে কর—তবে ত তাদের বাড়্‌ভান দিতে যাবে!

১ম নাগ-পত্নী। তোমরা কি বল্‌ছ? ওগো, তোমরা কি রকম পুরুষ মানুষ! নিমাই যে দেবতা—গ্রাম থেকে দেবতা বেরিয়ে গেল—আর তোমরা চুপ করে বসে আছ।

১ম নাগ। আর আমরা হচ্ছি ব্রেহ্মদত্তি! ব্রেহ্মদত্তি থাক্‌লেই চল্‌বে—! হতভাগীর বেটীরা সব বাতিক ধরেছে।

নাগ-পত্নীগণ। না—না—চল! ও সব পুরুষের দ্বারা কোন কিছুর প্রত্যাশা নাই। তার চেয়ে আমরাই খুঁজ্‌তে যাই চল। হা—নিমাই হা—নিমাই— কোথায় গেছ বাপধন।

[নাগ-পত্নীগণের প্রস্থান।

১ম নাগ। ও ভাই, এ আবার কি হল? সত্যই যে আমার গিন্নি শুদ্ধ খেপ্‌লো।

২য় নাগ। তবে কি নিমাই কিছু যাদু জানে নাকি!

৩য় নাগ। চল, চল ভাই আঁটকুড়ীর বেটীদের ফিরাই চল! নইলে আবার কে কি করে বস্‌বে।

২য় নাগ। আমি সহজে ছাড়্‌ছি না—এক ঘরে কর্‌তে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

——o——

সপ্তম দৃশ্য

পথ।

নিমাই, নিতাই, বক্রেশ্বর, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি ভক্তগণ।

নিমাই। কহরে নিতাই,
প্রাণ মম হ'য়েছে চঞ্চল,
বিলম্ব না সয়ে, বল ত্বরা—
আর কতদূর প্রেম বৃন্দাবন।
যাব আমি সেই বৃন্দাবন
সেথা রহে শ্রীনন্দনন্দন!
ব্রজনাথে বারেক হেরিব,
দেখি কালাচাঁদ
চিনিবারে পারে কি না পারে?

নিতাই। চল প্রভু এই পথ ধরে।
অই দেখা যায় দূরে

প্রেম বৃন্দাবন
অই সেথা বহিছে যমুনা,
ধায় কৃষ্ণ প্রেমোদ্দেশে—
চলিছে বিবিধ রঙ্গে।

নিমাই। তাইত—তাইত—ঐ ত—ঐ ত—
সেই সে যমুনা,
শ্যাম-সোহাগিনী ভাব-গরবিনী
ওলো সখি তুমি ত জানহ,
কৃষ্ণ প্রেমস্বাদ!
যাব আমি তোমার সকাশে
দাসে কিছু করুণার কথা
দিতে হবে তোমা—
নতুবা—ছাড়িব না তোমারে কভু!

[দ্রুত প্রস্থান।

নিতাই। বাহ্যজ্ঞান হারা এবে প্রভু!
হরি! হরি। হরিবোল হরি!
লীলাধর জান কত লীলা;
তব ছলা ভেদিবে অধম।
বৃন্দাবন নিয়ে যাব ছলে
শান্তিপুরে যাব
মনোরথ পুরাব সবার;
এস হরি ভক্ত ইচ্ছা করহ পূরণ।

রাখালগণের প্রবেশ।

গীত

রাখালগণ।

"সেই—সেই"—দ্বাপরে নন্দের ঘরে জনমিল সেই।

তেমনি তেমনি তেমনি গো॥

তেমনি সুচারু আঁকা, দুটী ভুরু তেমনি নয়ান বাঁকা,

তেমনি বদন ইন্দু-বিলাঞ্ছন পদ কোকনদ ঢাকা।

তেমনি তেমনি সবি গো॥

যদি বল সেত কালো, এযে গৌর ভুষন আলো,

ওগো কালো গৌর সম কথা অভেদ তাতে কৈ॥

নিমাইয়ের পুনঃ প্রবেশ।

নিমাই। এস এস প্রাণের রাখাল ;

কই দাম প্রাণের শ্রীদাম,

আয় ভাই স্নেহের সুবল,

প্রাণ ভরে দেরে আলিঙ্গন ;

বহুদিন হয় নাই দেখা।

সখা--সখা!

বল, বল, ধেনুকুল আছে তো কুশলে ?

বল ওরে কৃষ্ণপ্রেম পাগলিনী—

শ্রীরাধা, বিশাখা, আদি গোপিনী নিচয়

যমুনার তীরে,—

সেই কুঞ্জের ভিতরে
গায় গান হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ—
কোথা গেলে বলে।
চল চল ভাই,
দেরী করে আর কাজ নাই
বুঝি বা সবাই
ধৈর্য্য ধরিতে না পেরে
যমুনার জলে
প্রাণ দিবে বলে
এতক্ষণ পড়িয়াছে কালিন্দি সলিলে।

রাখালগণ। ভাই—ভাই—

১ম রাখাল। তাই ত কে আমরা?

২য় রাখাল। কে এ সন্ন্যাসী?

৩য় রাখাল। কালশশী! ওরে কালশশী!
সেই কালা—সব ছলা তার।

১ম রাখাল। আরে সে যে কালো
এ যে গৌরাঙ্গ সুন্দর।

৩য় রাখাল। যাদুকর—কেশব মোদের?

রাখালগণ। হরি—হরি—হরিবোল, হরিবোল।

নিমাই। রাখ গণ্ডগোল,
চল ভাই—বিলম্ব না সহে আর। (গমনোদ্যত)

নিতাই। কোন পথে যাও ভাই,

এ পথে নহেত সেই বৃন্দাবন,

চল যাই সুপথ ধরিয়া!

নিমাই। কোন পথ? কোন পথ?

বল বল সখে

কোন পথ দিয়ে—

এসেছ তোমরা কোন পথে?

কত দূর আর বৃন্দাবন।

১ম রাখাল। এ যে শান্তিপুর!

বহুদূর এখান হইতে

সেই বৃন্দাবন।

নিমাই। না—না—তোমরা ভুল বল্‌ছ! ভুল বল্‌ছ, এ বৃন্দাবন। নইলে তোমরা কোথা হতে এলে?

অদ্বৈতাচার্য্যের প্রবেশ।

অদ্বৈত। এই যে—এই যে, প্রাণের নিমাই,

নিমাই—নিমাই—

একি বেশ তব?

হায়—হায়!

নিমাইয়ের এ-হেন সন্ন্যাসী বেশ,

স্বচক্ষে হেরিনু।

মুণ্ডিত মস্তক,

অঙ্গ তৈল হীন,

পরণে ভিখারী কৌপীন,
দণ্ড হস্তে কাঙাল অধম,
হায় হায়,
এই ছিল মনে গোর রতন।

নিমাই। আচার্য্য!
কেমনে তুমি মোর জানিলে সন্ধান,
সীতা, মাতা আছে ত কুশলে?
বৃন্দাবন এতদূরে—
এলে কোন পথ ধরে,
ধন্য ধন্য তুমি আচার্য্য প্রধান,
দাও— দাও আলিঙ্গন।
কিঙ্করে কৃতার্থ কর।

অদ্বৈত। প্রভু—প্রভু!
চল, চল, দীনের কুটীরে,
তব শোকে সীতা হয়েছে বিহ্বলা
একবার দেখা দিয়ে
যথা ইচ্ছা যেও নাহি দিব বাধা!
আর শচী দেবী—তব শোকে
আসন্ন মৃত্যুর গ্রাসে
বৃদ্ধার শেষ নিঃশ্বাস বহে—
শুধু অই চাঁদমুখ বারেক হেরিবে বলি।

নিমাই। তবে চল চলি আচার্য্য ধীমান

যাব আমি তোমার কুটীরে ?
সেথা গিয়ে—মাতৃপদ করিব বন্দন ;
তবে অনুরোধ আছে এক মম,
বিষ্ণুপ্রিয়া যেন নাহি আসে সেথা,
সন্ন্যাসীর নাহি অধিকার
পত্নী সহ দেখা।

অদ্বৈত। তাই হবে—তাই হবে!
চল তবে প্রাণের নিমাই।

সকলে। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

[সকলের প্রস্থান।

——o——

অষ্টম দৃশ্য

অদ্বৈতের গৃহ।

সীতা আসীনা।

সীতা। কই, তিনি ত আজ পাঁচ দিন হ'ল বাটী হ'তে বেরিয়েছেন, তবে কি এখনও নিমাইয়ের কোন সন্ধান করতে পারেন নাই। হায়, হায়, তাহ'লে কি হবে! শচীদেবীর যা দুর্দ্দশা দেখে এসেছি তিনি এতক্ষণ আছেন কি নাই; তারও স্থির নাই, বধূমাতা বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখখানি দেখলে অতি বড় পাষাণও যে তারও বুক ফেটে যায়। ভগবান, এ কি করলে, এ কি হল। হায়! আর জগন্নাথ মিশ্রের বংশে বাতি দিতে কেউ রইল না।

(নেপথ্যে—ভক্তগণ ও নাগরিকগণ—হরিবোল,
হরিবোল, ধ্বনি করিতে লাগিলেন।)

ঐ সব হরিধ্বনি কর্‌ছে—তবে বুঝি আমার নিমাইকে নিয়ে সব ফির্‌ছে। (অগ্রসর হওন)

অদ্বৈত, নিমাই, মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের প্রবেশ।

অদ্বৈত। সীতা! দেখ হেথা এসেছে নিমাই।

সীতা। ওমা! একি বেশ নিমাইয়ের মোর?
নিমাই—নিমাই—
ওগো—কেউ যাও একবার
প্রদান সংবাদ নিমাই মাতারে,
বুঝি পাগলিনী এতক্ষণ নাই।

অদ্বৈত। গিয়াছে নিতাই
আনিবারে নিমাই মাতায়
কুটীরে আমার!

সীতা। বাবারে—কি করে ভুলেছিলি,
কি কঠিন তোর প্রাণ!

নিমাই। মাগো—নিজে না কাঁদিলে,
তোমারা না কাঁদিলে
ভিখারী না হ'লে কি সে হবে উদ্দেশ্য পূরণ!
তাই নিজজন, মাতা, পত্নী পরিজন,
সবারে কাঁদায়ে হয়েছি সন্ন্যাসী!

শচী, নিতাই নাগরিকগণ ও নাগরিকাগণের প্রবেশ।

সকলে। কই—কই—কোথায় নিমাই।

শচী। নিমাই রে—

নিমাই। মাগো!

কুসন্তান ধরেছিলে গর্ভেতে তোমার.
তাই পাও পদে পদে হেন মনস্তাপ!
ক্ষমা কর—ক্ষমা কর—
দেবীরূপা জননী আমার।

১ম নাগ। নিমাই—নিমাই—আমরা অতি পাষণ্ড—তোমার উপর কত অত্যাচার করেছি আমাদের ক্ষমা কর! তুমি পূর্ণব্রহ্ম—স্বয়ং ভগবানের অভিন্ন মূর্ত্তি!

নিমাই। অনুতাপেই তোমাদের প্রায়শ্চিত্ত। এক্ষণে এক মন প্রাণে—সকলে বল হরিবোল, হরিবোল।

সকলে। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

শচী। ধন্য—ধন্য পুত্র জঠরে ধরেছিলাম! আজ আমি ধন্যা হয়েছি। আমার নিমাই—আমার গৌর—আমার বিশ্বম্ভর! আমার শ্রীচৈতন্য—আমার গৌরাঙ্গ! (বক্ষে ধারণ)

যবনিকা